বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

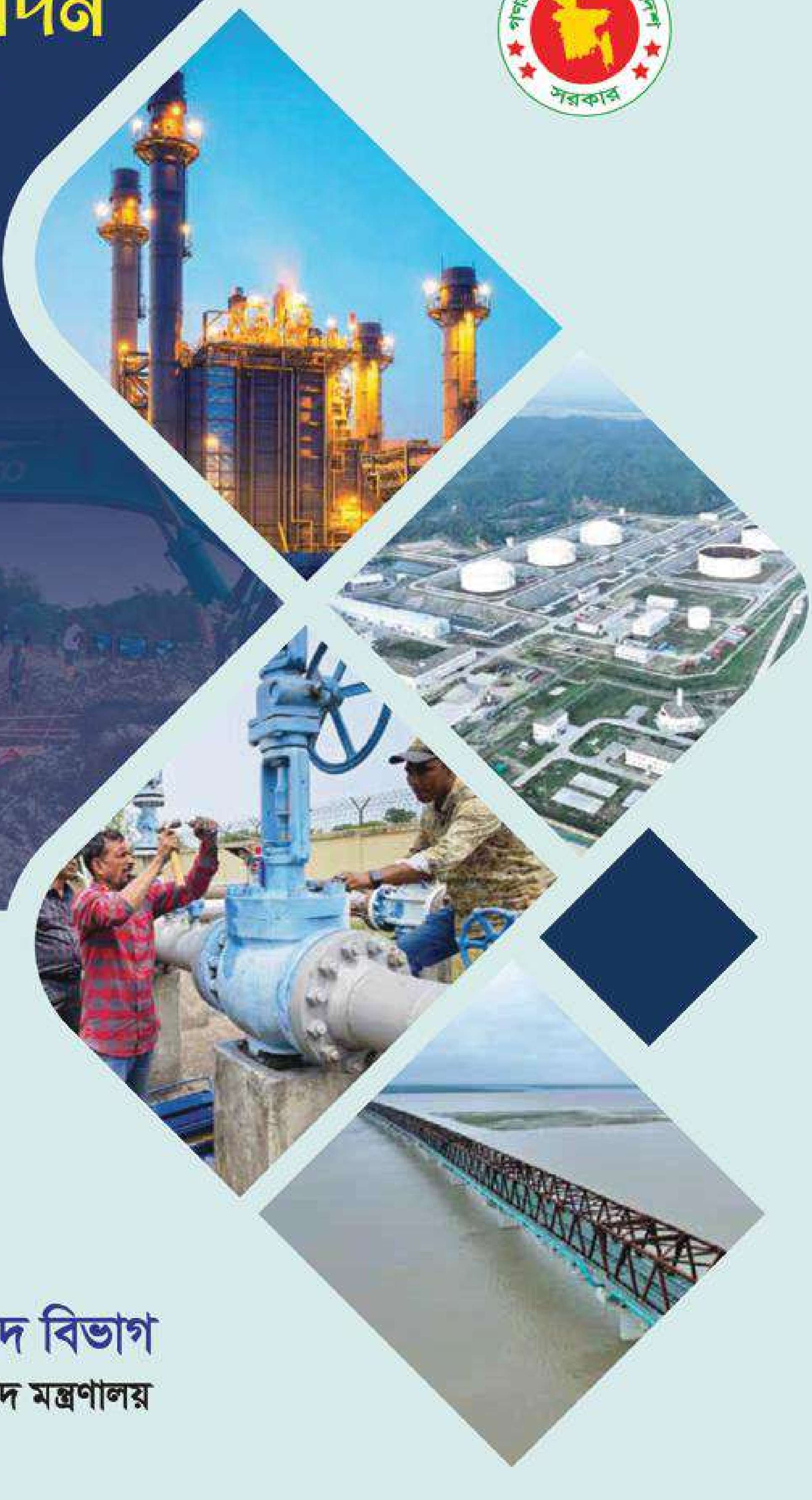

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ	০১-০৩
পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কার্যক্রম	০৪-১১
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	১২-১৬
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	১৭-২৩
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড	২৪-২৯
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩০-৩৪
বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৩৫-৩৭
কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৩৮-৪১
জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৪২-৪৪
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৪৫-৪৯
সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৫০-৫৪
রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পনি লিমিটেড	৫৫-৬২
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	৬৩-৭০
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	৭১-৭৪
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	৭৫-৭৬
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৭৭-৮৪
পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৮৫-৯১
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৯২-৯৫
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	৯৬-১০১
ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	১০২-১১৬
এলপি গ্যাস লিমিটেড	১১৭-১১৮
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১১৯-১২০
ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি	১২১-১২৩
পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি	১২৪-১২৪
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	১২৫-১২৮
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১২৯-১৩১
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)	১৩২-১৩৪
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	১৩৫-১৩৭
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট পরিচিতি	১৩৮-১৪৬
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৪৭-১৫২

জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে জ্বালানি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি খাতের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের জ্বালানির চাহিদাপূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন:

বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ (আরএলএনজি সহ)	দৈনিক গড়ে ২,৬৮২ মিলিয়ন ঘনফুট
আরএলএনজি সরবরাহের সক্ষমতা	১১০০ এমএমসিএফডি
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা (জুন'২০২৫ পর্যন্ত)	২৯টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (জুন'২০২৫ পর্যন্ত)	৩,৫৭৬ কিঃমিঃ
খনন রিগ সংক্রান্ত	৫টি বিদ্যমান, ২টি নতুন ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান
তেল গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত দ্বিমাত্রিক জরিপ	৫৪,৬৪৩ লাইন কি.মি
তেল গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭,১৩৭ বর্গ কি.মি

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ:

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রমের পাশাপাশি এলএনজি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক প্রায় ১৯০৯ মিলিয়ন ঘনফুট এবং আরএলএনজি সরবরাহ দৈনিক প্রায় ৭৭৩ মিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ বর্তমানে দৈনিক গ্যাসের সরবরাহ দৈনিক প্রায় ২,৬৮২ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি)। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও চা শ্রেণিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

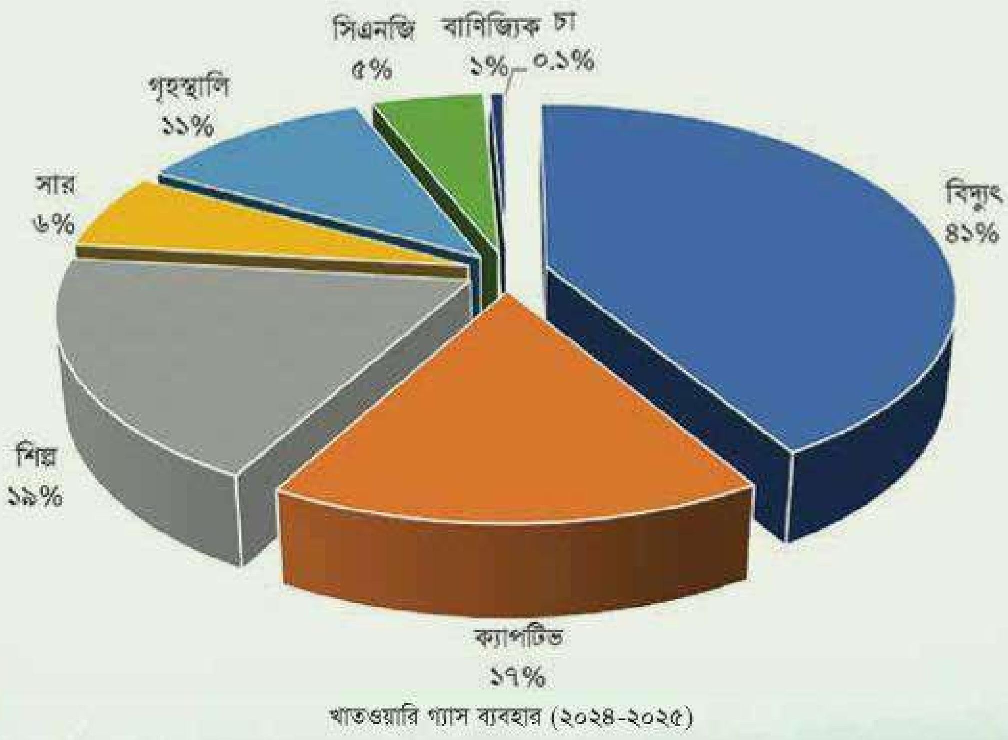

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০২৪-২০২৫)

জ্বালানি নিরাপত্তার চলমান কার্যক্রম:

- কূপ খনন/ ওয়ার্কওভার: সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ ও ইলিশা নামে মোট ৬ (ছয়) টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি কৈলাশটিলা-৮, সিলেট-১০, বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট ও জামালপুর-১ কূপের খনন কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। অনশোরে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০টি কূপ (অনুসন্ধান, উন্নয়ন/মূল্যায়ন, কূপের ওয়ার্কওভার) খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টি কূপ খনন করে দৈনিক প্রায় ২১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এর সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রিডে সংযুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ২০২৫-২০২৮ সময়ে অনশোর ৬৯টি কূপখনন ও ৩১টি কূপ ওয়ার্কওভারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২৫-২০২৬ সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯টি কূপ খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার সফল বাস্তবায়নে আনুমানিক ১৭৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সংস্থান নিশ্চিত হবে মর্মে আশা করা যায়।
- **গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন:** ২০০ কি. মি. নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে, ৫০ কি.মি. পাইপলাইনে টাই-ইন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **বর্ধিতহারে গ্যাস উৎপাদন:** বিদ্যমান কূপসমূহ হতে বর্ধিতহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ১৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৯টি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- **প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন:** জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ৬.৩২ লক্ষ গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ১৭.৭৮ লক্ষ স্মার্ট গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- **এলএনজি আমদানি কার্যক্রম:**
  - পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে মহেশখালির মাতারবাড়িতে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
  - জি টু জি ভিত্তিতে কাতার ও ওমানের সাথে বিদ্যমান দীর্ঘমেয়াদী এলএনজি সরবরাহ চুক্তির পাশাপাশি সম্প্রতি ৪ (চার)টি নতুন চুক্তি (৩টি দীর্ঘমেয়াদী ও ১টি স্বল্পমেয়াদী) স্বাক্ষর করা হয়েছে যার মাধ্যমে ২০২৬ সাল হতে এলএনজি আমদানি করা সম্ভব হবে।
  - ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের জন্য জিটুজি চুক্তির পাশাপাশি স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ২৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে গঋচঅ স্বাক্ষর করা হয়েছে।
  - ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য মহেশখালিতে স্থাপিত ২টি FSRU এর মধ্যে ১টি FSRU এর রি-গ্যাসিকেশন সক্ষমতা আরও ১০০ এমএমসিএফডি বৃদ্ধি করে মোট দৈনিক ১১০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানির সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।
  - প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদে ও স্বল্পমেয়াদী এলএনজি আমদানির জন্য জি টু জি ভিত্তিতে আলোচনা চলমান রয়েছে।
- **তেল/গ্যাস অনুসন্ধান:**
  - On-shore-এ নতুন তেল/ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে ২ডি/ ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন করা হচ্ছে।
  - গভীর-অগভীর সমুদ্রে তেল/ গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১২,৬৪২ লাইন কিলোমিটার মাল্টিক্লায়েন্ট ২ডি সার্চ সম্পন্ন হয়েছে।
- **উৎপাদন বন্টন চুক্তি (PSC):**
  - অফশোর: পেট্রোবাংলার প্রেরিত "Offshore Model PSC 2023"-এর হালনাগাদকৃত খসড়া "Offshore Model PSC 2025"-এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পর্যালোচনার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের কার্যক্রম অগ্রসরমান পর্যায়ে রয়েছে।
  - অনশোর: পেট্রোবাংলার প্রেরিত "Onshore Model PSC 2019"-এর হালনাগাদকৃত খসড়া "Onshore Model PSC 2025"-এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পর্যালোচনার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের কার্যক্রম অগ্রসরমান পর্যায়ে রয়েছে।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ৪.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে, জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২.৯৫৬ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে।

- মধ্যপাড়া খনি হতে ২০২৮ সাল পর্যন্ত পর্যন্ত মোট ৮.৮৬ মিলিয়ন টন পাথর উৎপাদনের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে, জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪.৪৩ মিলিয়ন টন পাথর উত্তোলিত হয়েছে।

সেক্টর-ভিত্তিক পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ব্যবহার, ২০২৪-২০২৫

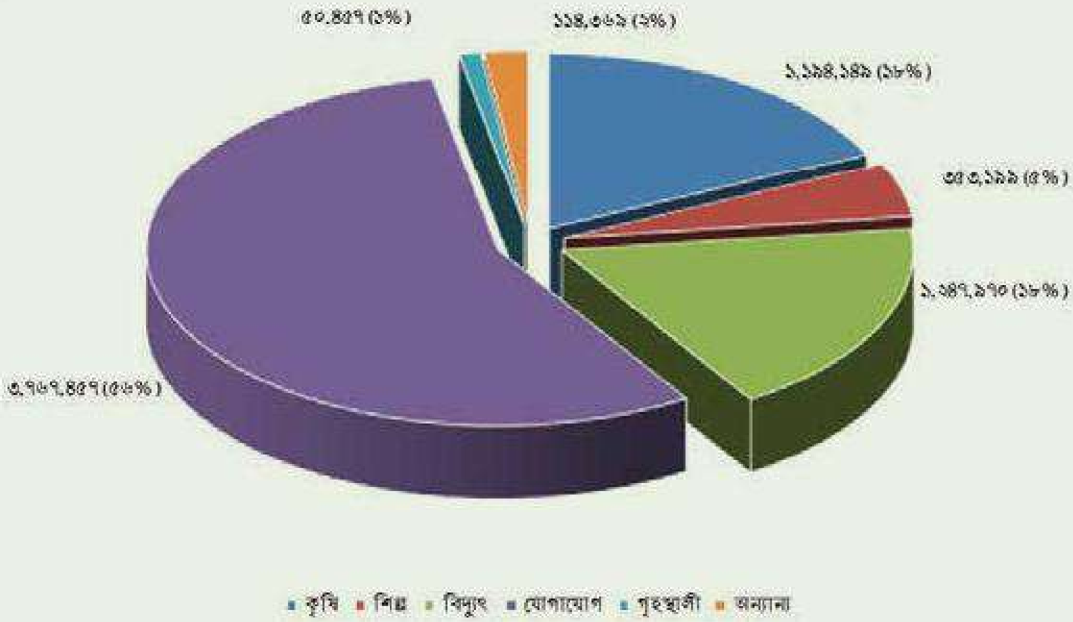

জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৫.৯১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রেখে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা ৩০ দিন থেকে ৪০-৪৫ দিনে উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক দৈব বিপাকের কারণে জ্বালানি তেলের আমদানি প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মজুদ ক্ষমতা ৬০ (ষাট) দিনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রায় ৮ (আট) লক্ষ মেঃ টঃ ধারণক্ষমতার ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালি এলাকায় ঝচগ প্রকল্পের PSTF সংলগ্ন এলাকায় ৭,৬২,০০০ মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতার ২য় PSTF, IBFPL প্রকল্পের অধীনে ২৮,৮০০ মেঃ টঃ, জেট এ১ পিতলগঞ্জ প্রকল্পের অধীনে ৯০০০ মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতার ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি স্থাপন অন্যতম।

- দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ০২টি আলাদা পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্র বন্দরে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং স্থাপনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত পাইপলাইন ও ট্যাংক ফার্মসমূহের কমিশনিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের O & M ঠিকাদার নিয়োগের জন্য গত ১৯/১২/২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আমদানিকৃত জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্পে চট্টগ্রাম হতে ঢাকা (২৫০ কি.মি.), পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান স্থাপনা হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর (৫.৮ কি.মি.) পর্যন্ত জ্বালানি তেল সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত দুটি পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও পিতলগঞ্জ হতে কেএডি ডিপোতে (১৫.৭০ কি.মি.) জ্বালানি তেল সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। SPM-সহ অন্যান্য পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবহন খাতে বছরে প্রায় ১২০০-১৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

- জ্বালানি তেলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রুড রিফাইনিং ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের জন্য বিদ্যমান ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার পাশাপাশি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL ইউনিট-২ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিপিসির জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অধীনস্থ বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহ অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনা অটোমেশনের নিমিত্ত আনার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থাপিত ৩৯টি ডিপো অটোমেশনের আওতায় আনার নিমিত্ত Feasibility Study কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার পরিচিতি:

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১-কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সর্বশেষ ২০ নভেম্বর, ২০২২ সালের ১৯ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশ) রহিতপূর্বক উহাকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয় এবং করপোরেশনকে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) নামে পুনঃনামকরণ করা হয়।

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২ অনুযায়ী পেট্রোবাংলার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক) তেল, গ্যাস এবং খনিজ বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ও গবেষণা পরিচালনা;

(খ) খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা;

(গ) গ্যাস এবং খনিজসম্পদ উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়;

(ঘ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি, বিপণন, রপ্তানি ও ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে গ্যাস উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত তরল পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিভাজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রসেস প্লান্ট স্থাপন ও বিক্রয়;

(চ) তেল, গ্যাস এবং খনিজসম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভূ-তাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক এবং অন্যান্য জরিপ কার্য পরিচালনা;

(ছ) জরিপ, খনন ও অন্যান্য অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে তেল, গ্যাস এবং খনিজসম্পদ এর উপস্থিতি যাচাই করা, উহার মজুদ প্রাক্কলন করা এবং খনিজসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আহরণ ও খনন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(জ) তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ শিল্প স্থাপন এবং আহরিত পেট্রোলিয়াম ও খনিজ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় অব্যাহত রাখা;

(ঝ) কর্পোরেশনের কার্যের সহিত সম্পর্কিত এবং কর্পোরেশনের স্বার্থে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত বা কৃত সমীক্ষা, নিরীক্ষা ও কারিগরি গবেষণার ব্যয় নির্বাহে অবদান রাখা;

(ঞ) কর্পোরেশনের কার্যের সহিত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বুলেটিন এবং মনোগ্রাফের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ, সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান;

(ট) কর্পোরেশনের অধীন কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন;

(ঠ) কর্পোরেশনের এবং উহার অধীন কোম্পানিসমূহের উপমহাব্যবস্থাপক এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে কর্পোরেশনে এবং ইহার অধীন অন্য কোম্পানিতে বদলি বা পদায়ন;

(ড) বিশেষ ক্ষেত্র বা প্রকল্পে বা কারিগরি প্রয়োজনে কর্পোরেশনের এবং উহার অধীন কোম্পানিসমূহের উপযুক্ত কর্মকর্তাকে কর্পোরেশনে এবং ইহার অধীন অন্য কোম্পানিতে বদলি বা পদায়ন;

(ঢ) কর্পোরেশনের অধীন কোম্পানিসমূহের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) সরকারের অনুমোদনক্রমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেশি, বিদেশি কোম্পানির সহিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;

(ত) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, ঘোষিত তেল, গ্যাস ও নিজসম্পদ সম্পর্কিত কার্যাবলি; এবং

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

পেট্রোবাংলার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল কাঠামো:

	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্যপদ
(ক) কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি):	৩১০	১৪৮	১৬২
(খ) কর্মচারী			
৩য় শ্রেণি	২০৭	(৯০+২৫*)=১১৫	৯২
৪র্থ শ্রেণি	১৩৫	(৪৬+৩১*)=৭৭	৫৮
মোট (কর্মচারী):	৩৪২	১৯২	১৫০
সর্বমোট :	**৬৫২**	**৩৪০**	**৩১২**

*৩য় শ্রেণির ২৫ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৩১জন মোট ৫৬ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কর্মরত।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যঃ

শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্র হতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেট এর পরিমান নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর (২০২৪-২৫)	মোট	দৈনিক গড়
গ্যাস	৪০১.৫ বিসিএফ	১,১০০ মিলিয়ন ঘনফুট
কনডেনসেট	২২,৩৫,৬৪৮ ব্যারেল	৬,১২৫ ব্যারেল

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: শেভরন কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে গ্যাস প্ল্যান্ট পরিচালনা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পাদন করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেট হতে পিএসসি এর আলোকে Cost Recovery Mechanism এর মাধ্যমে পেট্রোবাংলা থেকে যাবতীয় খরচ আদায় করা হয়ে থাকে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

প্রকল্পের সংখ্যা: ১০ টি

ক্র:নং	এডিপি ২০২৪-২৫	
১	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/১০/১৮-৩০/০৬/২৫) (জিটিসিএল)
২	রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর এবং তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩০/০৬/২৫) (পিজিসিএল)
৩	কৈলাশটিলা ৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন (১ম সংশোধিত)	(০১/০১/২১ - ৩১/১২/২৪) (এসজিএফএল)

ক্র:নং	এডিপি ২০২৪-২৫	
৪	ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরেরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩১/১২/২৪) (কেজিডিসিএল)
৫	যমুনা রেল সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩০/০৬/২৫) (জিটিসিএল)
৬	জেজিটিডিএসএল-এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২২-৩০/০৬/২৫) (জেজিটিডিএসএল)
৭	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	(০১/০১/২৩-৩০/০৬/২৫) (এসজিএফএল)
৮	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২২-৩১/১২/২৪) (বাপেক্স)
৯	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২২-৩০/০৬/২৫) (বাপেক্স)
১০	হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প	(০১/১০/২২-৩০/০৬/২৫) (এসজিএফএল)

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ:

প্রকল্পের সংখ্যা: ৩৪ টি

ক্র:নং		এডিপি ২০২৪-২৫	
বিনিয়োগ কর্মসূচীঃ			মেয়াদ
১	১	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/১০/১৮-৩০/০৬/২৫) (জিটিসিএল)
২	২	বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর (৪২" ব্যাস ৫০কি.মি.) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩০/০৬/২৬) (জিটিসিএল)
৩	৩	রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর এবং তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩০/০৬/২৫) (পিজিসিএল)
৪	৪	Installation of Smart Prepaid Gas Meters, SCADA & GIS at PGCL Franchise Area	(০১/১০/২৩-৩০/০৯/২৭) (পিজিসিএল)
৫	৫	Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project [Installation of Smart Prepaid Gas Meter for TGTDCL]	(০১/০১/২৪-৩১/১২/২৮) (টিজিটিডিপিএলসি)
৬	৬	Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL]	(০১/০১/২৪-৩১/১২/২৭) (টিজিটিডিপিএলসি)
৭	৭	২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপখনন (সুন্দলপুর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপখনন (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১)	(০১/০১/২৪-৩০/০৬/২৬) (বাপেক্স)
৮	৮	ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	(০১/০১/২৫-৩১/১২/২৬) (বাপেক্স)
৯	৯	রশিদপুর-১১ নং কূপ খনন (অনুসন্ধান কূপ)	(০১/১০/২৪-৩০/০৬/২৬) (এসজিএফএল)

ক্র:নং		এডিপি ২০২৪-২৫	
বিনিয়োগ কর্মসূচীঃ			মেয়াদ
১০	১০	ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯ নং কূপখনন (অনুসন্ধান কূপ)	(০১/১০/২৪-৩০/০৯/২৬) (এসজিএফএল)
১১	১১	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৭ এন্ড ৯ প্রকল্প	(০১/১০/২৪-৩০/০৬/২৭) (বাপেক্স)
কারিগরি সহায়তা কর্মসূচিঃ			
১২	১২	Technical Assistance for Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain.	(০১/১০/২৩-৩০/০৯/২৬) (পেট্রোবাংলা)
১৩	১৩	Technical Assistance for the Promoting Energy Transition, Safety and Energy Efficiency in the Energy Sector	(০১/০১/২৪ - ৩১/১২/২৬) (পেট্রোবাংলা)
নিজস্বঃ			মেয়াদ
১৪	১	Techno-Economic Feasibility Study, Engineering Services and Tender Management Services for Construction of a Land Based LNG Terminal at Matarbari Cox's Bazar (2nd Revised)	(০১/০৯/২০-৩০/০৬/২৬) (পেট্রোবাংলা)
১৫	২	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২১-৩১/১২/২৬) (বিজিএফসিএল)
১৬	৩	কৈলাশটিলা ৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন (১ম সংশোধিত)	(০১/০১/২১-৩১/১২/২৪) (এসজিএফএল)
১৭	৪	কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প	(০১/০২/২১-৩১/১২/২৫) (কেজিডিসিএল)
১৮	৫	ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩১/১২/২৪) (কেজিডিসিএল)
১৯	৬	Procurement of an individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and other LNG Activities	(০১/০৭/২১-৩০/০৯/২৬) (আরপিজিসিএল)
২০	৭	যমুনা রেল সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩০/০৬/২৫) (জিটিসিএল)
২১	৮	জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩০/০৬/২৬) (জিটিসিএল)
২২	৯	জেজিটিডিএসএল-এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২২-৩০/০৬/২৫) (জেজিটিডিএসএল)
২৩	১০	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	(০১/০১/২৩-৩০/০৬/২৫) (এসজিএফএল)
২৪	১১	সিলেট-১১ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন	(০১/০৩/২৪-৩০/০৬/২৬) (এসজিএফএল)
২৫	১২	Consultancy Services for Gas pipeline Network Master plan (GPNMP) in Bangladesh	(০১/০৭/২৪-৩০/০৬/২৬) (পেট্রোবাংলা)
২৬	১৩	কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার	(০১/০১/২৫-৩০/০৬/২৬) (এসজিএফএল)

ক্র:নং		এডিপি ২০২৪-২৫	
জিডিএফঃ			মেয়াদ
২৭	১	একারেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ ডি সাইসমিক জরীপ	(০১/০৭/২১-৩১/১২/২৫) (এসজিএফএল)
২৮	২	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২১-৩১/১২/২৫) (বাপেক্স)
২৯	৩	সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/১০/২১-৩০/০৬/২৬) (এসজিএফএল)
৩০	৪	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েষ্ট) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২২-৩১/১২/২৪) (বাপেক্স)
৩১	৫	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপেস্লারেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২২-৩১/১২/২৫) (বাপেক্স)
৩২	৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েষ্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৩/২২-৩০/০৬/২৫) (বাপেক্স)
৩৩	৭	হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প	(০১/১০/২২-৩০/০৬/২৫) (এসজিএফএল)
৩৪	৮	তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ এবং মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার	(০১/০১/২৪-৩০/০৬/২৬) (বিজিএফসিএল)

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

স্থানীয় প্রশিক্ষণ

একটি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান ও উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিপিআই, এনএপিডি, আরপিএটিসি, বিএসডিএসহ বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে পেট্রোবাংলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, পেট্রোবাংলায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে ৪৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৫৩১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

আলোচ্য অর্থবছরে ৯টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহ হতে ৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (টিজিটিডিপিএলসি)	২০২৬-২০৩০	৫১২০৭৫
২	Replacement and Improvement of the Existing Gas Network System in Dhaka and Narayanganj City Corporation Area, incorporating GIS Mapping and SCADA System	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (টিজিটিডিপিএলসি)	২০২৬-২০৩১	৮২৮৩৫০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৩	২৪"/৩০" ব্যাসের ২২০ কি.মি. ভোলা - বরিশাল - ঝাঁজিরা - মাওয়া -আমিনবাজার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)	২০২৬-২০৩০	৫০০০০০
৪	৩০" ব্যাসের ১০৯ কি.মি. বরিশাল-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)	২০২৬-২০৩০	২০৯৮০০
৫	৫২" ব্যাসের ২৯৫ কি.মি. মহেশখালী/মাতারবাড়ী - বাখরাবাদ ৩য় সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)	২০২৬-২০৩০	১৫৮৭১১০
৬	জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)	২০২৬-২০৩০	৪৬৫৯৬
৭	Installation of Pre-paid Gas Meter for KGDCL	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল)	২০২৬-২০৩০	১১২৪৩৫
৮	Installation of 200000 nos. of Prepaid Gas Meter for BGDCL	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	২০২৬-২০৩০	৮৬৩১৫
৯	Installation of 288000 nos. Prepaid Gas Meter for BGDCL	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	২০২৬-২০৩০	১২১৫৭৩
১০	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং গ্যাস গ্যাদারিং লাইনসহ ২টি ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	বাপেক্স	২০২৭-২০২৯	২৮০০০
১১	শাহবাজপুর নর্থ ইস্ট গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং গ্যাস গ্যাদারিং লাইনসহ ১টি ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প বাপেক্স	২০২৮-২০৩০	১৮০০০	
১২	ভোলা-ইলিশা গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং গ্যাস গ্যাদারিং লাইনসহ ২টি ৪৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প বাপেক্স	২০২৭-২০২৯	২৭৫০০	
১৩	বেগমগঞ্জ ও সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং গ্যাস গ্যাদারিং লাইনসহ ২টি ৪৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প বাপেক্স	২০২৭-২০২৯	২৮০০০	
১৪	নতুনভাবে অনুসন্ধানকৃত গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং গ্যাস গ্যাদারিং লাইনসহ ৩টি ৪৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	বাপেক্স	২০২৭-২০২৯	৪৩০০০
১৫	ডুপিটিলা ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	২০২৬-২০২৮	৩০০০০
১৬	ছাতক ফিল্ডে দৈনিক ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	২০২৮-২০৩০	৩০০০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৭	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আপগ্রেডেশন অব বাপেক্স	বাপেক্স	২০২৬-২০২৮	৫০০০০
১৮	প্রস্তাবিত জিটিসিএল এর টিবিএস হতে কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিসিক ও অন্যান্য শিল্প এলাকা পর্যন্ত আনুমানিক ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ৪০০ মিঃ হুক-আপলাইন, ১০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ, ০২টি ডিআরএস ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ। সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)	২০২৭-২০২৯ ১৩৭০০		
১৯	জিটিসিএল এর আড়ংঘাটা সিজিএস হতে রূপসা রিভার ক্রসিং এর লবণছড়া ভাল্ব স্টেশন পর্যন্ত এবং রূপসা রিভার ক্রসিং এর জাবুসা ভাল্ব স্টেশন হতে কাটাখালি হয়ে মংলা ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত আনুমানিক ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ২০০ মিঃ হুক-আপলাইন, ২০" ব্যাস × ৩০০ পিএসআইজি × ৫৮ কিঃ মিঃ এবং ১০"ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৫০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন, ০৪টি ডিআরএস ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)	২০২৮-২০৩০	২৮০০০
২০	প্রস্তাবিত জিটিসিএল এর টিবিএস হতে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও গোসাইহাট অর্থনৈতিক অঞ্চল, মাদারীপুর জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সাতক্ষীরা বিসিক ও অন্যান্য শিল্প এলাকা পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ৮০০ মিঃ হুক-আপলাইন, ১০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৮০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন, ০৪টি ডিআরএস ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)	২০২৮-২০৩০	২০০০০
২১	প্রস্তাবিত জিটিসিএল এর টিবিএস হতে পটুয়াখালী বিসিক শিল্পনগরী পর্যন্ত আনুমানিক ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ৮০০ মিঃ হুক-আপলাইন, ১০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন, ০১টি ডিআরএস ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)	২০২৮-২০২৯	১৫০০০
২২	প্রস্তাবিত জিটিসিএল এর টিবিএস হতে বরিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বিসিক এবং ফরিদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও অন্যান্য শিল্প এলাকা পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ৬০০ মিঃ হুক-আপলাইন, ১০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৫০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন, ০৩টি ডিআরএস ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)	২০২৯-২০৩১	১৭৫০০
২৩	লক্ষীপুর ও নোয়াখালী শহরে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি ও বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ;	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	২০২৬-২০২৮	১২০০০

PETROBANGLA

TGTDCL RPGCL BAPEX GTCL BCMCL BGFCL SGFL SGCL BGDCL JGTDSL KGDCL PGCL MGMCL

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানি পরিচিতি:

দেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে জাতীয় অনুসন্ধান সংস্থা হিসেবে বাপেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বাপেক্সের প্রধান কাজ ছিল ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-ভৌতিক জরিপ পরিচালনা করা এবং দেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারি খাতে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ, যা বর্তমানে বাপেক্সের অধীনে, মূলত ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের ওজিডিসির তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ওজিডিসি (বাংলাদেশ) এবং তেল অনুসন্ধান (তেল অনুসন্ধানী) দ্বারা অনুসন্ধান কাজ পরিচালিত হয়েছিল এবং পরবর্তী ১৫ বছর ধরে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান অধিদপ্তরের অধীনে অব্যাহত ছিল, পরে ১৯৮৯ সালে, বাপেক্স একটি কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা। ২০০০ সালে, সরকার বাপেক্সকে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদনে যাওয়ার অনুমতি দেয়। বর্তমানে, বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে উপকূলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন পরিচালনা করছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মূল অর্জন:

অনুসন্ধান কার্যক্রম:

২০২৪-২০২৫ সালের মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল গারো পাহাড় কাঠামোর পশ্চিম অংশ এবং এর সংলগ্ন এলাকায় মোট ৯৫ লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে। মাঠ মৌসুমে, জরিপ দল ২৫টি চরা/বিভাগেরও বেশি জরিপ করে এবং ১০২টি শিলা নমুনা সংগ্রহ করে, যা পরবর্তীতে বিশদ বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, জরিপকৃত এলাকার জন্য একটি ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান পরিকল্পনা সহ একটি বিশদ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র এবং একটি বিসৃত জরিপ প্রতিবেদন তৈরির কাজ বর্তমানে চলছে। এছাড়াও, ২০২৩-২০২৪ সালের মাঠ মৌসুমে জরিপ করা পটিয়া অ্যান্টিক্লিনাল স্ট্রাকচারের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র সহ একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বেসিন স্টাডি শাখা অন্যান্য প্রযুক্তিগত দিক এবং কূপের সারসংক্ষেপ সহ অবস্থান চূড়ান্ত করে, যা ২০২৫-২০২৮ সালের মধ্যে ১০০টি কূপ খনন-কার্যক্রম পরিকল্পনার অধীনে বাপেক্স কর্তৃক খনন করা ৫২টি কূপের মধ্যে রয়েছে। বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর, নোয়াখালী, সুবর্ণচর, জকিগঞ্জ, ভোলা-শাহবাজপুর, জামালপুর, সেমুতাং স্ট্রাকচার এবং তাদের আশেপাশের এলাকার বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক তথ্য এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে। চরলক্ষা-১, সেমুতাং-৭ বেগমগঞ্জ-৭, সুবর্ণচর-১, নোয়াখালী-১, সুন্দলপুর-৫, জকিগঞ্জ-২, জকিগঞ্জ-৩, শাহবাজপুর-৯ ও ১০, ভোলা উত্তর-৫, ৬ ও ৭ এবং শ্রীকাইল-৫ কূপের ভূমি অবস্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কূপের অবস্থান প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। কৈলাসটিলা-১০, রশিদপুর-১৪, সিলেট-১২ (তেল কূপ), বাতচিয়া-১ এবং সিলেট-১৩ (সিলেট দক্ষিণ-১ঢ) কূপের ভূমি অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কূপের অবস্থান প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এসজিএফএল-এ পাঠানো হয়েছে। সিলেট-১০ঢ এবং সিলেট-১২ (তেল কূপ) এর GTO প্রস্তুত এবং অস্থায়ী কূপের পথ চূড়ান্ত করার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তিতাস ও কামতা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল এর নতুন কূপ খনন কর্মসূচির প্রস্তুতির লক্ষ্যে মানচিত্র এবং সম্ভাব্য কূপের পথ সরবরাহ করা হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৭ এর কূপের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সুবর্ণচর-১, নোয়াখালী-১, জকিগঞ্জ-২ এবং সুন্দলপুর-৫ এর কূপের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হচ্ছে। জামালপুর-১ কূপের খনন তথ্য এবং কার্যক্রম খননের সময় নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র, সুবর্ণচর-নোয়াখালী এবং শৈলকুপা এলাকায় নতুন ৩-ডি ভূকম্পন তথ্য সংগ্রহের জন্য ভূ-ভৌতিক প্রস্তাবগুলি ভূ-তাত্ত্বিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে প্রস্তাবিত এলাকার মানচিত্র এবং স্থানাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভোলা-শাহবাজপুর, বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর, সেমুতাং, জকিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র এবং নতুন খনন করা জামালপুর-১ কূপের তথ্য সহ একাধিক প্রযুক্তিগত উপস্থাপনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

কূপের প্রস্তাব এবং বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-ভৌতিক তথ্যের ভিত্তিতে, বাপেক্স-এর অধীনে জামালপুর-১ অনুসন্ধানী কূপ, সুন্দলপুর দক্ষিণ-১ অনুসন্ধানী কূপ, ফেঞ্চুগঞ্জ দক্ষিণ-১ অনুসন্ধানী কূপ, বেগমগঞ্জ-৫ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ এবং বেগমগঞ্জ-৬ অনুসন্ধানী কূপের জন্য ভূতাত্ত্বিক কারিগরি আদেশ (GTO) প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, সুনেত্র-২ অনুসন্ধানী কূপ এবং শ্রীকাইল-৫ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের GTO প্রস্তুত করা হচ্ছে। BGFCL-এর জন্য, তিতাস-১৫ কূপের জন্য ওয়ার্কওভার এবং সাইডট্যাক ড্রিলিং-এর জন্য GTO প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও, তিতাস-২৮, তিতাস-২৯, তিতাস-৩০, তিতাস-৩২, তিতাস-৩৩ উন্নয়ন কূপ এবং কামতা-২ অনুসন্ধানী কূপের GTO প্রস্তুত করা হয়েছে। SGFL-এর জন্য, সিলেট-১০ ঢ, সিলেট-১১, সিলেট-১২ (তেল কূপ) এবং কৈলাশটিলা-৯ অনুসন্ধান কূপের জন্য GTO প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্রীকাইল পূর্ব-১ অনুসন্ধান কূপ, সুন্দলপুর-৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ, জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ, শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ, শ্রীকাইল উত্তর-১এ অনুসন্ধান কূপ এবং কৈলাশটিলা-৮ অনুসন্ধান কূপের সমাপ্তি প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হয়েছে।

“২ডি সিসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ অ্যান্ড ১০” প্রকল্প

“২ডি সিসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ অ্যান্ড ১০ (প্রথম সংশোধিত)” প্রকল্পের আওতায়, ঢাকা, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ৩২২০ কিলোমিটার লাইনের ২ডি সিসমিক ডেটা অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের আরডিপিপি ২৬ জুন, ২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়, যার আনুমানিক ব্যয় ১৭,৮০০.০০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে ১৬,৯১২.০০ লক্ষ টাকা জিডিএফ থেকে এবং ৮৮৮.০০ লক্ষ টাকা কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫। প্রকল্পের আওতায়, বাপেক্সের নিজস্ব জনবল দ্বারা ২,৩৫২ লাইন কিলোমিটার তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিশ্লেষণ করা হবে, অন্যদিকে ট্রানজিশন জোনে ৮৬৮ লাইন কিলোমিটার থার্ড পার্টি দ্বারা ভূকম্পন উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিশ্লেষণ করা হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১,৪৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৬৬ লাইন কিলোমিটার ২ডি ভূকম্পন তথ্য (বাপেক্সের নিজস্ব জনবল দ্বারা ৯৯৮ লাইন কিলোমিটার এবং থার্ড পার্টি দ্বারা ৮৬৮ লাইন কিলোমিটার) সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা বছরের জন্য সংশোধিত ADP লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন করেছে। এই অর্থবছরের প্রকৃত অগ্রগতি মোট প্রকল্পের ৬৪.৩৯%।

“২ডি সিসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৭ এবং ৯” প্রকল্প:

“২ডি সিসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৭ এবং ৯” শীর্ষক প্রকল্পটি পেট্রোবাংলার পক্ষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়কাল ০১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৭। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৩০০.৩৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২৩৪.৯৮ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা। প্রকল্পটি বাপেক্সের নিজস্ব অর্থায়ন (৬০.০৭ কোটি) এবং জিওবি অর্থায়ন (২৪০.৩২ কোটি) দিয়ে বাসত্মবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায়, এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৭-এ ১৯৬০-লাইন কিলোমিটার এবং এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৯-এ ২৫৪০-লাইন কিলোমিটার, অর্থাৎ মোট ৪৫০০-লাইন কিলোমিটার ২ডি সিসমিক ডেটা অর্জন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের জন্য ২ডি সিসমিক ডেটা অর্জনের উদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক সিসমিক পরিষেবা প্রদানকারী বিজিপি ইনকর্পোরেটেড, চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম সার্ভিস কর্পোরেশন, চীনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে একটি এলসি স্থাপন করা হয়েছে। বিস্ফোরক, স্কাউটিং, আপহোল লগিং, রেকর্ডিং এবং নোডাল সিস্টেম পরীক্ষা এবং পরীক্ষামূলক শট নেওয়ার জন্য পিট ম্যাগাজিনের সাথে চুক্তি করার পর পরিষেবা প্রদানকারী সিসমিক ডেটা অর্জন কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত প্রকল্পের ৪৫০০-লাইন কিলোমিটারের মধ্যে, ৬৪-লাইন কিলোমিটার ডেটা অর্জন ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত এডিপির ১০০% অর্জন করা হয়েছে।

“জামালগঞ্জ কয়লা অববাহিকা এলাকার উপর ২ডি সিসমিক জরিপ” প্রকল্প:

জামালগঞ্জ কয়লা অববাহিকা এলাকার উপর ২ডি সিসমিক জরিপ প্রকল্পটি বাপেক্স কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করছে, যাতে জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অগভীর ১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ভূগর্ভস্থ খনির উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা যায়। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৮৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৩-০১-২০২৫ তারিখে বিসিএমসিএল এবং বাপেক্সের মধ্যে ১২৫২.২৩ লক্ষ টাকার ২ডি সিসমিক জরিপ পরিচালনার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়কাল অক্টোবর, ২০২৪ থেকে এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ১১০ লাইন কি.মি. তথ্য অর্জন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যাখ্যার কাজ বাপেক্সের নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালিত হবে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, মাঠ পর্যায়ে তথ্য অর্জন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

“হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ক্ষেত্রগুলিতে ৩ডি ভূকম্পন জরিপ” প্রকল্প (১৪৫০ বর্গ কিলোমিটার):

BGFCL কর্তৃক গৃহীত এবং BAPEX এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত “হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ক্ষেত্রগুলিতে ৩-ডি ভূকম্পন জরিপ” প্রকল্পের উচ্চ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, নরসিংদী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১৪৫০ বর্গ কিলোমিটার ভূকম্পন তথ্য অর্জনের জন্য অনুমোদিত হয় যার আনুমানিক ব্যয় ৪৫,৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (GOB- ৩১,২৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং BGFCL নিজস্ব তহবিল- ১৪,১৭০.০০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল ১ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৭। ৩ডি সিসমিক জরিপ পরিচালনার জন্য, বাপেক্সকে সিসমিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ২০ মার্চ ২০২৫ তারিখে বাপেক্স এবং বিজিএফসিএল এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সিসমিক পরিষেবা চুক্তির জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট মোট ৪৪,৭৭৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩১,২৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বিজিএফসিএলের নিজস্ব তহবিল- ১৩,৫১৯.০০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করার জন্য সরঞ্জাম ও উপকরণ ক্রয়/সংগ্রহ এবং তথ্য সংগ্রহের প্রসত্তুতিমূলক কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খনন এবং কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্রে অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন কূপ খনন এবং ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি, বাপেক্স আরও দুটি জাতীয় গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি - সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এবং বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর মালিকানাধীন কূপ গুলির খনন এবং ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস সংকট নিরসনের জন্য ২০২২-২০২৫ সময়কালের জন্য ৫২টি কূপ খনন এবং ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাপেক্স নিজস্ব রিগ এবং জনবল দিয়ে ২৪টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভারের দায়িত্ব নিয়েছে। অধিকন্তু ২০২৬ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১০০টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভারের জন্য একটি কর্মসূচি অনুমোদন করেছে, যার অধীনে বাপেক্সকে নিজস্ব রিগ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সংখ্যক কূপ খনন সম্পন্ন করার চ্যালেঞ্জিং পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবায়িত অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রম:

BAPEX এবং বাংলাদেশ সরকারের (GOB) যৌথ অর্থায়নে দুটি মূল্যায়ন-সহ-উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ এবং শ্রীকাইল-৫) এবং দুটি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর দক্ষিণ-১ এবং জামালপুর-১) খননের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে জামালপুর-১ অনুসন্ধান কূপটি BAPEX-এর বিজয়-১০ রিগ ব্যবহার করে খনন করা হয়েছিল। ২৬০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন করা হয়েছিল যার ফলে আনুমানিক ৭.২২ BCF গ্যাস মজুদ আবিষ্কার করা হয়েছিল যার সম্ভাব্য উৎপাদন হার ৫ MMSCFD।

বাপেক্স কর্তৃক দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য জকিগঞ্জ-১ কূপের সমাপ্তির জন্য বিজয়-১২ রিগ ব্যবহার করে একটি ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করা হয়েছে। সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর কূপটি হতে ১০ MMSCFD হারে গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাপেক্স এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় চুক্তির অধীনে চিহ্নিত চারটি কূপের (কৈলাসটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ এবং সিলেট-৭) মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সিলেট-৭ কূপের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও একটি পৃথক চুক্তির আওতায় কৈলাসটিলা-৭ কূপের ওয়ার্কওভার কাজও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

তদুপরি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃক বাস্তবায়িত "তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ এবং মেঘনা ফিল্ডে সাতটি কূপের কাজ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায়, চারটি কূপের (তিতাস-৮, তিতাস-১৪, তিতাস-১৬ এবং হবিগঞ্জ-৫) ওয়ার্কওভার পরিচালনার জন্য বাপেক্সের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির অংশ হিসেবে তিতাস-১৪ এবং তিতাস-১৬ কূপের কাজ ইতিমধ্যেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ল্যাবরেটরি বিভাগ

অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, উন্নয়ন এবং উৎপাদন কূপ থেকে সংগৃহীত কোর, কূপ কাটা, গ্যাস, ঘনীভূত তেল সহ বিভিন্ন ধরণের নমুনার উপর বিভিন্ন বিশ্লেষণ পরিচালনা করে ল্যাবরেটরি বিভাগ বাপেক্সের পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। বিভাগটি দেশের বিভিন্ন পৃষ্ঠতলের সংস্পর্শে এবং স্থান থেকে সংগৃহীত শিলা এবং গ্যাসের নমুনার উপর ভূতাত্ত্বিক এবং ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরিচালনা করে। অধিকন্তু পরীক্ষাগারটি পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানি, আইওসি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্বারা প্রেরিত শিলা, গ্যাস, ঘনীভূত তেল এর নমুনা বিশ্লেষণ করে। বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ এবং বিশ্লেষণাত্মক সুবিধা প্রদান করে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ল্যাবরেটরি বিভাগ ২০২৩-২৪ ফিল্ড সেশনে পটিয়া স্ট্রাকচারের ৯৭ লাইন-কিলোমিটার জরিপকৃত এলাকার বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত শিলা এবং গ্যাসের নমুনার পলিতাত্ত্বিক, মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল এবং ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যাতে পেট্রোলিয়াম সিস্টেম বিশ্লেষণের জন্য তাদের জমা পরিবেশ, ভূতাত্ত্বিক বয়স এবং মোট জৈব কার্বন (TOC) নির্ধারণ করা যায়। জামালপুর-১ অনুসন্ধান কূপের নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে সংগৃহীত কাটা নমুনার উপর ভিত্তি করে বেসমেন্ট শিলার উপস্থিতি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ইলিশা-১ অনুসন্ধান কূপের তিনটি কোরের পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আরেকটি খসড়া বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। সংরক্ষিত কোরের ডাটাবেস আপডেট করা হয়েছে। গবেষণাগারে লগিং, ডিএসটি এবং উৎপাদন পরীক্ষার সময় বেগমগঞ্জ-৪ পশ্চিম, জকিগঞ্জ-১ এবং জামালপুর-১ অনুসন্ধান কূপের নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে সংগৃহীত গ্যাস এবং জলের নমুনার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড এর কৈলাসটিলা-৮ কূপ থেকে সংগৃহীত গ্যাস এবং জলের নমুনার ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রেরিত গ্যাস

নমুনার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া থিসিস সমাপ্তির জন্য একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে ২০২৪-২৫ ফিল্ড সেশনে গারো পাহাড় কাঠামোর বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত শিলা নমুনার পলিতাত্ত্বিক, মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল এবং ভূ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ চলছে। এর পাশাপাশি, ইলিশা-১ এর ৪৬-মিটার কোর এবং ভোলা নর্থ-২ কূপের ৪৭-মিটার কোরের পলিতাত্ত্বিক, মাইক্রোপ্যালিওন্টোলজিক্যাল এবং খনিজ বিশ্লেষণ চলছে। জামালপুর-১ অনুসন্ধান কূপের বিভিন্ন গভীরতা থেকে সংগৃহীত কূপ কাটা এবং স্পট নমুনার উপর আরেকটি ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলছে। ভোলা নর্থ-২ অনুসন্ধান কূপ থেকে সংগৃহীত কোরের পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে।

"শ্রীকাইল গ্যাস ফিল্ডের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসার সংগ্রহ ও স্থাপন (প্রথম সংশোধিত)" প্রকল্প

কুমিল্লার মুরাদনগরে অবস্থিত শ্রীকাইল গ্যাস ফিল্ডে প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি ওয়েলহেড কম্প্রেসার সংগ্রহ ও স্থাপনের জন্য বাপেক্স এবং রোমানিয়ার এস.সি. ইউরো গ্যাস সিস্টেমস এস.আর.এল.-এর মধ্যে ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির বিপরীতে, ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে একটি ঋণপত্র (এল/সি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

জেনারেটর ভবন, এয়ার কম্প্রেসার রুম এক্সটেনশন, ওয়ার্কশপ এবং গুদামের নকশা এবং অঙ্কন সহ প্রকল্পের লেআউট পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক জমা দেওয়া কম্প্রেসার এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভিত্তি নকশা এবং অঙ্কনও চূড়ান্ত করা হয়েছে। লেআউট পরিকল্পনা অনুসারে, ঠিকাদার মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্কশপ এবং গুদামের ভিত্তি কাজ সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে কলাম নির্মাণ চলছে। কম্প্রেসার ফাউন্ডেশন নির্মাণের জন্য, ঠিকাদার কর্তৃক পাইলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনটি কম্প্রেসার ফাউন্ডেশনের মধ্যে দুটি ফাউন্ডেশন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদার প্রক্রিয়া প্রবাহ চিত্র (PFD), পাইপিং এবং ইন্সট্রুমেন্টেশন ডায়াগ্রাম (P&ID), যান্ত্রিক ডেটা শিট এবং একটি ৩ডি ভিউ প্রদান করেছেন যা বর্তমানে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

ঠিকাদার কর্তৃক জমা দেওয়া প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কম্প্রেসার স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সরঞ্জাম, গ্যাস পাইপ, ফিটিং এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ ঠিকাদার কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং শ্রীকাইল গ্যাস ফিল্ডে পরিবহন করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ৩ (তিন)টি সভা এবং প্রকল্প পরিচালনা কমিটির (PSC) ৩ (তিন)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের RADP-তে, প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩,০০০.০০ লক্ষ (তিন হাজার লক্ষ টাকা) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত, বরাদ্দকৃত মোট ৩,০০০.০০ লক্ষ (তিন হাজার লক্ষ টাকা) টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে।

মন্তব্য:

SGFL-এর বর্তমান চাহিদা অনুসারে, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ গ্যাস প্রবাহ প্রায় ৭২-৭৫ MMscfd।

বাখরাবাদ গ্যাস নেটওয়ার্কের ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের অভাবে বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

ভোলা উত্তর, ইলিশা এবং জাকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন এখনও গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন সফলভাবে স্থাপনের পরেও শুরু হয়নি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য:

সম্পন্ন প্রকল্প:

শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ৬০ MMscfd প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট সংগ্রহ এবং স্থাপন, জকিগঞ্জ এবং পাথারিয়া পশ্চিম কাঠামোর উপর ৩ডি সিসমিক জরিপ, অনুসন্ধান ব্লক ১৫ এবং ২২-এর উপর ২ডি সিসমিক জরিপ; বিজয়-১০, ১১, ১২, IDECO রিগ রক্ষণাবেক্ষণ, IPS রিগ আপগ্রেড এবং রিগ সাপোর্টিং সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন প্রকল্প; ১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল উত্তর-১এ) এবং ২টি মূল্যায়ন-সহ-উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ এবং বেগমগঞ্জ-৪ পশ্চিম) খনন প্রকল্প এবং ১টি মূল্যায়ন-সহ-উন্নয়ন (ভোলা উত্তর-২) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (তাবাগী-১ এবং ইলিশা-২) খনন প্রকল্প।

চলমান প্রকল্প:

শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ MMscfd প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সংগ্রহ ও স্থাপন, অনুসন্ধান ব্লক ৬বি দক্ষিণ এবং ১০ ও ২ মূল্যায়ন-সহ উন্নয়ন (শ্রীকাই#৫, সুন্দুলপুর#৪ এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (জামালপুর#১ এবং সুন্দুলপুর দক্ষিণ#১ খনন প্রকল্প), হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ক্ষেত্রগুলিতে ৩-ডি ভূমিকম্প সমীক্ষা" প্রকল্প (১৪৫০ বর্গকিলোমিটার), জামালগঞ্জ কয়লা অববাহিকা অঞ্চলে ২ডি ভূমিকম্প সমীক্ষা, অনুসন্ধান ব্লক ৭ ও ৯" প্রকল্প এবং অনুসন্ধান ব্লক ৭ ও ৯" প্রকল্পের জন্য ৬০ গগংপভফ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সংগ্রহ ও স্থাপন।

মানব সম্পদ:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের শুরুতে কোম্পানির মোট জনবল ছিল ৬৬৫ জন; যার মধ্যে ৪৬০ জন কর্মকর্তা এবং ২০৫ জন কর্মী ছিলেন। নিয়োগ, অবসর, পদত্যাগ এবং মৃত্যুর কারণে, বছরের শেষে জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৭১ জন; যার মধ্যে ৪৪৫ জন কর্মকর্তা এবং ২২৬ জন কর্মী। এই আর্থিক বছরে, বিভিন্ন পদে ৩৮ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ০৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৬ জন কর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন।

চ্যালেঞ্জ:

জনবলের ঘাটতি, সময়মত তহবিলের ব্যবস্থা, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২৫-২০৪১):

২০২৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত, কোম্পানি ১,৫০০ লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ৫,০০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি জরিপ, ২০০০ বর্গকিলোমিটারে ৩ডি জরিপ, ১৩টি অনুসন্ধানী কূপ এবং ছয়টি মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন, ১০টি ওয়ার্কওভার, একটি প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ২টি নতুন রিগ ক্রয়। ২০৩১ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ১০,০০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি জরিপ, ১,৫০০ বর্গকিলোমিটার ৩ডি জরিপ, ২০টি অনুসন্ধানী কূপ এবং ১০টি মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন, ১৭টি ওয়ার্কওভার, ১টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন এবং নতুন রিগ ক্রয়।

জ্বালানি খাতে, ২০২৫ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত মোট ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: ১,৫০০ লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ১৫,০০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি জরিপ, ১৭০০ বর্গকিলোমিটার ৩ডি জরিপ, ৩৩টি অনুসন্ধানী কূপ এবং ১৬টি মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন, ২৭টি কূপের কাজকর্ম, দুটি প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন, তিনটি ওয়েলহেড কম্প্রেসার স্থাপন, রিগ ক্রয়/পুনর্বাসন/উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অনুসন্ধান ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি।

আর্থিক অগ্রগতি:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির মোট আয় ৮৯৫.১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে কোম্পানির নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্রসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেট বিক্রি বাবদ (ভ্যাট ব্যতীত) প্রাপ্তি ৫৭২.৩৫ কোটি টাকা; জব খাত, পিএসসি ব্লক-৯, সুদ প্রাপ্তি ও অন্যান্য খাতে ৩২২.৭৭ কোটি টাকা আয় হয়। আলোচ্য আয়ের বিপরীতে উৎপাদন ব্যয় ১৪৬.৬৫ কোটি টাকা; অফিস ও কর্মী খরচ খাতে ১৭৯.৪১ কোটি টাকা; অকেজো ভান্ডার মালামাল ও সম্পদ বাবদ ক্ষতি ২৬.৬৪ কোটি টাকা; মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৩.১৬ কোটি টাকা; স্থায়ী সম্পদের অবচয় ও ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ১১৬.০৭ কোটি টাকা এবং শুষ্ক কূপ খনন ব্যয়ের অবলোপন বাবদ ১৯.৪০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৪৯১.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। উপকারভোগী মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল ও আয়কর পূর্ববর্তী মোট লাভ ৪০৩.৭৯ কোটি টাকা। উপকারভোগী মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল স্থানান্তরবাবদ ২০.১৯ কোটি টাকা ও কোম্পানির ন্যূনতম আয়কর সঞ্চিত ১১০.৬১ কোটি টাকা স্থানান্তরে পর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির নিট লাভ দাঁড়িয়েছে ২৭২.৯৯ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় বাবদ ১১.০৬ কোটি টাকা; ১০.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ পরিশোধ এবং পুঞ্জিভূত ক্ষতি বাবদ ৩২৬.৭১ কোটি টাকা লাভ/ক্ষতি বন্টন হিসাবে (Profit & Loss Appropriation Account) স্থানান্তরে পর আলোচ্য অর্থবছরে পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪.৭৮ কোটি টাকা। এছাড়া ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সম্পদসমূহ পুনর্মূল্যায়নের ফলে সম্পদসমূহের মূল্য ১৪৬.০২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যা Revaluation Surplus খাতে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পেট্রোবাংলার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি। এ কোম্পানি ১৯৫৬ সালের ৩০ মে করাচিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি)-এর উত্তরসূরী ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৭৪ জারির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে দেশের ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথা: তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলাসহ পিএসওসি-এর সমস্ত শেয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর উক্ত শেল অয়েল কোম্পানি 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড' হিসেবে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত ৫টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড এ কোম্পানির পরিচালনাধীনে আসে। কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন মোতাবেক বিজিএফসিএল কর্তৃক তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে নিজস্ব রিগ ও জনবল দ্বারা কয়েকটি কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড যথা: তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা হতে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(খ) কার্যাবলী :

বিজিএফসিএল দৈনিক প্রায় ৪৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২৫% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৬৪%। তাছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে কর্তৃপক্ষীয় বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পেট্রোবাংলার কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে।

২। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য :

ক) বিজিএফসিএল এর গ্যাস ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থা:

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গ্লাইকল, সিলিকাজেল, এলটিএস ও এলটিএক্স ডিহাইড্রেশন টাইপের মোট ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জেজিটিডিএসএল, পিজিসিএল ও এসজিসিএল গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়।

নিম্নের সারণীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উৎপাদনশীল ৫টি ফিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

ক) বিজিএফসিএল এর আওতাধীন ফিল্ডসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক তথ্য:

গ্যাস ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	গ্যাস উৎপাদনের পরিমান		কনডেনসেট উৎপাদন		
			দৈনিক গড় (মিলিয়ন ঘনফুট)	মোট (বিলিয়ন ঘনফুট)	লক্ষ (লিটার)	(ব্যারেল)	মন্তব্য
তিতাস	২৭	২২	৩৫৪	১২৯.০৫	১৯২.৩৭	১,২০,৯৯৭	উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারিভাবে নির্মিত ফ্রাকশনেশন প্লান্ট সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিঃ এবং পারটেক্স পেট্রো লিঃ এ সরবরাহ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ	১১	০৭	১০৫	৩৮.৪৭	৩.৫০	২,১৯৯	
বাখরাবাদ	১০	০৬	২৮	১০.৩৫	১৮.৯২	১১,৯০১	
নরসিংদী	০২	০২	২২	৮.১৯	১৬.০০	১০,০৬২	
মেঘনা	০১	০১	৪	১.৬২	২.৮৪	১,৭৮৫	
কামতা	০১	বর্তমানে এ ফিল্ডের অবশিষ্ট গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১টি কূপ (কামতা-২) খননের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।					
মোট:	৫২	৩৮	৫১৩	১৮৭.৬৮	২৩৩.৬৩	১,৪৬,৯৪৪	

খ) গ্যাসের মজুদঃ

বিজিএফসিএল কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BGP Inc. Chaina National Petroleum Corporation কর্তৃক ২০২১ সালে তিতাস, বাখরাবাদ ও কামতা ফিল্ডের এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA কর্তৃক ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী হবিগঞ্জ, নরসিংদী এবং মেঘনা গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১১,৭৮৬.৪৪ বিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৯,৬৪১.২১ বিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানির ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

গ্যাস ফিল্ড	মোট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (বিলিয়ন ঘনফুট)	৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত উত্তোলন (বিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (বিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (%)
তিতাস	৭,৩৪২.১০	৫,৫৯৯.৩৮	১,৭৪২.৭২	২৩.৭৪
হবিগঞ্জ	২,৭৮৭.০০	২,৭৮১.৫৭	৫.৪৩	০.১৯
বাখরাবাদ	১,১৪৫.৩০	৮৯৫.৪২	২৪৯.৮৮	২১.৮২
নরসিংদী	৩৪৫.০০	২৬০.৪০	৮৪.৬০	২৪.৫২
মেঘনা	১০১.০০	৮৩.৩৪	১৭.৬৬	১৭.৪৯
কামতা*	৬৬.০৪	২১.১০	৪৪.৯৪	৬৮.০৫
মোট	**১১,৭৮৬.৪৪**	**৯,৬৪১.২১**	**২,১৪৫.২৩**	**১৮.২০**

গ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জন/সাফল্য :

বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় ১টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন শেষে ১৪-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে দৈনিক ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক) আয়, ব্যয় ও মুনাফা সম্পর্কিত তথ্য :

কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় ও মুনাফার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২৪-২০২৫ (প্রভিশনাল)	২০২৩-২০২৪	তারতম্য (কম)/বেশি
১.	নিট বিক্রয় আয়	৫৮২.৩১	৭৪১.৫৬	(১৫৯.২৫)
২.	পরিচালন ব্যয়	৫৮৯.৪১	৫২৯.১৮	৬০.২৩
৩	অন্যান্য পরিচালন আয়	৯.৯৩	১.০২	৮.৯১
৪.	মোট পরিচালন আয় (১-২+৩)	২.৮৩	২১৩.৪০	(২১০.৫৭)
৫.	আর্থিক ব্যয়	১২১.১৪	১২৯.১৫	(৮.০১)
৬.	নিট পরিচালন আয়/(ক্ষতি) (৪-৫)	(১১৮.৩১)	৮৪.২৫	(২০২.৫৬)
৭.	অপরিচালন আয় (বিনিয়োগ আয়)	২০৯.৫৬	১৭৮.৫০	৩১.০৬
৮.	সুবিধাভোগী অংশীদারিত্ব তহবিল ও কর পূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) (৬+৭)	৯১.২৫	২৬২.৭৫	(১৭১.৫০)
৯	সুবিধাভোগী অংশীদারিত্ব তহবিলে স্থানান্তর	৪.৫৬	১৩.১৪	(৮.৫৮)
১০.	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) (৮-৯)	৮৬.৬৮	২৪৯.৬১	(১৬২.৯৩)

খ) সরকারি কোষাগারে জমা : কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২৪-২০২৫ (প্রভিশনাল)	২০২৩-২০২৪
১।	মূসক	৭৩৬.০৭	৭৯১.৯৬
২।	আয়কর	৬৮.৮৮	৮৩.৬৫
৩।	লভ্যাংশ	১০.০০	১০.০০
৪।	ডিএসএল	২৬৮.৯৬	২৩১.৭২
		১০৮৩.৯১	**১১১৭.৩৩**

গ) ঋণের পরিমাণ : কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪
১।	বৈদেশিক ঋণ	১৫১৬.৪৭	১৬০১.১৫
২।	দেশীয় ঋণ	৯৫০.৫৪	১০১৪.৯৪
		২৪৬৭.০১	**২৬১৬.০৯**

ঘ) আর্থিক সূচকসমূহ : কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর	
		২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪
১।	ঋণ-মূলধন অনুপাত (৬০:৪০)	৪৯:৫১	৩৯:৬১
২।	ঋণ-সেবা কভারেজ অনুপাত (১.২)	১.৩৫ বার	১.১০ বার
৩।	নিট পড় স্থায়া সম্পদের উপর মুনাফার হার	৮.৮১%	৯.৫৩%
৪।	চলতি অনুপাত (২:১)	২.৩৬:১	২.৮৬:১

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বিজিএফসিএল এর আওতায় চলমান 'তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ এবং মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স এর মাধ্যমে ১টি কূপ (তিতাস-১৬) এর ওয়ার্কওভার কাজ বাপেক্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন শেষে ১৪-০৫-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প (৫টি) :

বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (১ম সংশোধিত)

তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত গ্যাসের ওয়েলহেড চাপ বৃদ্ধিপূর্বক নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৬২০১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আরডিপিপি ২৬-০৬-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় লোকেশন-জি সাইটের পুরকৌশল কাজ যেমন ওয়ার্কশপ, এমসিসি ও কন্ট্রোল বিল্ডিং, জেনারেটর বিল্ডিং নির্মাণ, বিভিন্ন সাইজের ২৪টি স্কিডের ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, এক্সেস রোড, ড্রেইনেজ সিস্টেম এবং কম্প্রেসরসমূহের শেড এর ফাউন্ডেশন নির্মাণের কাজ চলছে। গত ২৬.০৫.২০২৫ তারিখে কুলারসহ ৩টি কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে। লোকেশন-ই সাইটে নতুন ২টি কনডেনসেট ট্যাংক স্থাপন সম্পন্ন শেষে প্রসেস প্লান্ট হতে উৎপাদিত কনডেনসেট সরাসরি নতুন ট্যাংক ২টিতে স্টোরেজ হচ্ছে। পুরাতন ট্যাংক ২টির ডিসম্যান্টলিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন সাইজের ৫৫টি পাইপ সাপোর্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কম্প্রেসরসমূহের শেডের ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলছে। চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে ইঞ্জিনসহ ৬টি কম্প্রেসর মালামালসহ মোট ২৩টি consignment এর মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। এছাড়া ২৫০ কঠঅ ক্যাপাসিটির ৪টি জেনারেটরের ১টি কনসাইনমেন্টসহ মোট ৫টি consignment এর মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে ছাড়করণের অপেক্ষায় আছে। এছাড়াও আরো ২টি consignment মালামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে

খ) তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পঃ

তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ ও মেঘনা ফিল্ডে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৫২৩০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে তিতাস-১৪ এবং তিতাস-১৬ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন হয়েছে। সফল ওয়ার্কওভার শেষে তিতাস-১৬ নং কূপ হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ-৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার ১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে শুরু হবে। আলোচ্য কূপের ওয়ার্কওভার যথাসময়ে কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে সকল মালামাল স্টোরে মজুদ রয়েছে। অবশিষ্ট কূপসমূহের ওয়ার্কওভার পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

গ) তিতাস ও কামতা ফিল্ডে ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ৩টি এবং কামতা ফিল্ডে ১টি সহ মোট ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১২৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি ০২-০২-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় টার্ণ-কী ভিত্তিতে মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। CCDC কে ১৪-০৭-২০২৫ তারিখে প্রকল্প সাইট হস্তান্তর করা হয়েছে। তিতাস-২৮, ২৯, ৩০ কূপের জন্য ভূমি উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। খনন ঠিকাদার CCDC কর্তৃক সরবরাহকৃত টাইমলাইন অনুযায়ী আগামী ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১ম কূপ (তিতাস-২৮) স্পাড-ইন এর তারিখ নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

ঘ) হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সিসমিক জরিপ

গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ব্লক-৯ ও ১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি.মি. এবং বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি.মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩-ডি সিসমিক জরিপ ডাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সিসমিক জরিপ শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি ২০-০২-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৩-ডি সিসমিক জরিপ কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু করার লক্ষ্যে বিজিএফসিএল ও বাপেক্স এর সাথে ২০-০৩-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী

অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫ সময়ে বাস্তব কাজ শুরু করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। প্রকল্পের আওতায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি Explosive, detonator & Cone Anchor, Drilling Machine with Accessories, Quality control & field processing system hardware & software Ges Data Equisition System with Hardware and Software এর মালামাল সংগ্রহের জন্য LC খোলা হয়েছে।

ঙ) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন

গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে ৫৬০০ (±১০০) ও ৪৩৬০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি গভীর অনুসন্ধান কূপ (তিতাস-৩১ ও বাখরাবাদ-১১) খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৭৯৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি ২০-০৪-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। টার্ণ-কী ভিত্তিতে গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে এর সাথে ০৭-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের আওতায় কূপ খননে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বাপেক্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক EOI আহবান এবং RFP মূল্যায়ন করে RICH SPREAD GROUP LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLAND কে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সাথে ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিযাচন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক প্রায় ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৯১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনপূর্বক জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

কোম্পানির সর্বশেষ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২১ এ সর্বমোট ১৬১৫ জন লোকবলের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে, ৭৭৩ জন কর্মকর্তার বিপরীতে ২৯৯ জন এবং ৮৪২ জন কর্মচারীর বিপরীতে ৪৪৫ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৭৪৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২১ এর আলোকে সহকারী ব্যবস্থাপক/সমমান মোট ১০৭টি শুন্য পদে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোম্পানি দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা: এটুআই, বিপিআই, বিআইএম, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, বুয়েট, বিটাক, সিপিটিইউ, বিটিটিআই, বিএসডিএ, টিআইসিআই, আইইবি ইত্যাদি কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এছাড়া, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২৪-২০২৫ এর প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ৪৩৩ জন এবং এপিএ অন্তর্ভূক্ত ফাইভ টুলস্/শিখন সেশনের আওতায় ৯৫১ জনসহ সর্বমোট ১৩৮৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণে (ইন-হাউজসহ) অংশগ্রহণ করেন।

৭। জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

২০২৬-২০২৮ মেয়াদে পেট্রোবাংলা কর্তৃক ১০০টি গ্যাস কূপ (৬৯টি খনন ও ৩১টি ওয়ার্কওভার) উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে বিজিএফসিএল-এর ৯টি কূপ খনন ও ১২টি কূপ ওয়ার্কওভার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ২টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (তিতাস-৩২ ও ৩৩) খনন:

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ফিল্ডে C5-C7 গ্যাস স্যান্ডের ৩৫০০ (±৫০) মিটার গভীরতায় তিতাস-৩২ ও ৩৩ মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৬৩২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি বিজিএফসিএল বোর্ড এর ৭২৮তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড প্রত্যাশা অনুমোদন করে। ০৭-০৯-২০২৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

খ) তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ৩টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (তিতাস-৩৪, ৩৫ ও ৩৬) খনন:

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের C5-C7 গ্যাস স্যান্ডের মূল্যায়ন এবং গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০২৬ হতে জুন ২০২৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পাদনের জন্য ২৯-০৮-২০২৫ তারিখে IIFC এর সাথে নেগোসিয়েশন সভা

অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ খননের জন্য GTO চূড়ান্তের লক্ষ্যে বিজিএফসিএল হতে ২জন কর্মকর্তার মনোনয়নসহ ০৮-০৭-২০২৪ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে ৩১-০৭-২০২৪ তারিখে বাপেক্স কর্তৃক GTO প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। বাপেক্সের চাহিদার প্রেক্ষিতে GTO প্রণয়নের লক্ষ্যে কূপসমূহের সারফেস, সাব-সারফেস কো-অর্ডিনেট বাপেক্স বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডিপিপি প্রস্তুত করে তা বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন শেষে দৈনিক প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

গ) তিতাস ১৫ নং কূপ ওয়ার্কওভার (Sidetrack Drilling) ও বাখরাবাদ ২ নং কূপ ওয়ার্কওভার:

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিতাস ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১টি কূপে Sidetrack Drilling সহ মোট ২টি সাময়িক বন্ধ কূপ (তিতাস ১৫ ও বাখরাবাদ ২) ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জিডিএফ ও কোম্পানির নিজস্ব তহবিলে জানুয়ারি ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় ৭০৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ১৫৭৫০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ২২৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রণীত আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি'র পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের অনুমোদনের জন্য বিজিএফসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের ৭৩৬তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড ডিপিপি'র পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন করে। প্রকল্পের অনুকূলে EIA ইস্যু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন শেষে দৈনিক প্রায় ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

ঘ) হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে ২টি অনুসন্ধান কূপ (বানিয়াচং-১ ও লস্করপুর-১) খনন:

গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ স্ট্রাকচারে ২টি অনুসন্ধান কূপ লস্করপুর-১ (গভীর) ও বানিয়াচং-১ (গভীর) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০২৬ হতে জুন ২০২৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন "হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সিসমিক জরিপ" প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা এলাকায় ৩ডি সিসমিক জরিপ পরিচালনা করা হবে। ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বর্ণিত অনুসন্ধান কূপসমূহ খনন করা হবে।

ঙ) বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে ২টি অনুসন্ধান কূপ (বাখরাবাদ-১২ ও মেঘনা-২) খনন:

গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ ও মেঘনা স্ট্রাকচারে বাখরাবাদ-১২ (গভীর), মেঘনা- ২ (গভীর) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০২৬ হতে জুন ২০২৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন "হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ" প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা এলাকায় ৩ডি সিসমিক জরিপ পরিচালনা করা হবে। ৩ডি সিসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বর্ণিত অনুসন্ধান কূপসমূহ খনন করা হবে।

চ) ২০২৬ হতে ২০২৮ সময়ের মধ্যে বিজিএফসিএল এর ১২ টি (তিতাস-১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, বাখরাবাদ ২, ৩ ও ১০) কূপ ওয়ার্কওভার:

পেট্রোবাংলা কর্তৃক গৃহীত ২০২৬-২০২৮ সালের মধ্যে ১০০টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভার কর্মসূচির আওতায় বিজিএফসিএল এর ১২টি কূপ ওয়ার্কওভার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ১২টি কূপের মধ্যে ৮টি কূপ উৎপাদনরত (তিতাস-১৭, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ২৬, বাখরাবাদ ৩ ও ১০) এবং ৪টি কূপ বন্ধ রয়েছে (তিতাস-১৩, ১৫ ও ২২ এবং বাখরাবাদ-২)। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির ২৬-০১-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত নং ৪.৩ এ "তিতাস-১৩ নং কূপের অভ্যন্তরে Fishing সহ কারিগরি জটিলতার কারণে উক্ত কূপটিতে ওয়ার্কওভার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় এ মুহূর্তে ওয়ার্কওভার করা সমীচীন হবে না মর্মে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে, তিতাস-১৫ ও বাখরাবাদ-২ নং কূপ বাপেক্স এর মাধ্যমে একটি প্রকল্প আকারে ওয়ার্কওভার করণের লক্ষ্যে যাবতীয় কাজ চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট কূপসমূহ ওয়ার্কওভার করা হবে।

উল্লিখিত খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বিদ্যমান উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনপূর্বক জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

ছ) তিতাস, হবিগঞ্জ ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন এলাকায় ২-ডি ও ৩-ডি সিসমিক জরিপ:

দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান ব্লক-১২ এর আওতায় তিতাস ও হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের সংলগ্ন অবমুক্ত এলাকায় ২৫৫ লাইন কি.মি ২-ডি সাইসমিক জরিপ এবং অনুসন্ধান ব্লক-৯, ১২ ও ১১ এর কিয়দংশে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের উত্তর পশ্চিমে ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের উত্তর পূর্বে ৬৩২ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে লক্ষ্যে জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত "তিতাস, হবিগঞ্জ ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন এলাকায় ২-ডি ও ৩-ডি সাইসমিক জরিপ" শীর্ষক অপর ১টি প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে যা শীঘ্রই বিজিএফসিএল বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে। প্রকল্পদ্বয়ের সফল বাস্তবায়ন শেষে কোন "লীড এন্ড প্রসপেক্ট" পাওয়া গেলে তা দেশে গ্যাসের রিজার্ভ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়। প্রকল্পদ্বয়ের জরিপ ফলাফলের উপর ভিত্তিতে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা স্ট্রাকচারে ৪টি অনুসন্ধান কূপ [বাখরাবাদ-১২ (গভীর), মেঘনা-২ (গভীর), লস্করপুর-১ (গভীর) ও বানিয়াচং-১ (গভীর] সহ নতুন নতুন কূপ খনন করা হবে।

চ্যালেঞ্জ :

দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস উত্তোলনের ফলে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ডের গ্যাসের রিজার্ভয়ার প্রেসার কমে যাওয়ায় কূপসমূহের ওয়েলহেড প্রেসার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, জাতীয় গ্রিডের প্রেসারের সাথে সমন্বয় রেখে কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত তিতাস, বাখরাবাদ ও নরসিংদী ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন লোকেশনে কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। আলোচ্য কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ;

- রিজার্ভয়ারে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়ায় স্বল্প চাপের গ্যাস প্রসেস করার জন্য প্রসেস প্ল্যান্টসমূহের পরিচালনায় প্রসেস প্যারামিটারসমূহ সঠিকভাবে বজায় রাখা;
- গ্যাসের সাথে পানি উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পানি পরিবেশ বান্ধবভাবে নিষ্কাশন; এবং
- দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন কূপ খনন, ওয়ার্কওভার, কম্প্রেসর স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোম্পানির দৈনন্দিন অপারেশনাল কার্যক্রম ও ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যয়বহুল গ্যাস কম্প্রেসরসমূহ স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ; অন্যান্য প্রকল্পসমূহের ব্যয় সংকুলান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় সংকুলানসহ ডিএসএল পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

১. কোম্পানির পরিচিতি:

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্থান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি নিবন্ধিত হয়।

কোম্পানির কার্যাবলি:

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এলপিজি উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরন করা এসজিএফএল এর প্রধান কাজ। বর্তমানে কোম্পানির অধীন সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানিবাজার এ ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১৭টি উৎপাদনরত কূপ হতে দৈনিক গড়ে ১৩৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অধিভুক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে।

কোম্পানির রশিদপুরে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (রিফাইনারী) এবং দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে বিএসটিআই মানসম্পন্ন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিপণন কোম্পানি-পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বাজারজাত করা হয়। এছাড়া কোম্পানির কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত এনজিএল কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এনজিএল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এলপিজি, সুপার লাইট কনডেনসেট এবং ডিজেল উৎপাদন করা হচ্ছে। এসজিএফএল কর্তৃক উৎপাদিত অকটেন (RON 95), পেট্রোল (RON 89), কেরোসিন, ডিজেল ও এলপিজি দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান:

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস:

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১৩৯২.০০৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদিত হয়।

২.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি:

২.২.১ কনডেনসেট/এনজিএল:

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ৩৬৩৯৪.৯৩৮ কিলোলিটার কনডেনসেট (হেভী + লাইট) এবং ১৯৬৯৯.০০ কিলোলিটার এনজিএল উৎপাদিত হয়।

২.২.২ পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ১৫৩৯৪৮.৬৬৬ কিলোলিটার পেট্রোল (জঙঘ ৮৯), ৭০৯৬৫.৫৩১ কিলোলিটার অকটেন (জঙঘ ৯৫), ৯৭৩৩.৩২৫ কিলোলিটার ডিজেল ও ১১৯৯৭.১৭৭ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

২.২.৩ এলপিজি:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট ও ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ প্ল্যান্ট হতে ৮১৫৮.৩৮৮ কিলোলিটার এলপিজি উৎপাদিত হয়েছে।

২.২.৪ সুপার লাইট কনডেনসেট:

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট হতে ১১৮৮৭.১১২ কিলোলিটার সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদিত হয়েছে।

২.৩ সাফল্য:

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৈলাশটিলা-৮নং কূপ ও সিলেট-১০নং কূপ খনন করে উৎপাদনে আনা এবং বন্ধ থাকা সিলেট-৭নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৭নং কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃ উৎপাদনে আনা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রসেস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে সিলেট-৭, ৯ এবং ১০ নং কূপ হতে উৎপাদিত কমবেশি ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস স্থাপিত প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রসেস করে জেজিটিডিএসএল এর সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত অর্থবছরে নতুন কূপ খনন এবং ওয়ার্কওভার শেষে দৈনিক ৪১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রীডে যুক্ত করা হয়।

এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চলমান এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপের ৯৯৪ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১০টি ড্রিলেবল কূপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সমপন্ন হয়েছে এবং উক্ত স্ট্রাকচারসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে।

৩.০ আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

৩.১ বিক্রয়লব্ধ আয়:

আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে আয়ের পরিমাণ লক্ষ টাকা (প্রভিশনাল)
গ্যাস	৪৬,৮৩৫.৭২
কনডেনসেট	১১,৫২৬.৬৩
পেট্রোল	১,৩০,০২৮.৭৭
অকটেন	৬৬,৩১৭.২৯
ডিজেল	৭,৯৪৪.১৯
কেরোসিন	৯,৭৪৭.৩৯
এলপিজি	১,৩৫৪.৮৮
কনডেনসেট বিক্রির উপর প্রিমিয়াম	২০৭.৩৯
মোট আয়	**২,৭৩,৯৬২.২৬**

৩.২ সরকারি কোষাগারে পরিশোধ:

২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে আয়ের পরিমাণ লক্ষ টাকা (প্রভিশনাল)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৫৮,৫২৩.২৯
আয়কর	১৮,৮৯৩.৪৪
লভ্যাংশ	৪,৪০০.০০
ডিএসএল	৫,৮৩৭.৩৯
মোট	**৮৭,৬৫৪.১২**

৪.০ বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

৪.১ সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/ব্যয় লক্ষ টাকা (প্রকৃত)	মন্তব্য
(ক)	কৈলাশটিলা-৮নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প	নতুন কূপ খনন করতঃ দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	কোম্পনির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৫১৮৬.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।	২৪-০৭-২০২৪ তারিখ হতে দৈনিক কমবেশী ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
(খ)	হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প	- গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন; - হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	কোম্পনির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৫৯০.৩৯ লক্ষ ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে (জিডিএফ) ১১০৭৩.৭৬ লক্ষসহ মোট ১৪৬৬৪.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।	বর্তমানে সিলেট-৭, ৯ এবং ১০ নং কূপ হতে উৎপাদিত দৈনিক কমবেশি ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আলোচ্য প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে প্রসেস করে জেজিটিডিএসএল এর সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে।
(গ)	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	- কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন; - ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপসমূহ হতে প্রথম ৫ বছরে ৫৪ বিসিএফ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ৪১ বিসিএফ অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক ৯৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।	কোম্পনির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৫৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।	কৈলাশটিলা-২নং, রশিদপুর-২নং এবং সিলেট ৭নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪.২ বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সিসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিতঃ

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩১৭১০.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৩৯৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আরডিপিপি ০৪-১১-২০২৪ তারিখে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ২২-০৬-২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। ১০টি অনুসন্ধান কূপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ভূপিটিলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কূপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কূপ খনন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রাপ্ত স্ট্রাকচারসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকার ডাটা প্রসেসিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ্যাকুইজিশনকৃত ডাটার ইন্টারপ্রিটেশন/মডেলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যমত্ম প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৫২১.৯৩ লক্ষ টাকা ও বাসত্মব অগ্রগতি ৯৭%।

সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প, ১ম সংশোধিতঃ

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭৮০৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫১৭১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আরডিপিপি ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ২২-০৬-২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে কূপটির খনন কাজ শুরু করে টার্গেট ডেপ্‌থ ২৫৭৬ মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কূপ হতে হরিপুর প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪ ইঞ্চি উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ থেকে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে সিলেট-১০নং কূপ হতে কম-বেশি দৈনিক ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রতি মিলিয়ন গ্যাসের সাথে আনুমানিক ১০-১২ ব্যারেল হারে কনডেনসেট পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০এক্স নং কূপটি ৩৩০০ (°১০০) মিটার গভীরতায় খননের লক্ষ্যে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন শুরু হয়। এ কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪৫৮৮.৮৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭১.০৭%।

(ক) সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং (অনুসন্ধান কূপ) খননঃ

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪১৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫৯৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২৪ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ১৮-০৪-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সিলেট-১১নং কূপ খনন এলাকায় বর্তমানে ব্রিকস হেরিং বন্ড নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট পূর্ত নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৩- বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। খনন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসমূহের মধ্যে প্রায় ৯৫% আমদানিকৃত মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। রশিদপুর-১৩নং কূপ খনন এলাকায় বর্তমানে মাটি ভরাট/ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কূপ দুইটি খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৮.১৯%।

(খ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভারঃ

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৬২৬৬.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২২৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ১১-১২-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন ও খনন মালামাল সরবরাহের জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের কূপ সমূহের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রশিদপুর-৩নং কূপে ২২-০৮-২০২৫ তারিখে ২৭৭১-৭৪ মিটার ও ২৭৭৮-৮১ মিটার গভীরতায় ১ম ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত গ্যাসের ফ্লে পাওয়া যায়নি। কূপটিতে ২য় পর্যায়ে ডিএসটি সম্পন্নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৈলাশটিলা-১নং কূপের প্রোডাকশন টিউবিং পুল আউট সম্পন্ন করতঃ প্যাকার মিলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিয়ানিবাজার-২নং কূপের রিগ এবং মালামাল মোবিলাইজেশনের জন্য বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন হলে কূপ ৩টি হতে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮.২%।

(গ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননঃ

জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪৪৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৬৪৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৭-০১-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের খনন ঠিকাদার নিয়োগ প্রদান, পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে খসড়া চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের কূপ দুইটি খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাবে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫.৩৬%।

(ঘ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননঃ

জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৭১৮৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২৪ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ১৪-০১-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের খনন ঠিকাদার নিয়োগ প্রদান, বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান, পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। কূপ খনন এলাকায় ভহমি উন্নয়ন ৮৫% এবং পূর্ত নির্মাণ কাজ ৩০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩১.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ০.১৩%। আলোচ্য কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

(ঙ) সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খননঃ

জিওবি ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৭৮২.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৫৫২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২২-০২-২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। টার্ণ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শকের মাধ্যমে উক্ত দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করে দরপত্র আহবান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। আলোচ্য কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬.০৭%।

৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণসমূহ ছিল মূলত ইনহাউজ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত। প্রশিক্ষণ খাতে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সরকারি বিধি নিষেধ থাকায় এ বছর কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির ২৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৭০ জন কর্মকর্তা, ৫টি ইনহাউজ কর্মসূচির আওতায় ১৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সম্মেলন কর্মসূচির আওতায় ৯০ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৪৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৫.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ:

সরকারি বিধি নিষেধ থাকার প্রেক্ষাপটে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল। তবে চলমান প্রকল্পের আওতায় বিদেশ পরিদর্শনে ৩টি গ্রুপের মাধ্যমে কোম্পানির ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৫.৩ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির কর্ম-পরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পন্ন হয়েছে।

৬.০ জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

৬.১ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০):

(ক) ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার লামিগাঁও, লালাবাজার, গোয়াইনঘাট, কৈলাশটিলা সাউথ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ ওয়েস্ট স্ট্রাকচার।

(খ) ১টি মূল্যায়ন কাম অনুসন্ধান কূপ (বিয়ানীবাজার-৩) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (বাতচিয়া-১ ও কৈলাশটিলা-১০) খনন;

(গ) ২টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১ ও সিলেট-১৩) খনন;

(ঘ) ২টি অনুসন্ধান কূপ (বিয়ানীবাজার-৪ ও ৬) খনন;

(ঙ) ২টি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৪ ও ডুপিটিলা-২) খনন;

(চ) দোয়ারাবাজার-১নং কূপ (মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ) ও দোয়ারাবাজার-৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ছ) রশিদপুর-৭ ও সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার।

(জ) রশিদপুর ১৫নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

৬.২ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩১-২০৪০):

(ক) ডুপিটিলা ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(খ) দোয়ারাবাজার-৪, ৬ ও ৭ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(গ) দোয়ারাবাজার ফিল্ডে দৈনিক ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ঘ) রশিদপুর-১৬ (উন্নয়ন কূপ) ও কৈলাশটিলা-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ঙ) বাতচিয়া ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(চ) বাতচিয়া-২(অনুসন্ধান কূপ), কুড়িগাঁও-১ (অনুসন্ধান কূপ), হারারগঞ্জ-২ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ছ) বিয়ানীবাজার-৫ (অনুসন্ধান কূপ) এবং আটগ্রাম-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(জ) সিলেট-৭, সিলেট-১০ ও কৈলাশটিলা-৮নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঝ) কৈলাশটিলা-৫ ও কৈলাশটিলা-৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঞ) ডুপিটিলা-৩ (উন্নয়ন কূপ) ও বাতচিয়া-৩ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(ট) দোয়ারাবাজার-২ ও ৫ (মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ) খনন।

৬.৩ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৪১-২০৫০):

(ক) রশিদপুর-১৭নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(খ) সিলেট-১১ ও কৈলাশটিলা-১১নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(গ) দোয়ারাবাজার-৩, ৬ ও ৭নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঘ) বিয়ানীবাজার-৩, ৪ ও ৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঙ) আটগ্রাম ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(চ) হারারগঞ্জ ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ছ) রশিদপুর-১৪, ১৫ ও ১৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(জ) দোয়ারাবাজার -১, ৪ ও ৫নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঝ) আটগ্রাম-১, বাতচিয়া-২ ও হারারগঞ্জ -২নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঞ) ডুপিটিলা-১ ও ডুপিটিলা-৩নং কূপ ওয়ার্কওভার।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সংযোগ পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্দিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। দীর্ঘ পথ চলায় একটি আধুনিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সূচনালগ্নে (১৯৬৪ সাল) কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালে বহুজাতিক শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলামাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিয়ে (তখনকার সময়ে আনুমানিক ১৭-১৮ কোটি টাকা) কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরও বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের ৩১ দশমিক ৪৪ শতাংশ জ্বালানি এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনসহ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠান সমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ, ১২টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

কোম্পানির গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় এর বিবরণঃ

২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০২০-২১	৩২৩.৬৪	২.০০
২০২১-২২	৩২০.৫০৭	২.০০
২০২২-২৩	৮০৬.৫৮৫	৫.২৮
২০২৩-২৪	১২০৩.৬৫৪	৭.৬৭
২০২৪-২৫	১৪৩৫.৫৭৮	৯.৪৭

গ্রাহক শ্রেণি অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

গ্রাহক শ্রেণি	২০২৪-২৫	
	ক্রয় (এমএমসিএম)	বিক্রয় (এমএমসিএম)
বিদ্যুৎ	২,৯৩২.৪৭৩	২,৭৫১.৯১৪
সার	৭১৯.১৭৭	৬৭৩.৩০৮
শিল্প	৩,৯৮৯.৭৪৩	৩৭৩৭.২৫৭
সিএনজি	৭৭৫.০২৩	৭২৬.৫৫১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪,২৫৮.৮৮২	৩৯৮৯.৫৩০
বাণিজ্যিক (হোটেল ও রেস্টরেন্ট)	৭৬.৭২৯	৭২.০৯০
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	০.৪৭৭	০.৪৪৬
আবাসিক	২,৪০১.০১৯	১,৭৬৬.৮৫০
সর্বমোট	**১৫,১৫৩.৫২৩**	**১৩,৭১৭.৯৪৫**

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পাইপলাইন অপসারণঃ

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি এর উদ্যোগে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ৩৭২টি কোম্পানির নিজস্ব অভিযানে উৎসমুখ চিহ্নিত ১২৬৭টি পয়েন্টে প্রায় ২১০ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইনের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১,০৬,৪৫৯ টি বার্নারের অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প:

কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং দক্ষ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করা, ঝঈঅউঅ এর মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণে ঔওঈঅ এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কোম্পানিতে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় গ্যাস নেটওয়ার্ক ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ৬৮ কি.মি. এবং লালমাটিয়া এলাকায় ৬৯ কি.মি. বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ১৩০ টি স্টেশনের Standard Process Flow Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;
- তিতাস গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের সার্বিক Schematic Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ১০০০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ৬৩৩ কি.মি. সঞ্চালন, ৩০০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ৯৭ কি.মি. সঞ্চালন/মূখ্য বিতরণ, ১৪০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ১০১০ কি.মি. মুখ্য বিতরণ/বিতরণ ও ৫০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ৪২৫০ কি.মি. বিতরণ লাইনের Digitize Map প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ৬৪০৩ শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক গ্রাহকদের RMS Location জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে;

প্রিপেইড মিটার ডিভিশন

- জাপান সরকারের ৩৫ তম ODA Loan প্যাকেজভুক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78)- এর আওতায় টিজিটিডিপিএলসি-এর "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পটি গত জুন ২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট ৪.২০ লক্ষ আবাসিক প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া Inotech Meter Calibration Systems GmBH, Spain এর বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক একটি মিটার টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন বেঞ্চ কোম্পানির ডেমরাস্থ মাল্টিপারপাস ভবনে স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়েছে এবং কোম্পানির মনোনীত কর্মকর্তাদের যন্ত্রটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২৮.২৩ কোটি টাকা (GoB: ৯৭.৪৭ কোটি টাকা, DPA: ৮০৭.০০ কোটি টাকা (দাতা সংস্থা JICA) ও স্ব-অর্থায়ন: ২৩.৭৬ কোটি টাকা) হলেও প্রকল্পটি বাসত্মবায়নে প্রকৃত ব্যয় ৮৮৪.৭৩ কোটি টাকা (GoB: ৭৯.৯০ কোটি টাকা, DPA: ৭৮৩.৫৫ কোটি টাকা ও স্ব-অর্থায়ন: ২১.২৮ কোটি টাকা)। প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৪.৬৮% কম ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় সাশ্রয়ের পরিমাণ ৪৩.৫০ কোটি টাকা।

- প্রকল্পের অন্যান্য সকল কার্যাদিও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ তথা আবাসিক খাতে গ্রাহক পর্যায় সিস্টেম লস কমানো, অনবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ, গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস সাশ্রয়ের মানসিকতা তৈরী, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি অর্জিত হয়েছে।

- প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপনান্তে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পটি প্রিপেইড মিটার ডিভিশনে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে প্রিপেইড মিটার ডিভিশনের আওতায় প্রিপেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকদের সকল ধরনের সেবা প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে কোম্পানির ১২ তলায় প্রিপেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাহক সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উক্ত গ্রাহক সেবা কেন্দ্র হতে ইলেকট্রিক টোকেনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে গ্রাহক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। গ্রাহকের রিচার্জ কার্যক্রম সহজতর করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৮০০টি Point of Sales (POS) হতে ১৫০০টি-তে উন্নীত করা হয় এবং POS সমূহ পরিচালনার জন্য গত ২২-০৬-২০২৫ তারিখে Mobile Financial Services (MFS) পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান "উপায়" এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ঘরে বসে প্রিপেইড কার্ড রিচার্জের জন্য Titas Prepaid Gas-Customer নামে একটি Mobile Apps চালু করা হয়েছে। উক্ত Mobile Apps এর মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসেই বিকাশ, নগদ, রকেট এবং যে কোন অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট নম্বর ব্যবহার করে প্রিপেইড কার্ড রিচার্জ করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের Payment Gateway লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান SSL Commerz এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

(১) প্রকল্পের নাম: Dhaka and Narayanganj Gas Network Infrastructure Improvement

- ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যত গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসন, গ্যাস লিকেজজনিত অপচয় রোধ, গ্যাস লিকেজজনিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং টিজিটিডিপিএলসি এর গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

(২) প্রকল্পের নাম: Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas

- বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির গত ১৭-১০-২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে টিজিটিডিপিএলসি কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন তিনটি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্পকে একত্রিত করে প্রস্তাবিত "Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas" শীর্ষক প্রকল্প শিরোনামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ নিবন্ধিত ও United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার জরীপপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ সালে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে Monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বর্তমানে ৮ম Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রতিটি Monitoring কার্যক্রম সাফল্যের সাথে Verify হওয়ায় ২০১৮-২০২২ পর্যন্ত মোট ১৯,১৮৩,৪৬৮ t CO_2e ইস্যুকরতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিক্রয়ের উপযুক্ততা লাভ করে এবং মোট ১৪,৮০৩,৭৬০ t CO_2e বিক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়াও, প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী UN Methodology অনুসারে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

Verified Emission Reduction (VER)/VERRA প্রকল্প

ঈউগ প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর ৭৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। NE Climate A/S (NEAS), Denmark এর আর্থিক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন নির্দিষ্ট এলাকায় প্রায় ১,৪৩,৩৯৪টি রাইজার পরিদর্শন পূর্বক মোট ১৭,০৭২টি লিকেজযুক্ত রাইজার মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে ৬ষ্ঠ Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং Verification কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পরিবেশঃ

বৈশ্বিক উষ্ণতা সূচকে বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)-এর নিঃসরণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ২৩গুণ বেশি ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকাণ্ড যেন পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, তদস্থলসহ কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জকালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ নির্মাণ বা স্থাপন/পুনর্নির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোঁড়াখুঁড়ির সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা (Guideline) অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

১। ডেমরা সিজিএস কমপ্লেক্স কাম ডেমরা ডিআরএস কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত কাজ।

২। দনিয়া অফিস ভবনের রিসিপশন ডেস্ক নির্মাণ ও হেলেপড়া সীমানা প্রাচীর পুনঃনির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

৩। ডেমরা মাল্টিপারপাস স্টোর ভবনে এমইএসডি এর অফিস পুনঃবিন্যাস এবং উপমহাব্যবস্থাপক (এসওডি-দক্ষিণ) এর কক্ষ নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

৪। ডেমরাস্থ চারতলা তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, গার্ডিয়ান শেড, ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন কাজ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত ও অদ্যাবধি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

১। জাপানিজ ইকনোমিক জোন এলাকায় নির্মিতব্য সিজিএস এর অভ্যন্তরে অফিস ভবন, গার্ড রুম, সিপি রুম, সীমানা প্রাচীর, ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

২। গজারিয়া টিবিএস এর অভ্যন্তরে মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর ও কন্ট্রোল বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ ও গার্ডরুম নির্মাণ।

৩। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৪ এ নতুন সৃষ্ট ডিভিশন, বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত দপ্তরসমূহের স্থান সংকুলানের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহের ফ্লোর স্পেস পুনর্বিন্যাসকরণ ও অভ্যন্তরীন সাজসজ্জাসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

৪। বিদ্যমান সিপি স্টেশনের টিআর সেট সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুবিধার্থে সিটি সেন্ট্রাল ডিআরএস এর দক্ষিণাংশে একটি অস্থায়ী শেড নির্মাণ।

৫। সিস্টেম অপারেশন বিভাগ মেট্রো ঢাকার স্টেশন কন্ট্রোল শাখার আওতাধীন আগারগাঁও ডিআরএস এ কন্ট্রোলরুম নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ।

৬। কোম্পানির ডেমরাস্থ প্রিপেইড মিটার অপারেশন ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত পুরাতন স্টিল শেডের প্রোফাইল শিট পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ।

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের পরিকল্পনাঃ

১। হাইটেক সিটি-২, কালিয়াকৈর গাজীপুর ডিআরএস এলাকায় বাউন্ডারি ওয়াল, কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

২। সাভার চামড়া শিল্প এলাকা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা এলাকায় নির্মিতব্য ডিআরএসসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।

৩। তিতাস অধিভুক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তা, ওয়াকওয়ে ও ড্রেনেজ, নিরাপত্তা কক্ষ/চৌকি, রুম ও আনসার শেড, ডিআরএস টিবিএস এর পাইপ সাপোর্ট ও মেঝে ইত্যাদি নির্মাণ কাজ।

৪। প্রধান কার্যালয় ভবনসহ তিতাসের আওতাধীন নিজস্ব ভাড়াকৃত অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ অন্যান্য কাজ।

৫। দনিয়া ডিআরএস এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৬। ডেমরাস্থ তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান অডিটোরিয়ামের অ্যাকোস্টিক প্যানেল প্রতিস্থাপনসহ মেরামত কাজ।

৭। মিরপুর ডিওএইসএস DRS এ নিরাপত্তা শেড নির্মাণ।

৮। মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট মিনি DRS এ নিরাপত্তা শেড নির্মাণ।

৯। আমিনবাজার DRS এ নিরাপত্তা শেড নির্মাণ।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম:

১. কাস্টমার পোর্টাল এর তিতাস গ্যাসের অনলাইন সেবা প্লাটফর্ম, যেখানে গ্রাহকরা বিল দেখা, অভিযোগ ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করতে পারেন।

২. ফেসবুক পেইজ এ অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে প্রতিষ্ঠানের খবর, বিজ্ঞপ্তি ও গ্রাহকসেবা সম্পর্কিত আপডেট প্রকাশ করা হয়।

৩. তিতাস গ্যাসের উদ্ভাবন কার্যক্রম মূলত আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সমাধানের মাধ্যমে গ্রাহকসেবা সহজতর, কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত। এতে অনলাইন বিল পরিশোধ, গ্রাহক পোর্টাল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদানে সক্ষম হচ্ছে।

৪. গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৩৮টি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;

৫. মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গ্রাহকগণ বর্তমানে রকেট, উপায় ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন।

Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project

[Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL]

বিশ্বব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL]" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির মেট্রো ঢাকা বিপণন ডিভিশন (উত্তর), আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (গাজীপুর) এবং আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (ময়মনসিংহ) এলাকার আবাসিক শ্রেণীর মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় মোট ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি জানুয়ারি-২০২৪ হতে ডিসেম্বর-২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৪২.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর-২০২৮ এর মধ্যে ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা:

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শারীরিকভাবে অসুস্থ পেট্রোবাংলা কোম্পানির কর্মচারীসহ বিভিন্ন অসচ্ছল ও দুস্থ ব্যক্তিকে বিভিন্ন অংকের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ খাত হতে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্ত উক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ত্রিবিধ দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ই জুন "বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)" নামে একটি মডেল কোম্পানি হিসেবে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানিসমূহের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯ সালে কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৪ সালে বাখরাবাদ-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন ও বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে কোম্পানি কার্যক্রম শুধু বিতরণ ও বিপণনে সীমাবদ্ধ হয়। পুনরায় ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এবং বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)-কে পুনর্বিন্যাস করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড"(কেজিডিসিএল) এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও টিজিটিসিএল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে "বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (মূল কোম্পানি) নামে দুটি কোম্পানি গঠন করা হয়।

সুদীর্ঘ ৪৫ বছরে বিজিডিসিএল অত্র অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প কারখানা, সার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাতে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপণন ও বিতরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড মহামারী সময়কালেও জরুরি পরিষেবা হিসাবে বিজিডিসিএল এর সম্মানিত গ্রাহকদেরকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ দিয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৫০ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ৬৫৬ জনসহ মোট জনবলের সংখ্যা ১,১০৬ জন। মে, ২০২৫ পর্যন্ত ২৫৬ জন কর্মকর্তা, ১৪৯ জন কর্মচারী এবং কোম্পানির কাজের প্রয়োজনে স্থায়ী পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ৩০৩ জন কর্মচারীসহ মোট কর্মরত নিয়মিত জনবলের সংখ্যা মাত্র ৭০৮ জন।

২। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

মে, ২০২৫ পর্যন্ত বিজিডিসিএল-এর ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ৪,৯০,৯৩৩ টি, যার মধ্যে বিদ্যুৎ ১৪ টি, সার ১টি, শিল্প ১৬৬ টি, ক্যাপটিভ ৯৫ টি, বাণিজ্যিক হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ১,৬৯৪ টি, সিএনজি ৮৬ টি ও আবাসিক ৪,৮৮,৮৭৭ (বার্নার)টি রয়েছে এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩৮৯৪.৭১৫ কিলোমিটার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে (জুন, ২৫ পর্যন্ত) বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৩,৪২৫ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ২২.৬৭ কোটি টাকা বকেয়া আদায় করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (জুন, ২৫ পর্যন্ত) ২৫.০৮ কি.মি. অবৈধ পাইপ লাইন উচ্ছেদ/অকার্যকর করা হয়েছে এবং ৪,৫৯৯ টি অবৈধ সংযোগ (রেজিস্টার্ড ১,৪৮০ টি এবং আন-রেজিস্টার্ড ৩,১১৯ টি) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে, বিজিডিসিএল কর্তৃক প্রতিটি ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনের Geographic Information System (GIS) ভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইতঃমধ্যে বিজিডিসিএল-এর আওতাধীন প্রায় ৪৭৬ কি.মি. পাইপলাইনসমূহের GIS Based ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিজিডিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকগণের আঙ্গিনায় নিজস্ব অর্থায়নে ৫০,০০০টি স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত ৫০,০০০ টি স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭৩.২৯ কোটি টাকা এবং বর্ণিত প্রকল্পের সময়কাল ধরা হয়েছে সেপ্টেম্বর' ২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি' ২০২৮।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ড:

২০২৪-২৫ (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) অর্থবছরে বিজিডিসিএল ১০১.২১ বিসিএফ গ্যাস ক্রয় করেছে এবং তাঁর গ্রাহকদের কাছে ৯১.২৯ বিসিএফ গ্যাস বিক্রি করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানি ডিএসএল, আয়কর ও লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ মোট ৭০.৫০ কোটি টাকা (মে, ২০২৫ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

৪। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

ক) ফেনী-মাইজদী-লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে অবস্থিত মাইজদী ল্যাটেরাল গ্যাস পাইপলাইন, লক্ষ্মীপুর ল্যাটেরাল গ্যাস পাইপলাইন এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন মেইন গ্যাস পাইপলাইনসমূহের (প্রায় ১৩৭ কি.মি.) এওঝ ইধংবফ ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ) বিজিডিসিএল-এর আওতাধীন প্রায় ৪,৮৮,০০০ টি আবাসিক গ্রাহকদের আঙ্গিনায় শতভাগ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পের পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটিতে অর্থায়নের বিষয়ে AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৫। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো:

ক) নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের সেবারহাট হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার (চেইনেজ ১৯+০৫০ হতে ৩২+০৪০) পর্যন্ত সড়কের পার্শ্বে স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ গ্যাস পাইপলাইন নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

খ) লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষ্মীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) ও লক্ষ্মীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) (চেইনেজ-০+০০০ হতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প আওতাধীন সড়কের নীচে স্থাপিত গ্যাসের পাইপ লাইন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন/নির্মাণ কাজ;

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দক্ষ জনশক্তি একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। অব্যাহতভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মী প্রেরণাকে কোম্পানি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা, বিজিডিসিএল, এটুআই, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বিইআরসি, বিপিআই, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, বার্ড, বুয়েট, আইইবি, বিপিএমআই, ডিএসই, বিএসএনডিটি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত মোট ৪৭ (সাতচল্লিশ)টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে (ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ) মোট ২৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৭। জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

বিজিডিসিএল কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জ্বালানি খাতে (২০২৫-২০৫০) মেয়াদে গৃহীতব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

- বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকের আঙিনায় ৫০,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প;
- টিবিএস/ডিআরএস আপগ্রেডেশন, ডিজিটাইজেশন (রিমোট কন্ট্রোল) এবং পাইপলাইন পুনর্বাসন;
- বিজিডিসিএল-এর সমস্ত গ্যাস পাইপলাইনসমূহের জিআইএস ভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত, লিক ডিটেকশন, লিক রিপ্যায়ারমেন্ট, র‍্যাপিং ও কোটিং ডিফেক্ট সার্ভে পরিচালনা প্রকল্প;
- বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে টেলিমিটারিং রিমোর্ট মিটারিং-এর আওতায় আনয়ন প্রকল্প;
- লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী শহরে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি ও বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য ফেনী হতে লক্ষীপুর পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৭২ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ ও ৩০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ১০ টি ডিআরএস নির্মাণ কাজ;
- মিয়ার বাজার হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৬" ব্যাস ১০ বার চাপের ১৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প;
- কুটুম্বপুর হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ২০" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- নাঙলকোট হতে চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে দেবীদ্বার পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- গৌরীপুর হতে হোমনা বাঞ্ছারামপুর পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- বিজরা, লাকসাম হতে নন্দনপুর, কুমিল্লা পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ২৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- ফেনী শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;

- চাঁদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং আশুগঞ্জ এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ২০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- লক্ষ্মীপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- নোয়াখালী শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- লালমাই হতে বরুড়া পর্যন্ত ৬" ব্যাস ৪ বার চাপের ২০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- অবকাঠামো উন্নয়ন;
- ফেনী ইকোনমিক জোন, চাঁদপুর (মতলব) ইকোনমিক জোন এবং দাউদকান্দি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ প্রদান প্রকল্প;

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সরকারি পলিসি/ নির্দেশ, গ্যাসের প্রাপ্যতা, বিজিডিসিএল এর নিজস্ব পলিসি, অর্থের সংস্থান, জিও ইকনোমিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে উপর্যুক্ত পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে।

এছাড়াও, বিজিডিসিএল কর্তৃক ইনোভেশন ও আটোমেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- ৩১টি চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও GPay, Rocket, Ekpay, Telecash, Nagad সফটওয়্যার, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মিটারড ও নন-মিটারড গ্রাহকদের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাস বিল গ্রহণ/আদায় কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য, অনলাইনে গ্যাস বিল প্রদানের জন্য ইতঃমধ্যে ২,২৪,৪৩২ (প্রায় ৯৬% এর উর্ধ্বে) গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রায় ১,৮০৬.৮৩ কোটি টাকার গ্যাস বিল আদায় করা হয়েছে।
- কোম্পানির রাজস্ব, বিপণন এবং প্রকৌশল পরিষেবা কার্যক্রমকে একীভূত করার জন্য আইআইসিটি, বুয়েট দ্বারা তৈরি "বিজিডিসিএল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরণের অ্যাকাউন্টিং সফটওয়ার, "বিজিডিসিএল কনট্রাক্টর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার, "বিজিডিসিএল স্টোর এন্ড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার, "বিজিডিসিএল কাস্টমার সার্ভিস ট্র্যাকিং সিস্টেম" সফটওয়্যার, "সিএনজি মনিটরিং রিমোর্ট সিস্টেম" সফটওয়্যার এবং "সিপি মনিটরিং সিস্টেম" সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ কোম্পানিতে কাজের গতিশীলতা ও ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে "Mobile Apps for Meter Reading"সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।
- ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কোম্পানিটি ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছে।
- এ কোম্পানিতে সর্বস্তরে জুন' ২০১৮ মাস হতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা রয়েছে। এতে করে কোম্পানির দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক অফিসসমূহে দাপ্তরিক কাজের প্রায় শতভাগ ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানী আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে কোম্পানী আত্মপ্রকাশ করে।

কার্যাবলী :

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। গ্যাস সরবরাহ করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও কেজিডিসিএল অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং অসুস্থতাজনিত রোগীর সুচিকিৎসায় মানুষকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

গ্রাহক সংযোগ :

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট গ্রাহক সংখ্যা ৫,৯১,৫৭৭টি।

গ্যাস ক্রয় :

কোম্পানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২,৯১৬.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৮৫৪.৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে ৮.১৬ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২,৮৪৬.৮৩ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি ক্রয় করা হয়েছে। সরকারি ও এলএনজি থেকে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত যথাক্রমে ০.২৯: ৯৯.৭১।

গ্যাস বিক্রয় :

কোম্পানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৮১১.০২ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,৭৫৬.৯৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করেছে। গ্যাস বিক্রয়ের মাধ্যমে ৭,০৯১.৫৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৮৬৬.১২ কোটি টাকা আয় করেছে। উক্ত অর্থবছরে ২,৮৫৪.৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করা হয়, যার বিপরীতে ২,৭৫৬.৯৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছে। এতে সিস্টেম লস হয়েছে ৩.৪৩%, যা গত অর্থবছরে ছিল ৩.২১%।

গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ:

গ্যাস সংক্রামন্ত গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততম সময়ে এবং কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিম্নে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে :

গ্রাহকের মোট অভিযোগের সংখ্যা	মোট অভিযোগ নিষ্পন্নের সংখ্যা	মন্তব্য
১,০৯০	১,০৯০	

গ্যাস পাইপলাইনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা:

বিভিন্ন ব্যাস ও চাপের গ্যাস লাইন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হয়। এপ্রিল ২০২৪ হতে জুন ২০২৫ পর্যমন্ত ছিদ্র জরিপের মেরামত সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	ছিদ্র জরিপের বিবরণ	ছিদ্র জরিপের পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাপ্ত লিকেজ সংখ্যা	মেরামতের সংখ্যা
০১.	পাইপ লাইন	২১৯.০৮ কি.মি.	১১	১১
০২.	রাইজার/সিএমএস/ডিআরএস	২৯,১৭৮/২,১৭৫/৮৪টি	৩,৭৪৮	৩,৬১৮

জনসচেতনতার বৃদ্ধি :

সুরক্ষা ও ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কয়েক মাস পরপর গ্যাস দূর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গ্যাসের অপচয় ও পরিবেশ দূষণ রোধ :

এ কোম্পানীর নিজস্ব জনবল দ্বারা নিয়মিত রাইজার/গ্যাস স্থাপনা/গ্যাস পাইপলাইনে চাক্ষুস/পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টর এর মাধ্যমে নিয়মিত ছিদ্র জরিপ করা হয়েছে। জরিপে কোন লিকেজ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামত করা হয়েছে। পাশাপাশি "Clean Development Mechanism" (CDM) প্রকল্পের অধীনে ইতোপূর্বে মেরামতকৃত ৮,২৩৯টি আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকের রাইজার ১০ম পর্যায়ে মনিটরিং কালে লিকেজ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক লিকেজ মেরামত করে গ্যাস অপচয় ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রপ্তানিমুখী ০২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও পাশাপাশি কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবৈধ, পরিত্যাক্ত ও খেলাপী গ্রাহকের রাইজার কর্তন:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অবৈধ, পরিত্যাক্ত ও খেলাপী গ্রাহকের প্রায় ১৬৩ টি রাইজার কর্তন করা হয়। যার ফলে কোম্পানির গ্যাসের অপচয় রোধ হওয়ায় সিস্টেম লস হ্রাস পেয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ড সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো :

বিবরণ		কোটি টাকা (সাময়িক)
আয়	বিবরণ গ্যাস বিক্রয় খাতে আয় (অন্যান্য অপারেশনাল আয়সহ)	৬,৯৬০.৮০
	অন্যান্য খাতে আয়	১১৮.৭৩
	(ক) মোট আয়	**৭,০৭৯.৫৩**
ব্যয়	গ্যাস ক্রয় সংশ্লিষ্ট ব্যয়	৬,৩৭০.৭৬
	পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যয়	১৭৪.১২
	(খ) মোট ব্যয়	**৬,৫৪৪.৮৮**
(গ) BPPF পূর্ব মোট মুনাফা (ক-খ)		**৫৩৪.৬৫**
(ঘ) BPPF		**২৬.৭৩**
করপূর্ব মুনাফা (গ-ঘ)		**৫০৭.৯২**

কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে ৬,৯৬০.৮০ কোটি টাকার গ্যাস বিক্রয় করে ৫০৭.৯২ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অর্জিত মুনাফা হতে লভ্যাংশ বাবদ ৮০.০০ কোটি টাকা এবং আয়কর বাবদ ১৩৩.০৯ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২১৩.০৯ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং কাফকো'র অতিরিক্ত বিল বাবদ ৩৫১.৮৭ কোটি টাকা পেট্রোবাংলাকে পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়াও সরবরাহকারীর বিল হতে উৎসে কর্তনকৃত আয়কর (TDS) বাবদ ২৯৬.৩১ কোটি টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৩.৪১ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম :

কেজিডিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অবৈধ পাইপলাইন নির্মাণ, অননুমোদিত সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার ও গ্যাস কারচুপির তথ্য/অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা যাচাইপূর্বক বিচ্ছিন্ন/উচ্ছেদ করা হয়। ইতঃপূর্বে ১৭টি টিম এ কাজে সম্পৃক্ত থাকলেও বর্তমানে আরও ০৫টি স্পেশাল টিম গঠন করে নিয়মিতভাবে ভিজিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস ব্যবহারে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, আইন-শৃঙখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিগণের সহায়তায় গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড :

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য (DPP অনুযায়ী)	অর্জিত (Output)
ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ড-মীরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই' ২১ হতে ডিসেম্বর' ২০২৪)	২১০৭২.০০	❒ দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ ফৌজদারহাট, বারৈয়ার হাট, সীতাকুন্ড ও মীরসরাই এলাকায় বিদ্যমান গ্রাহকদের বর্ধিত গ্যাস চাহিদা ও নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে উক্ত এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৫০ এমএমএসসিএফডি হতে ৪০০ এমএমএসসিএফডি তে উন্নীতকরণ। ❒ ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, মীরসরাই ও বারৈয়ারহাট এলাকার বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৪০০ এমএমএসসিএফডি এ উন্নীতকরণের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে ফৌজদারহাট হতে বারৈয়ারহাট পর্যমত্ম ২০" ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ৫৭ কি:মি: গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ ও জিটিসিএল এর টিবিএস এবং কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সাথে প্রসত্মাবিত পাইপলাইনের আমত্মঃসংযোগ স্থাপন।	❒ বিদ্যমান গ্রাহকদের বর্ধিত গ্যাস চাহিদা মেটাতে এবং নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের জন্য, চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, মিরসরাই এবং বারৈয়ার হাট এলাকায় বিতরণ নেটওয়াঁকের ক্ষমতা ৫০ এমএমএসসিএফডি থেকে ৪০০ এমএমএসসিএফডি উন্নীত করা হয়েছে। যা ফৌজদারহাট থেকে বারৈয়ার হাট পর্যমত্ম ২০" ব্যাসের ৫৭ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণের ফলে সম্ভব হয়েছে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। ❒ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে ফৌজদারহাট হতে বারৈয়ারহাট পর্যমত্ম ২০" ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ৫৭ কি:মি: গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। পাইপলাইনটির সাথে ও জিটিসিএল এর টিবিএস এবং কেজিডিসিএল এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের আমত্মঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, মিরসরাই এবং বারৈয়ার হাট এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের ক্ষমতা ৫০ এমএমএসসিএফডি থেকে ৪০০ এমএমএসসিএফডিতে উন্নীত হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মন্তব্য
কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারি' ২১ হতে ডিসেম্বর'২০২৫)	২৫৭৯৬.০০	❒ চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকরণ সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা। ❒ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে, মনিটরিং ব্যয় কমবে এবং পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ❒ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে আবাসিক গ্রাহকদের মাসিক গ্যাস ব্যবহার ৬০ ঘনমিটার থেকে ৪০ ঘনমিটার এ হ্রাসকরণ। এ লক্ষ্যে কেজিডিসিএল এর আওতাধীন চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১ (এক) লক্ষ গৃহস্থালী প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।	১০-০৮-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ১,০০,০০০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫-০৮-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৮৬,১০৮টি প্রি-পেইড মিটার কমিশনিং হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশাসন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা :

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২৪-২০২৫ এর ৪.১ এ বর্ণিত মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৪৩৮ জন
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর ১.৩ এ বর্ণিত শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪৪২ জন
	মোট	৮৮০ জন

জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২এ, ২বি জোনে ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৬.৫ কিলোমিটার ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৬.৭ কিলোমিটার পাইপলাইন, ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫ কিলোমিটার, ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৮ কিলোমিটার পাইপলাইন, ৪টি ভাল্ব স্টেশন ও প্রতিটি ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ২টি ডিআরএস এবং আনুষঙ্গিক পূর্ত কার্যাদিসহ ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন।
- বেজার আওতাধীন 'মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩' এ গ্যাস সরবরাহের জন্য ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ৩ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে ১৩০ এমএমসিএফডি ও ৫০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ডিআরএস এবং প্রয়োজনীয় গ্যাস অবকাঠামো স্থাপন।
- কেজিডিসিএল এর জোন ভিত্তিক নেটওয়ার্ক পৃথকীকরণ, নকশা হালনাগাদকরণ ও মিটারিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
- United Chattogram Power Ltd. (UCPL) কর্তৃক আনোয়ারা, চট্টগ্রামে নির্মিতব্য ৫৯০ মেঘাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০ × ৩৫০ ইঞ্চি psig পাইপলাইন স্থাপন এবং গ্রাহক প্রান্তে স্থাপিতব্য (কেজিডিসিএল অংশের) ১২৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতার আরএমএস নির্মাণ।
- চায়না ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, আনোয়ারা-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন, ডিআরএসসহ প্রয়োজনীয় গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ।
- বৈদেশিক সাহায্য ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে কেজিডিসিএল এর অধিভুক্ত এলাকার ৪,৩৫,০০০টি আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিত ৩৬" ব্যাসের লাইনের বড়তাকিয়া এলাকাস্থ অফটেক হতে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণপূর্বক ৩০" ব্যাসের ১১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ, ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার সিজিএস স্থাপন, সিজিএস-এর আউটলেট হতে ২৪" ব্যাসের ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ এবং ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ৪টি ডিআরএস স্থাপন।
- চট্টগ্রাম ও এর আশেপাশের এলাকায় কেজিডিসিএল এর আওতাধীন গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন।
- মহেশখালী থানার অন্তর্গত মাতারবাড়ীতে সিপিজিসিবিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট আরএলএনজি বেইজড্ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ০.৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে ২০০ এমএমএসসিএফডি আরএমএস স্থাপন কাজ।
- চট্টগ্রামের কেরানীহাট হতে কক্সবাজারের পেকুয়া পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন।
- শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে মহেশখালী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানি পরিচিতিঃ

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহকসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরও কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ০১ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড গঠন করা হয়। যার বর্তমান অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা ও কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১৩২ কোটি টাকা।

কোম্পানির কার্যাবলীঃ

কোম্পানির আওতাভুক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা কোম্পানির মূল কাজ। সে লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও আইওসিভুক্ত প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

(২) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

ক) গ্রাহক সংযোগঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ০৪টি। আলোচ্য অর্থবছরে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আবাসিক শ্রেণির গ্রাহক ০২টি (বার্নার সংখ্যা-১২টি), ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির ০৩টি, শিল্প শ্রেণির ০১টিসহ মোট ৬টি গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা বেশী। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিভূত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংখ্যা সর্বমোট ২,২১,৮৮০ টি।

পরিমাণ: এমএমসিএম ও মূল্য: কোটি টাকা

খাত	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	১৯
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	২	৩	১৩৮
সি এন জি	-	-	৫৯
শিল্প	২	১	১৩৯
চা-বাগান	-	-	১০০
বাণিজ্যিক (হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	-	-	১,১৯৭
গৃহস্থালী	-	১২	২,১৯,৪৮৫
মোট	**৪**	**১৬**	**২,২১,৮৮০**

❒ আবাসিক খাতে বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ান (৫২ বিজিবি) হাসপাতালে নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে (০৬টি চুলা) এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পুরাতন মেডিকেল রোড, সিলেট-এ নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে (০৬টি চুলা) ।

খ) গ্যাস ক্রয়ঃ

কোম্পানি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪,০৩৮ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩,৮৩৭.৯৮৪ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। এ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩১০.২৮৬ ও ৬৫২.৮৪৩ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ৯৬৩.১২৯ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড থেকে যথাক্রমে ১,০০৮.২২৩, ১,৭০৯.৯৯১ ও ১৫৬.৬৪১ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ২,৮৭৪.৮৫৫ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়।

গ) গ্যাস বিক্রয়ঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪,০৩৮.০০০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩,৮৩৭.৯৮৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৩,৮১৭.২০৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৭,৫৪৪.১৪ কোটি টাকা।

ঘ) সাফল্যঃ

কোম্পানিতে কোন অবৈধ সংযোগ নাই এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর শেষে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সিস্টেম লস ০.৫৪% এ সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। কোম্পানির সার্বিক সিস্টেম লস তথা হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাছাড়া, ডি-নথির মাধ্যমে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে, ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়েছে, অনলাইনে গ্যাস বিল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে, স্থাপিত পাইপলাইন ও স্থাপনার নকশা/অবস্থান ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং নিরাপত্তা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় ও বৃহৎ গ্রাহকের আঙ্গিনায় আইপি ক্যামেরা স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, গ্যাসের সঠিক সিস্টেম লস হিসাব, গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-এর অধিভুক্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ১১৩ টি ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে নীতিমালা অনুযায়ী ইভিসি মিটার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক) আয় ও ব্যয়ঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রভিশনাল হিসাব মোতাবেক কোম্পানি গ্যাস বিপণন বাবদ ৭,২৮৬.২৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ৩৯৮.১৪ কোটি টাকাসহ মোট ৭,৬৮৪.৩৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। অপরদিকে, গ্যাস ক্রয় বাবদ ৭,০৪৮.২৫ কোটি টাকা, বিভিন্ন মার্জিন ও অপারেটিং খরচ বাবদ ১৫৬.৩৪ কোটি টাকাসহ ৭,২০৪.৬০ কোটি টাকা পরিচালন বাবদ ব্যয় করে কোম্পানি মোট ৭৭৯.৮০ কোটি টাকা কর-পূর্ব ও ৩৩৩.৯৮ কোটি টাকা করোত্তর নিট মুনাফা অর্জন করেছে।

খ) সরকারী কোষাগারে অর্থ জমাদানঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানি ডিএসএল বাবদ ৪.৫১ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৪৫.০০ কোটি, আয়কর বাবদ ১৪০.০০ কোটি ও আমদানী শুল্ক বাবদ ৩.৫৭ কোটি টাকাসহ মোট ১৯৩.০৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

"জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ

জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) এর ক্রয়কৃত/আমদানিকৃত/সংগৃহীত মালামালসমূহ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান করে পাশাপাশি অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে সিলেট শহর সংলগ্ন দক্ষিণ সুরমা এলাকায় ৫.৫০ একর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে কোম্পানির কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার আওতায় কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে "জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়, যা বিগত ০১ জুন ২০২২ তারিখে অনুমোদন লাভ করে । ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট ১,৯০৫.০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১,৯০০.৩৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৯৯.৭৬% খরচ হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২,৩৭০.৩৭ লক্ষ টাকা। যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৭.৩৪%। বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০%।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ কোম্পানিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প নেই।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য প্রণীত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই), ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ (আইইবি, ঢাকা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৬৭টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে মোট ২৯৭ জন কর্মকর্তা এবং ২২টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, শিখন সেশনে মোট ৭০৭ জন কর্মকর্তা ও ১৩৮ জন কর্মচারী এবং নলেজ শেয়ারিং-এ ১১৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। জেজিটিডিএসএল-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ১টি বৈদেশিক পরিদর্শনে Pre-Shipment Inspection & Factory Visit-এ ০৪ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, কাজের স্বার্থে একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

(৭) জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

ক) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)ঃ

"জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" বাস্তবায়নের ফলে গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা, কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্যে ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পেট্রোবাংলায় প্রেরণের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিক ব্যয় ১৯,২৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০২৬ হতে ৩০ জুন ২০২৯।

খ) শাহজীবাজার টু শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত গ্যাস নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পঃ

শাহজীবাজার-হবিগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল অঞ্চলে ১৯৮৬ সালে স্থাপিত ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে আবাসিকসহ প্রায় ৬০ হাজার গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যমান ৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ সংকুলান না হওয়ায় হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল নেটওয়ার্কে গ্রাহকদের চাপজনিত সমস্যা হচ্ছে। উক্ত এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চাহিদামত গ্যাস সরবরাহ করার নিমিত্ত ২টি ডিআরএস মডিফিকেশনসহ ১২"x৫৭ কিলোমিটার x ৫০০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে "শাহজীবাজার টু শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত গ্যাস নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প" প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫,৭২৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকায় ডিজিটাল সার্ভে সম্পাদন করা হয়েছে।

(গ) সিলেট শহরস্থ গ্যাস বিতরণ ব্যালেন্সিং এবং পুনর্বাসন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পঃ

সিলেট বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে ৪টি আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সড়ক ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার কারণে জেজিটিডিএসএল-এর বিদ্যমান বিতরণ লাইন অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে, তাৎক্ষণিক লাইন মেরামতসহ স্থাপিত রাইজার স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ সচল রাখার স্বার্থে নেটওয়ার্ক সুষমিকরণ-এর জন্য ১২"x ৩৫ কিলোমিটার x ৬০ পিএসআইজি বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৪টি অফটেক ভাল্ব স্টেশন স্থাপন, ডিআরএস/সিএমএস/টিবিএস-এর আপগ্রেডেশন/মডিফিকেশন কাজ, ২টি নদী ক্রসিং-এর কাজ এবং ৩টি সিপি স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮,৬৫২.৭৩ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডঃ

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানিটি ইতোমধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, শাহজাদপুর, বেড়া, সাঁথিয়া, উল্লাপাড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে পিজিসিএল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সমুদয় কাজ গত ৩০/০৬/২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং "পিজিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার, স্কাডা এবং জিআইএস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্যাস বিপণন ও রাজস্ব কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিষয়ে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করেছে। সদ্য অনুমোদিত শিল্প গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ ও সরবরাহ প্রদান করা হলে কোম্পানির আর্থিক কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত সেবা;
- জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
- গ্যাস বিল সংক্রান্ত সেবা;
- গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবা;
- ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড।

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৩১১ জন কর্মকর্তা এবং ৬৬ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৭৭ জন স্থায়ী জনবলের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিতে ১৭৪ জন কর্মকর্তা এবং ৩৭ জন কর্মচারী অর্থাৎ মোট ২১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্যে ১১ জন কর্মকর্তা পেট্রোবাংলাসহ অন্যান্য কোম্পানিতে প্রেষণে কর্মরত আছে। এছাড়া, জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২২৫ জন জনবল কোম্পানিতে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কারিগরি ক্যাডারের ০১ জন, প্রশাসন ক্যাডারের ০১ জন এবং অর্থ ক্যাডারের ০১ জনসহ মোট ০৩ জন কর্মকর্তা পিআরএল-এ গমন করেছেন। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ০২ জন কর্মচারীকে আত্তীকরণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্যাডারের ১৬ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণঃ

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিজিসিএল এর আওতাভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৭.০০০ কি.মি. গ্যাস নতুন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়। এছাড়া, বিদ্যমান নেটওয়ার্কভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ২০.০২০ কি.মি.গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০২টি শিল্প ও ০১টি সরকারি মিটারযুক্ত গৃহস্থালীসহ সর্বমোট ০৩টি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানির শুরু হতে অদ্যাবধি ক্রমপুঞ্জি সর্বমোট সংযোগ সংখ্যা ১,২৯,৪১৫ টি।

গ্যাস বিক্রয়ঃ

বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১,৪১৪.৫২৯ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ১,৩৪২.৯১৫ এমএমসিএম। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৭১.৬১৪ এমএমসিএম গ্যাস বেশি বিক্রয় করা হয়েছে, যা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৫.৩৩% বেশী (প্রায়)। উল্লেখ্য যে, গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয় আরও বেশী হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণঃ

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, বৈধ গ্রাহকের অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বৈধ গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের দায়ে ৬৭টি এবং বকেয়াজনিত কারণে ৬৭১টিসহ সর্বমোট ৭৩৮ টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের জন্য প্রয়োজনে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনঃ

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহক আঙিনায় ৯টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক আঙিনায় ৯৬টি এবং নিজস্ব গ্যাস স্থাপনায় ২৮টি সর্বমোট ১২৪টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তিঃ

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ফলাফল ও ভবিষ্যতে আরো শিক্ষানুরাগী করার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যথাযথ মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শীত বস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, মসজিদ এবং এতিমখানার উন্নয়নের জন্য 'চাঁদা ও অনুদান খাত' হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

গ্রাহক সেবা ও দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

কোম্পানির দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে গত মার্চ ২০১৮ হতে পিজিসিএল-এ ই-নথি সিস্টেম চালু করা হয়। পরবর্তীতে গত জুন ২০২৪ মাস হতে পিজিসিএল-এর দাপ্তরিক কার্যক্রম ডি-নথিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শতভাগ দাপ্তরিক কার্যক্রম ডি-নথিতে সম্পন্ন হয়েছে। পিজিসিএল কর্তৃক মোট ৭,৫৭৬টি এবং প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৬৩২টি পত্র ডি-নথি সিস্টেমে জারি করা হয়েছে এবং ১৯,৫৩৭ টি নোট ডি-নথি সিস্টেমে নিস্পন্ন করা হয়েছে, যা প্রতিমাসের গড় হিসেবে প্রায় ১,৬২৯টি। ডি-নথি কার্যক্রমে গতিশীলতা চলমান রাখার লক্ষ্যে আইটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। দাপ্তরিক ক্রয় কাজে সর্বাধিক অংশগ্রহন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় সকল ক্রয় কাজের দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে সম্পাদন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে ২২ (বাইশ)-টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে আহবান করা হয়েছে। আবাসিক শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকগণ ekpay, bKash, SureCash, Rocket-এর মাধ্যমে মোবাইলে গ্যাস বিল পরিশোধ করছেন। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড-এর পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে যেকোন VISA ও Mastar Card এর ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে করে গ্রাহকগণ ঘরে বসে অনলাইনে যেকোন সময় গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। আলোচ্য অর্থবছরে পিজিসিএল-এর তথ্য বাতায়ন pgcl.org.bd থেকে pgcl.gov.bd তে মাইগ্রেট করা হয়। তথ্য বাতায়ন (pgcl.gov.bd) হতে গ্যাস বিলের হালনাগাদ তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র ডাউনলোডের সুবিধা রয়েছে। মিটারযুক্ত গ্রাহকগণ উক্ত তথ্য বাতায়ন হতে অপরিশোধিত বিলসমূহের কপি ডাউনলোড করতে পারেন।

গ্যাস স্টেশনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম:

পিজিসিএল-এর আওতাধীন ০৩(তিন)টি টিবিএস, ১১(এগারো)টি ডিআরএস ও ০৫ (পাঁচ)টি সিএমএস-এর মাধ্যমে ০৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, পাবনা, বগুড়া শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা, ঈশ্বরদী, ঈশ্বরদী ইপিজেড, রাজশাহী মহানগর এবং সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদস্থ পাওয়ার হাব এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানির বিদ্যমান টিবিএস, ডিআরএস ও সিএমএসসমূহে সকল সরঞ্জাম (ফিল্টার সেপারেটর, সম্প-শাট ভাল্ব, রেগুলেটর, রিলিফ ভাল্ব ও মিটার ইত্যাদি) পর্যায়ক্রমে নিয়মিত (রুটিন) পরীক্ষণ, শিডিউল রক্ষণাবেক্ষণ ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। গ্যাস নিরাপত্তা বিধি ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুসরণ করে ০৩টি ডিআরএস (পাবনা ডিআরএস, বেড়া ডিআরএস ও সাঁথিয়া ডিআরএস) মডিফিকেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। একই সাথে পাইপলাইন নেটওয়ার্কের গ্যাস লিকেজ ডিটেকশনের নিমিত্ত গন্ধযুক্ত করার জন্য টিবিএস ও ডিআরএস-এ স্থাপিত অডোরাইজার ইউনিটসমূহে অডোরেন্ট রিফিলপূর্বক নেটওয়ার্কে চার্জ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ০২টি নতুন শিল্প সংযোগে আরএমএস নির্মাণসহ গ্যাস কমিশনিং করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১৮টি গ্রাহকের (শিল্প, সিএনজি ও ক্যাপটিভ) আরএমএস মডিফিকেশন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্নপূর্বক কমিশনিং করা হয়েছে।

সিপি সিস্টেম মনিটরিং ও উন্নয়ন:

পিজিসিএল-এর অধিভুক্ত গ্যাস নেটওয়ার্কের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহের জন্য অদ্যাবধি বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১,৭০৩.৫৫৮ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত পাইপলাইনের ক্ষয়রোধের জন্য Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) পদ্ধতিতে মোট ৩৮টি সিপি স্টেশন এবং ৭৩১ টি CP Test Point Post বিদ্যমান রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাসেক-২ এর অর্থায়নের বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ গ্যাস নেটওয়ার্কে "Implementation of CP System for Newly Shifted Pipeline from Majira to Matidhali and Nalka to Hatikumrul at PGCL Franchise Area"- শীর্ষক কাজের আওতায় প্রতিস্থাপিত/নতুন স্থাপিত ৩৯.৮৬ কিলোমিটার পাইপলাইনে সিপি সিস্টেম আরোপ করা হয়। এছাড়া সিরাজগঞ্জ আবিকাভুক্ত এলাকায় সম্পূর্ণ গ্রাহক অর্থায়নে হাটিকুমরুলস্থ ব্রাক ডেইরীতে একটি নতুন সিপি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। পিজিসিএল-এ বিদ্যমান সকল সিপি স্টেশনসমূহ "Supply & Installation of Online Monitoring System with Related Service in Existing Cathodic Protection Station and Upgradation of CP System at PGCL Franchise Area"-শীর্ষক কাজের মাধ্যমে অন-লাইন মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রতিমাসে সিপি অ্যান্ড ইমারজেন্সি শাখার মাধ্যমে সকল সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা অনুযায়ী স্থাপিত Test Point Post সমূহ হতে PSP (Pipe to Soil Potential) Reading সংগ্রহ করে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ:

পিজিসিএল-এর সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধে পিজিসিএল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত চারার নিয়মিত পরিচর্যায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অধিকন্তু, নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টনী আরো নিবিড় করাসহ অফিস প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা রোপণ করে অপরূপ সৌন্দর্য বর্ধনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Health, Environment & Safety শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। কোম্পানির বিভিন্ন অকোজো/অব্যবহারযোগ্য মালামাল ভান্ডারজাত করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে যথানিয়মে বিনষ্ট করা হয়।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে Provisional Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income মোতাবেক পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক Gas Sales, Commissioning Fee, Demand Charge, Meter Rent, Connection Charges, Higher Heating Values, Late payment Penalty, Service Charge, Penalty & Fine ইত্যাদিসহ গ্যাস বিক্রয় খাতে মোট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ২,৭৫৮.২২ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ২,২৪৯.৮৩ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে Provisional Total Cost of Sales, Distribution cost including Depreciation, Financial Expenses, BPPF-সহ Total Cost-এর পরিমাণ ২,৫৬৯.৬৬ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ খাতে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ২,১০১.৭৫ কোটি টাকা। Other Income, Interest Income, Financial Expense & Beneficiary Profit Participation Fund বিবেচনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে Provisional Net Profit Before Tax এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৮.৯৮ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ১৯৫.৭৬ কোটি টাকা।

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ড:

উন্নয়ন প্রকল্প:

- "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রকল্পঃ

- পিজিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৫০.০০ কি.মি. পাইপলাইনের GIS Mapping ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করণ।
- RDA- এর অর্থায়নে রুয়েট হতে খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী ৮ ইঞ্চি ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থানান্তর।
- বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক-২ শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকরণ।
- হাটিকুমরুল-বগুড়া রোডস্থ হাটিকুমরুল মোড় হতে সমবায় ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।
- সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর অর্থায়নে মাটিঢালী হতে বাঘোপাড়া পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনকরণ।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

উন্নয়ন প্রকল্প:

"Installation of Prepaid Gas Meters, SCADA & GIS at PGCL Franchise Area" (জিওবি, প্রকল্প সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক) ও পিজিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়ন, অক্টোবর, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত); যার ভৌত অগ্রগতি: ০.৬৭% ও আর্থিক অগ্রগতি: ০.২৬%।

অন্যান্য প্রকল্প:

- উত্তরা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, নীলফামারীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ও ডিআরএসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ। (১০০% উত্তরা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত)
- সাসেক-২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল মোড়ে ঢাকা-বগুড়া রোডে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপনকরণ।
- সাসেক ২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ এর অর্থায়নে বগুড়াস্থ বনানী বাইপাস হতে তিনমাথা রেলগেট পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন করণ।
- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের (১০+৮)=১৮ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকরণ।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

একটি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান ও উদ্ভাবনী চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। তদনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪৩টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৭৩৪ জন, ২৮ টি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার/কর্মশালা/ওয়ার্কশপ (বিবিধ) এ মোট ৪১১ জন এবং ০৪ টি শিখন সেশনে মোট ১৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছে।

৭। জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ভুক্ত এলাকায় ২৫ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার নতুন ১টি ডিআরএস নির্মাণ।
- পিজিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ২০০.০০ কি.মি. পাইপলাইনের GIS Mapping ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনকরণ।
- নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ডরমেটরি ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার উলম্বভাবে বর্ধিতকরণ।
- সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেসরকারী) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত)
- সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ। (১০০% সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৮ পর্যন্ত)
- রংপুর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ। (১০০% রংপুর বিসিক শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৮ পর্যন্ত)
- বিসিক লেদার এন্ড মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারী), পবা, রাজশাহী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৮ পর্যন্ত)
- বিসিক উত্তরাঞ্চল কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পার্ক, বগুড়া শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণকরণ। (বগুড়া শিল্প পার্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই,২০২৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৮ পর্যন্ত);
- বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল-১ (সরকারি), শাহজাহানপুর, বগুড়া এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% জিওবি অনুদানে, জুলাই ২০২৮ হতে জুন ২০৩০ পর্যন্ত);
- নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০২৬ হতে জুন ২০২৮ পর্যন্ত);
- রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), পবা, রাজশাহী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জানুয়ারি, ২০২৭ থেকে জুলাই, ২০২৯ পর্যন্ত);
- সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), সাপাহার, নওগাঁ এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ (১০০% সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৩ পর্যন্ত);
- দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), দিনাজপুর সদর এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৪২ থেকে জুন, ২০৪৩ পর্যন্ত);
- পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৪৮ থেকে জুন, ২০৪৯ পর্যন্ত);
- কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারি), কুড়িগ্রাম সদর এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (১০০% কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে, জুলাই, ২০৪৭ থেকে জুন, ২০৪৯ পর্যন্ত);
- সিরাজগঞ্জ রিজিওনাল অফিস-এর জন্য অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।
- ১০০% জিওবি অনুদানে সিরাজগঞ্জ জেলার নলকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- বিসিআইসি কর্তৃক প্রস্তাবিত উত্তর বঙ্গে ইউরিয়া সারখানায় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নির্মাণকরণ।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে মোট শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০০০ (এক কোটি)। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পাঁচজন পরিচালক এবং সচিবসহ মোট ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের ০৭ (সাত)টি এবং বাকি ৯৯,৯৯,৯৯৩ (নিরানববই লক্ষ নিরানববই হাজার নয়শত তিরানববই) টি শেয়ার পেট্রোবাংলার রিপ্রেজেনটেটিভ চেয়ারম্যান-এর নামে বরাদ্দ আছে। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন। Memorandum and Articles of Association-এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে এসজিসিএল কর্তৃক প্রায় সকল দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহবান করা হয়। বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন' ২০২৫ মাস পর্যন্ত আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা মোট ০৭টি। যার মধ্যে ই-জিপিতে আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা ০৬টি। বর্তমানে এসজিসিএল-এর সকল দাপ্তরিক কাজ ডি-নথির মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসজিসিএল-এর ডি-নথি ব্যবহারের হার ১০০%। এছাড়া সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-এর আওতায় পেট্রোবাংলা ও এসজিসিএল-এর মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত কৌশলগত ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ যথা-গ্যাস বিক্রয়, গ্যাস সংযোগ/লোড বৃদ্ধি, গ্যাস পুনঃসংযোগ, নন-বাল্ক গ্রাহকের বকেয়া সমতুল্য মাস সীমিতকরণ, খেলাপী/অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, ছিদ্র জরীপ ও মেরামত, শিল্প প্রতিষ্ঠানে এনার্জি (গ্যাস) নিরীক্ষাকরণ, গ্যাস বিতরণ পাইপলাইনের সিপি সিস্টেম স্থাপন/প্রতিস্থাপন/আপগ্রেডেশন, ১৪০ পিএসআইজি ও তদূর্ধ্ব চাপের গ্যাস পাইপলাইনের সিপি সিস্টেম মনিটরিং, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন পরিচালনা, স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ পরিচালনা, Smart Employee Management System সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ভোলা ও ভেড়ামারা বিতরণ এলাকায় মোট ১,০৭৭.৭১৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় বাবদ কোম্পানি ১,৭৩,৩১১.১৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় খাতে ১৬,৬৭৪.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১,৮৯,৯৮৫.১৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। বিগত অর্থবছরে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৪৮,৫৭৬.২২ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ১৬১৪০০.৬৫ লক্ষ এবং অবচয়সহ বিতরণ ব্যয় ২৭৭৮.৩২ লক্ষ টাকাসহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১,৬৪,১৭৮.৯৭ লক্ষ টাকা। অন্যান্য নন অপারেটিং আয়, ব্যাংক মুনাফা খাতে আয়, ঋণের সুদ খাতে ব্যয়, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে প্রভিশন ইত্যাদি বিবেচনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী করপূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ২৫,৩৪৮.৩১ লক্ষ ও ১৯,০১০.৮৭ লক্ষ টাকা। বিগত অর্থ-বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১,৪৩৮.৩৬ লক্ষ ও ৮,৫৮০.১০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির মোট রাজস্ব আয় ২৭.৮৭% বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিচালন ব্যয়সহ মোট ব্যয় ২৬.৯৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে করপূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফা বিগত অর্থ-বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১২১.৬০% ও ১২১.৫৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানির অবন্টিত মুনাফা ১৭,৩২৫.৬৬ লক্ষ টাকা রেভিনিউ রিজার্ভ খাতে স্থানান্তর, ৩৭০.২৪ লক্ষ টাকা পেট্রোবাংলার স্থানীয় ঋণ পরিশোধ, মোট চলতি দায় ২৯,৪১২.২২ লক্ষ টাকা এবং অবচয় তহবিল খাতে ৪৮৫.২১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কোম্পানির মূলধন, ঋণ ও দায় বিগত বছরের তুলনায় ৪৭,৪৪৮.৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২১.৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক ৪৫২.৬৬ লক্ষ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয়,

Work-in-progress ৪৫৬.৫৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, স্থায়ী আমানত ৫,৪০৮.৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং মোট চলতি সম্পদ ৪১,২৪৮.২১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির কারণে মোট সম্পদ বিগত বছরের তুলনায় ৪৭,৪৪৮.৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২১.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খসড়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী অবচয়সহ মোট বিতরণ ব্যয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ৩,৫২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২,৭৫৮.৪৭ লক্ষ টাকা যা বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৭৬১.৫৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২১.৬৩% কম। মূলধনী ব্যয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ৭১,৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৬.১৩ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে কোম্পানির লভ্যাংশ বাবদ ১২.০০ কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ৪৭.৩৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৫৯.৩৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর গ্যাস বিক্রয় বাবদ মোট বকেয়া এর পরিমান ১,৫৫২.৯৯ কোটি টাকা যা প্রায় ১১.১৮ মাসের গড় গ্যাস বিক্রয় এর সমতুল্য। ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিদ্যুৎ শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমান ১,৫৪৩.৭০ কোটি টাকা; যা মোট বকেয়ার ৯৯.৪০%। বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকগণ গ্যাস বিলের অর্থ নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করায় বর্তমানে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিঃ তারল্য সংকটে রয়েছে। ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত শিল্প শ্রেণির গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিল বাবদ বকেয়া ২.৩৩ কোটি টাকা ,বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমান ০.০২ কোটি টাকা, ক্যাপটিভ শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়া রয়েছে ০.০১ কোটি টাকা ,আবাসিক শ্রেণির গ্রাহদের নিকট বকেয়ার পরিমাণ ০.৩৬ কোটি টাকা। এছাড়াও ভোলার নন-পাইপ গ্যাস গ্রাহক এর নিকট গ্যাস বিল বাবদ বকেয়ার পরিমান ৬.৫৭ কোটি টাকা।

বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মোট আদায়ের পরিমাণ ১৬১4.০৩ কোটি টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকগণ এর নিকট হতে আদায়ের পরিমাণ ১৪৭২.৫৭ কোটি টাকা, শিল্প শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৭৮.১৮ কোটি টাকা, ক্যাপটিভ শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমান ৪৬.৯১ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমাণ ০.০৭ কোটি টাকা, আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৮.৬৩ কোটি টাকা, ভোলার নন-পাইপ গ্যাস গ্রাহক এর নিকট হতে গ্যাস বিল বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৭.৬৭ কোটি টাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক (সরকার কর্তৃক অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তকৃত) প্রকল্পের ডিএসএল এর এডিবি'র ৮ম এবং ৯ম কিস্তির মূল (সাময়িক) অর্থ বাবদ (১২,৯০,৮৯০.৭৯*২)=২৫,৮১,৭৮১.৫৮ (পঁচিশ লক্ষ একাশি হাজার সাত শত একাশি দশমিক আটান্ন) মার্কিন ডলারের সমমানের অর্থ পরিশোধের তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত হার অনুযায়ী (৩১ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৫ হাজার পাঁচশত একাত্তর) টাকা পরিশোধিত হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) ভোলা বিসিকে গ্যাস সরবরাহ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর আওতাধীন ভোলা জেলায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত বিসিকের অর্থায়নে এসজিসিএল-এর মাধ্যমে ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে বিসিকের অভ্যন্তরে ৮" ব্যাস x ৬০ পিএসআইজি চাপ x ২৭৫ মিটার এবং ৪" ব্যাস x ৬০ পিএসআইজি চাপ x ৯৭০ মিটার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে গত ০৯-১০-২০২৪ তারিখে গ্যাস কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়। তন্মধ্যে উক্ত বিসিকের অভ্যন্তরে অবস্থিত মেসার্স জে.কে. ট্রেডার্স নামীয় ০১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প শ্রেণিতে গ্যাস সংযোগের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসজিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৬২তম সভার অনুমোদনক্রমে গ্রাহক অর্থায়নে ও এসজিসিএল-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্প শ্রেণিতে গত ১২-০৩-২০২৫ তারিখে ঘণ্টাপ্রতি ২১০০.০০ ঘনফুট, দৈনিক ২৬,৮৮০ ঘনফুট এবং মাসিক ১৯,৭৯০.০০ ঘনমিটার লোডে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়।

খ) ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-তে গ্যাস সরবরাহ

ভোলা এলাকার উদ্বৃত্ত গ্যাস কম্প্রেসড করে প্রাথমিকভাবে ৫ এমএমসিএফডি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ২০ এমএমসিএফডি গ্যাস কম্প্রেসডকরণ/পরিবহণ/সরবরাহের জন্য সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক তিতাস গ্যাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের লক্ষ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর মধ্যে গত ২১ মে ২০২৩ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইন্ট্রাকো কর্তৃক গ্যাস সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এসজিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১০/০৫/২০২৩ তারিখের ২৮.০০.০০০০.০৩৪.২৯.০২১.২২.৪৬২ নং স্মারকমূলে জারীকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ-১০ এবং এসজিসিএল ও ইন্ট্রাকো'র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির অধ্যায়-২০ অনুযায়ী ইন্ট্রাকো'র মাধ্যমে দৈনিক ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ চুক্তিকাল পর্যন্ত চলমান রেখে ২য় পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত দৈনিক ২০ (বিশ) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি প্রত্যাহার করে ভোলার নন পাইপ গ্যাস সরবরাহ চুক্তি সংশোধনের লক্ষ্যে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে গত

১৭/০২/২০২৫ তারিখ এসজিসিএল ও ইন্ট্রাকো'র মধ্যে সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-তে প্রতিদিন গড়ে ১.৯ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা হলেও স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উদ্ভূত কিছু পরিস্থিতির জন্য ২১/০৫/২০২৫ তারিখ হতে ২৭/০৭/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ইন্ট্রাকো কর্তৃক এসজিসিএল হতে গ্যাস গ্রহণ বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে ২৮/০৭/২০২৫ তারিখ হতে পুনরায় গ্যাস সরবরাহ চালু হয়।

গ) সঞ্চালন পাইপলাইনের Coating Defect ও Leak Detection কার্যক্রম

ভোলা এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের ৩৩ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইনের Coating Defect ও Leak Detection কার্যক্রম ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সঞ্চালন পাইপলাইনে প্রাপ্ত Coating Defect সমূহ আংশিক মেরামত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট Coating Defect সমূহের মেরামত কার্যক্রম বর্ষাকাল শেষ হলে সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন ব্যাসের ৩৩ কিঃ মিঃ সঞ্চালন পাইপলাইনে কোন Leakage পাওয়া যায়নি।

ঘ) এসজিসিএল এর আওতাধীন ভোলা ও কুষ্টিয়া এলাকায় অবস্থিত গ্যাস পাইপলাইনের সিপি সিস্টেম মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ:

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর পরিচালিত ১৫২.১৫৯ কি:মি: গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য ২টি TEG এবং ৮টি TR ভিত্তিক সিপি স্টেশনের মাধ্যমে ক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতি মাসে সিপি স্টেশনসমূহ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের মাধ্যমে পাইপলাইন সমূহের পিএসপি রিডিং গ্রহনযোগ্য মাত্রায় রাখার হয় এবং সার্বক্ষনিক অনলাইন মনিটরিং এর মাধ্যমে তদারকি করা হয়। এছাড়াও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ভোলা এলাকায়, বিসিক ভোলায় গ্যাস সরবরাহ লক্ষ্যে ৮" ব্যাসের ২৭৫ মিটার ও ৪" ব্যাসের ৯৭০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। উক্ত পাইপলাইন-এর ক্ষয় প্রতিরোধের নিমিত্ত ০১ টি TR ভিত্তিক সিপি স্টেশন ও সিপি পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত এলাকায় পাইপলাইন ও ভাল্ব পিট মেরামত

এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত এলাকায় স্থাপিত বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইন এবং পাইপলাইনে অবস্থিত ভাল্ব পিটসমূহের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কার্যক্রম ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

চ) এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত এলাকায় ০২ টি গ্যাস ষ্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত

এসজিসিএল ও পেট্রোবাংলা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এপিএ এর আলোকে এসজিসিএল এর অধিকারভুক্ত ভোলা আবিকা ডিআরএস ও কুষ্টিয়া ডিআরএস এর রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কার্যক্রম ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

ছ) গ্রাহক সংযোগ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কুষ্টিয়া এলাকায় একটি শিল্প শ্রেণিতে এবং ভোলা এলাকায় একটি শিল্প (ভোলার নন-পাইপ গ্যাস) ও একটি ক্যাপটিভ পাওয়ার (ভোলার নন-পাইপ গ্যাস) শ্রেণিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৫ বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

ক) খুলনা বিসিকে গ্যাস সরবরাহ

খুলনা জেলার জিটিসিএল-এর আড়ংঘাটা সিজিএস অফটেক হতে এসজিসিএল-এর প্রস্তাবিত যোগীপোল ডিআরএস পর্যন্ত ১০" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি চাপ x ৬.৪ কি.মি. মুখ্য গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন, ২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি ডিআরএস এবং প্রস্তাবিত ডিআরএস হতে খুলনা বিসিক মেইন গেট পর্যন্ত ১০" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি চাপ x ১.৭ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে পেট্রোবাংলার অনুমতিক্রমে গত ২০/০৮/২০২৫ তারিখে গ্যাস কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। খুলনা বিসিক হতে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য আবেদন পত্র পাওয়া গিয়েছে। পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস সরবরাহের অনুমতি পাওয়া গেলে খুলনা বিসিকে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

খ) রূপসা ৮০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ

খুলনা জেলায় নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল-এর কারিগরি সহযোগিতায় নির্মিতব্য রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিদ্যমান ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য এনডব্লিউপিজিসিএল কর্তৃক নিয়োগকৃত বৈদেশিক ঠিকাদার M/S China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited কর্তৃক জিটিসিএল-এর খুলনাস্থ আড়ংঘাটা সিজিএস হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আঙ্গিনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৯.২১২৭ কি.মি. এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৮৫৫৩ কি.মি. অর্থাৎ মোট ১১.০৬৮ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সাইট পরিদর্শনকালে "নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি

লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত Gas Supply Agreement অনুযায়ী রূপসা ৮০০ মেঘাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের Commissioning এর জন্য আসন্ন শীতকালে (০১ নভেম্বর ২০২৪ হতে) গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। সে আলোকে পেট্রোবাংলার অনুমতিক্রমে বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের RMS কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে পবিত্র রমজান মাস ও গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ায় দেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাসের অপর্যাপ্ততার কারণে বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস দ্বারা Hot Commissioning করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, গ্যাসের প্রাপ্তি সাপেক্ষে এবং সিরাজগঞ্জ ও ভেড়ামারা-তে অবস্থিত বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ রেশনিং করে চালু/বন্ধ রেখে উক্ত সময়ে বিদ্যুৎখাতের জন্য বরাদ্দকৃত গ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সমন্বয় করে রূপসা ৮০০ মেঘাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রর Hot commissioning ও Performance Test and RRT সম্পাদনের জন্য ১ অক্টোবর ২০২৫ হতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা যেতে পারে মর্মে পেট্রোবাংলা হতে জানানো হয়েছে।

গ) ভোলার বোরহানউদ্দিনস্থ নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর স্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণপূর্বক ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ

নূতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ (এনবিবিএল) কর্তৃক ভোলাস্থ বোরহানউদ্দিনে স্থাপিত ২২০ মেঃওঃ গ্যাস (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে (Depository Work) ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস ও ১২" DN x ৭ KM x ১০০০ psig পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত গত ১৫/০১/২০২০ তারিখে অত্র কোম্পানি এবং M/s. Tormene Americana SA-JVCA এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। M/s. Tormene Americana SA-JVCA এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ০৪/০৫/২০২০ তারিখে Letter of Credit (LC) ইস্যু করার ৩০০ (তিনশত) দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি'২০২১ তারিখের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ১৯/০৫/২০২০ তারিখে Force Majeure ঘোষণা করে। পরবর্তীতে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫০দিন অর্থাৎ ২৮/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায় ঠিকাদার নতুন করে ২১০ (দুইশত দশ) দিন অর্থাৎ ২৩/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত কার্যসম্পাদনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করে যা ইতোমধ্যে পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদ তা অনুমোদন করে। সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কন্ট্রোল বিল্ডিং ও স্থায়ী আরএমএস এবং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে গত ০৮/১১/২০২৩ তারিখে পাইপলাইন এবং গত ১২/১২/২০২৪ তারিখে স্থায়ী RMS এর কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, গত ১২/১২/২০২৪ তারিখ হতে ২১/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নির্মিত আরএমএস প্ল্যান্টের গ্যারান্টি টেস্ট সম্পন্ন হয় এবং অদ্যাবধি উক্ত প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ) ভোলা জেলায় আবুল উলাইয়া টেক্সটাইলস মিলস লিমিটেড নামীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৩৮তম সভার অনুমোদনক্রমে আবুল উলাইয়া টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এ গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্রাহকের অর্থায়নে এসজিসিএল-এর আওতাধীন ভেঞ্চার এনার্জি লিঃ-এর ডিআরএস মডিফিকেশন এবং তথা হতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২.৬ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রয়েল ইউটিলাইজেশন সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিঃ-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ডিআরএস মডিফিকেশনসহ পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন দপ্তর হতে অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর্ণিত গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ করে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থপনার জন্য দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নেই। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে অগ্রগতির সাথে চলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এসজিসিএল-এর মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

কোম্পানির অনুমোদিত সংগঠনিক কাঠামোতে ২১৭টি কর্মকর্তা ও ২৮টি কর্মচারী পদসহ মোট ২৪৫টি স্থায়ী পদের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিতে স্থায়ী পদে ৭৪ জন কর্মকর্তা (তন্মধ্যে ০৭জন প্রেষণে এসজিসিএল-এ কর্মরত ও ০৩ জন এসজিসিএল হতে প্রেষণে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিতে প্রেষণে কর্মরত) এবং ১৫ জন কর্মচারীসহ (তন্মধ্যে ০১ জন প্রেষণে কর্মরত) মোট ৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, কোম্পানিতে দৈনিক/অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৮ জন কর্মচারী ও আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ১৪৯ জন সেবা প্রদানকারী নিয়োজিত আছে।

স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেট্রোবাংলা, জ্বাখসবি, অর্থ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, বিপিআই, বিআইএম, বিইআরসি, বিএসডিএ, আইসিএমএবিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির কর্মকর্তাদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিখন সেশন আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কোম্পানি হতে সর্বমোট ৬৯১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত থাকায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানি হতে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

ক) যশোর জেলায় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (বেপজা) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যশোর জেলাস্থ অভয়নগর উপজেলার ভবদহ এলাকায় যশোর রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড)-তে গ্যাস সংযোগের জন্য ৩৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি ডিআরএস ও প্রয়োজনীয় পাইপলাইনসহ ইপিজেড-এর অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য এসজিসিএল-কে অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক পেট্রোবাংলা কর্তৃক গত ২৭/০৩/২০২৫ তারিখে জিটিসিএল এর আওতায় বিদ্যমান যশোর টিবিএস-এর অফটেক হতে প্রস্তাবিত যশোর ইপিজেড পর্যন্ত গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের সম্মতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কারিগরি ও আর্থিক দিক বিবেচনায় জিটিসিএল এর আওতায় বিদ্যমান যশোর টিবিএস-এর অফটেক ব্যবহারের পরিবর্তে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় জিটিসিএল-এর ভালভ স্টেশনের অফটেক ব্যবহার করে উক্ত অফটেক হতে অফটেক সংলগ্ন এসজিসিএল-এর নিজস্ব জায়গায় ১টি টিবিএস স্থাপনসহ যশোর রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্যাস বিতরণ অবকাঠামো ও ১টি ডিআরএস নির্মাণের জন্য পুনরায় পেট্রোবাংলার অনুমতি/সম্মতি কামনা করে এসজিসিএল হতে বিগত ০৭/০৫/২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়। পেট্রোবাংলা হতে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে পর্ষদ সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করা হবে।

খ) ঝিনাইদহ জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ

ঝিনাইদহ বিসিকে গ্যাস সরবরাহের জন্য এসজিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে জিটিসিএল-এর টিবিএস-এর পার্শ্ববর্তী এসজিসিএল-এর নিজস্ব জায়গায় ১০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিআরএস ও ১০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের ১০০০ মিটার হুক আপ লাইন এবং ডিআরএস হতে বিসিক পর্যন্ত ১০" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৫০০ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসজিসিএল-এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং গ্যাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ডিআরএস ও পাইপলাইনসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে ঝিনাইদহ বিসিকে আনুমানিক ২ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী :

পরিবেশবান্ধব ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে যানবাহনে সিএনজি এর ব্যবহার শুরু ও সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণের অত্র কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। দেশে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলএনজি আমদানি, এলএনজি টার্মিনাল উন্নয়ন এবং এলএনজি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম আরপিজিসিএল-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

কোম্পানির নাম	:	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড		
কোম্পানির ধরণ	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি		
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	:	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)		
প্রশাসনিক দপ্তর	:	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)		
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	:	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২ খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।		
সাইট অফিস ও স্থাপনাসমূহ	:	ক) জোনাল ওয়ার্কশপ		
		খ) আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা		
		গ) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়। ও		
		ঘ) কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়।		
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	:	সাংগঠনিক কাঠামো:		
		ডিভিশন	:	৭ টি
		ডিপার্টমেন্ট	:	১৮টি
		শাখা	:	৩৫ টি
		সংস্থানকৃত জনবল:		
		কর্মকর্তা (গ্রেড: ০১-১০)	:	১৯৮ জন
		কর্মচারী (গ্রেড: ১১-১৯)	:	১১৮ জন
		ভাড়ায় নিযুক্ত	:	১৩১ জন
		মোট	:	৪৪৭ জন
		কর্মরত জনবল:		
	:	স্থায়ী কর্মকর্তা	:	১২৯ (প্রেষণ/সংযুক্তিসহ)
		স্থায়ী কর্মচারি	:	৩৭ জন
		ভাড়ায় নিযুক্ত জনবল	:	১১৫ জন
		মোট	:	২৮১ জন
পরিশোধিত মূলধন	:	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন-২০২৫ পর্যন্ত)		
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যা	:	০৯ জন।		

১.২। কোম্পানির কার্যাবলী:

যানবাহন সিএনজিতে রুপান্তর ও মেরামত ,সিএনজি বিক্রয়, সারাদেশে সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মনিটরিং, বেসরকারী রিফাইনারীসমূহে কনডেনসেট সরবরাহ ও এলএনজি আমদানির মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে আরএলএনজি/ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকরণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

২.১। সিএনজি কার্যক্রম:

২.১.১। সিএনজি সেলস এন্ড সার্ভিসেস কার্যক্রম:

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও স্টেশনে একটি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন, একটি যানবাহন রূপান্তর ও মেরামত কারখানা এবং একটি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট স্টেশন রয়েছে। এছাড়া, মহানগরীর যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে একটি যানবাহন রূপান্তর ও মেরামত কারখানা এবং একটি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট স্টেশন রয়েছে। এসকল স্থাপনায় সিএনজি সেলস এন্ড সার্ভিসেস কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়। ১৯৯৬ সাল হতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় স্থাপিত সিএনজি স্টেশন হতে যানবাহনে সিএনজি বিক্রয়ের পরিমাণ ৪১.২৮৫৭ এমএমসিএম। ১৯৯৬ সাল হতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং রায়েরবাগস্থ জোনাল ওয়ার্কশপ (শুরু ২০১০)-এ যানবাহন রূপান্তরের সংখ্যা ৮,৭৩২টি এবং সিলিন্ডার রি-টেস্টকরণের সংখ্যা ১৬,৮৫৩টি।

উপর্যুক্ত স্থাপনাদুটিতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপ :

সিএনজি বিক্রয়	:	১.১৬৫৭ এমএমসিএম
যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর/মেরামত	:	১৫ টি
সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্টকরণ	:	৯২৬ টি

২.১.২। সিএনজি পারমিশন এন্ড মনিটরিং কার্যক্রম:

আরপিজিসিএল সারা দেশে সিএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমের অনুমোদন ও এ সেক্টরের মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। সারা বাংলাদেশে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ০৫ টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় ৬০৬ টি অনুমোদিত (বর্তমানে চালু ৫০৮ টি) সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও ৫৯ টি অনুমোদিত রূপান্তর কারখানা রয়েছে। এছাড়া, সারা দেশে বর্তমানে প্রায় ৫.০৯৬ লক্ষ সিএনজি যানবাহন রয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সিএনজি পরমিশন এন্ড মনিটরিং সংক্রান্তসমূহ নিম্নরূপ :

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন/গ্যাস কম্প্রেসর এন্ড ডিস্টিবউশন স্টেশন অনুমোদন	:	১ টি
সরেজমিন পরিদর্শন (স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ)	:	৬২ টি
৫০৮টি সিএনজি স্টেশন হতে সিএনজি বিক্রয়	:	১৩০০.৬৮ এমএমসিএম

সিএনজি স্টেশনসমূহ হতে সিএনজি বিক্রয়:

(০৫ টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির মাসিক প্রতবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য)	:	১৩০০.৬৮ এমএমসিএম
এসআরও'র আওতায় মালামাল ছাড়করণের জন্য প্রত্যয়নপত্র ইস্যু প্রক্রিয়াকরণ	:	১৮ সংখ্যক

২.২। আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম:

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নর্থ-সাউথ পাইপলাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়। এ স্থাপনার ০২টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংকে প্রেরিত কনডেনসেট গ্রহণ, মজুদও পরবর্তীতে ডেলিভারি দেওয়া হয়। প্রতিটি ট্যাংকের কনডেনসেট ধারণক্ষমতা প্রায় ১৮,০০০ ব্যারেল হিসেবে স্থাপনার কনডেনসেট ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩৬,০০০ ব্যারেল (অপারেশনাল ধারণক্ষমতা প্রায় ৮০% এর মধ্যে)। গ্রহনকৃত কনডেনসেট বরাদ্দপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (সুপার পেট্রোকেমিক্যাল পিএলসি, পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড, এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিমিটেড ও পারটেক্স পেট্রো লিমিটেড) জাহাজে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কনডেনসেট বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জাহাজে আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ১২.০৭ কোটি লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

২.৩। এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের সরবরাহ ঘাটতি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশে বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী পেট্রোবাংলার পক্ষে ২০১৮ সাল থেকে আরপিজিসিএল কর্তৃক এলএনজি আমদানির কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা এর সাথে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Co.(Pvt.) Ltd এর যথাক্রমে ১৮-০৭-২০১৬ ও ২০-০৪-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় MLNG টার্মিনাল ও Summit LNG টার্মিনাল যথাক্রমে ১৯-০৮-২০১৮ ও ৩০-০৪-২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্যাস-গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ শুরু করে। বর্ণিত ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ হতে আমদানিকৃত এলএনজি গ্রহণ ও রি-গ্যাস করে জাতীয় গ্যাস-গ্রিডে আরএলএনজি (গ্যাস) সরবরাহ করা হয়:

২.৩.১: স্থাপিত এলএনজি টার্মিনাল:

ক্রমিক নং	FSRU টার্মিনাল	স্থাপনকারী	ধারন ক্ষমতা (M^3)	রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা (MMCFD)	আরএলএনজি সরবরাহ শুরুর তারিখ
১.	MLNG	Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL)	১,৩৮,০০০	৬০০	১৯-০৮-২০১৮
২.	Summit LNG	Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd (SLTCPL)	১,৩৮,০০০	৫০০	৩০-০৪-২০১৯

২.৩.২। এলএনজি আমদানি চুক্তি:

সরবরাহকারী	চুক্তির ধরন ও নাম	চুক্তির তারিখ	চুক্তির মেয়াদ (বছর)	বাৎসরিক হার		এলএনজি সরবরাহ শুরু
				মিলিয়ন টন	কার্গো সংখ্যা	
QatarEnergy LNG S (3)	দীর্ঘমেয়াদি SPA*	২৫-০৯-২০১৭	১৫	২.৫	৪০	২০১৮ সাল
OQ Trading Ltd. (OQT-1)	দীর্ঘমেয়াদি SPA	০৬-০৫-২০১৮	১০	১.০-১.৫	১৬	২০১৯ সাল
Qatar Energy Trading LLC	দীর্ঘমেয়াদি SPA	৩০-০৫-২০২৩	১৫	০.৭৫-১.৫	১২-২৪	২০২৬ সাল
OQ Trading Ltd. (OQT-2)	দীর্ঘমেয়াদি SPA	১৯-০৬-২০২৩	১০	০.২৫-১.৫	৪-২৪	২০২৬ সাল
Excelerate Gas Marketing Limited Partnership (EGMLP)	দীর্ঘমেয়াদি SPA	০৮-১১-২০২৩	১৫	০.৮৫-১.০	১৪-১৬	২০২৬ সাল
OQ Trading Limited, UAE (OQT-3)	স্বল্পমেয়াদি SPA	২২-০৭-২০২৫	২	০.৩১-০.৭৫	৫-১২	২০২৫ সাল
স্পট ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে তালিকাভূক্ত ২৩টি প্রতিষ্ঠান	স্পটপার্চেজ MSPA**	১০-০৩-২০২৫	২	-	-	২০২৫ সাল

Note: *SPA: Sale and Purchase Agreement; **MSPA: Master Sale and Purchase Agreement

২.৩.৩। এলএনজি আমদানি:

২০১৮ সাল হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৩১.২৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এলএনজি আমদানি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সময়কাল	এলএনজি ক্রয় (কার্গো-সংখ্যা, এলএনজি-মিলিয়ন টন)				
	বর্ণনা	সরবরাহকারী			মোট
		QatarEnergy	OQT	স্পট মার্কেট	
২০২৪-২৫	কার্গো সংখ্যা	৪০	১৪	৪০	৯৪
	এলএনজি	২.৪৬	০.৮৬	২.৪৯	৫.৮১

২.৩.৪। আরএলএনজি সরবরাহ:

আমদানিকৃত এলএনজি রি-গ্যাস করে সাব-সি পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস-গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। শুরু হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪২,৬৮৮ এমএমএসসিএম আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সময়কাল	সরবরাহকৃত আরএলএনজি (BCF)		
	FSRU টার্মিনাল		মোট
	MLNG	Summit LNG	
২০২৪-২৫	১৫৭.০৮২	১২৪.৭৯২	২৮১.৮৭৪
	দৈনিক গড়: ৭৭২.২৬ MMCF		

৩.০। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল তথ্য প্রদান করা হয়েছে):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিভিন্ন খাতের রাজস্ব কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৩.১। আর্থিক অবস্থা:

কোম্পানির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থই ছিল কোম্পানির ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে কোম্পানি তার নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় হতে সকল ব্যয় নির্বাহ করছে। এ বছরে মোট খরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয় ৮,১৫৬.৫৫ লক্ষ টাকা কোম্পানির নীট সম্পদে যোগ হবে।

৩.২। মূলধন কাঠামো:

কোম্পানির প্রতিষ্ঠাকাল হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চিতির পরিমাণ ৭৩,১৪৪.০৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ-এর ২৩৫তম সভা এবং ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ইক্যুইটি খাতে পুঞ্জিভূত অর্থ পরিশোধিত মূলধন খাতে স্থানান্তরকরা হয়েছে। বর্তমানে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নাই এবং কোম্পানির মোট স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ২৩,৬০৩.৪১ লক্ষ টাকা যা অবচয় উত্তর ৩,১১৯.১৯ লক্ষ টাকা নির্ধারিত।

৩.৩। বিক্রয় রাজস্ব:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির রাজস্ব আয় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের বাজেটে সিএনজি, কনডেনসেট হ্যান্ডলিং চার্জ, এলএনজি মার্জিন ও অন্যান্য খাত থেকে ভ্যাটসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯,১৬৪.৩৩ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমান ১০,১০৮.৩৫ লক্ষ টাকা।

৩.৪। বকেয়া আদায় কার্যক্রম:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৬,৯৮০.৫১ লক্ষ টাকা যা ২.৮০ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২.৫৪ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। কোম্পানির বকেয়া পাওনা আদায় কার্যক্রম এ বছরেও সন্তোষজনক। তবে, কোম্পানির তিনজন ডিলারের নিকট সিএনজি বিক্রয়লব্ধ ২৪৮.৯২ লক্ষ টাকা আদায়ে রুজুকৃত মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য, এ তিনজন ডিলারকে আরপিজিসিএল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় ইতোমধ্যে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.৫। এসজিএফএল ও পেট্রোবাংলার পাওনা পরিশোধ:

আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল এর মধ্যে বিরাজমান দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর পাওনা সমন্বয় ও বকেয়া পরিশোধ পরবর্তী এনজিএল খাতে এ অর্থবছর শেষে এসজিএফএল-এর ২৮০.০০ লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং কনডেনসেট সরবরাহ খাতে পেট্রোবাংলার ৪,৫১১.৩৪ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

৩.৬। নীট মুনাফা:

আলোচ্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির নীট মুনাফার পরিমাণ ৮,১৫৬.৫৪ লক্ষ টাকা। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির মুনাফা ছিল ৬,১৩৩.০৮ লক্ষ টাকা।

৩.৭। করপূর্ব মুনাফা:

প্রকৃত মুনাফা হতে ৫% Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) প্রভিশন শেষে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ১১,২২৯.৩৯ লক্ষ টাকা। গত অর্থবছরে এ মুনাফা ছিল ৮,৪৭৩.৮৭ লক্ষ টাকা।

৩.৮। Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF):

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ (খ) এর বিধান মোতাবেক কোম্পানির নীট মুনাফার ৫% হারে Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত তহবিলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ৫৯১.০২ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা।

৩.৯। রেট অব রিটার্ন (নিয়োজিত মূলধনের উপর):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিয়োজিত মূলধনের উপর রিটার্নের হার ১০.০৭%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ৮.৩৩%।

৩.১০। রেট অব রিটার্ন (স্থায়ী সম্পদের উপর):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থায়ী সম্পদের উপর রেট অব রিটার্নের হার ৩৪২.৯৮%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ২৩২.১৬%।

৩.১১। রেট অব রিটার্ন (মোট বিক্রয়ের উপর):

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট বিক্রয়ের উপর অর্জিত ৮৭.৪৮% রিটার্নের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অর্জিত হার ১১১.০৯%।

৩.১২। সরকারী কোষাগারে অর্থ জমাদান:

কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর, ডিভিডেন্ড, ডিএসএল ও আয়কর বাবদ মোট ২,৯৬০.৯৯ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২,৬৪৬.১৭ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। প্রভিশনাল একাউন্টস্ এর ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা বহি:নিরীক্ষক ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে চূড়ান্ত করা হবে।

৪.০। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

৪.১। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি :

গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি পূরণকল্পে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপিআর,২০০৮ এর বিধি-৮৫(৩)(ক) অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদনের আলোকে পিপিআর,২০০৮ এর বিধি-৮৫ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রয় কোটেশন অনুসরণপূর্বক ইতোমধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে দুই বছর মেয়াদে Master Sale and Purchase Agreement (MSPA) ১০ মার্চ ২০২৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৪.২। বাস্তবায়িত অন্যান্য কাজঃ

- কোম্পানির জোনাল ওয়ার্কশপ দনিয়া ঢাকা-এর "Reconstruction of Ground Floor Slab of Cylinder Retest Area and Several Repair Works of Zonal Workshop, RPGCL, Donia, Dhaka" কাজ।
- কোম্পানির জোনাল ওয়ার্কশপ দনিয়া ঢাকা-এর "Relocation and Reinstallation with Maintenance, Repair and Servicing of Cylinder Retest Unit of Zonal Workshop, RPGCL, Donia, Dhaka" কাজ।
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে "Supply, fitting & fixing of 18 nos of Workstation and related works at RPGCL, Khilkhet, Dhaka" কাজ।

- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে "Repair/Renovation Works at RPGCL Head-office, RPGCL, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka" কাজ।

৫.০। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প :

৫.১। "Procurement of an Individual Legal Consultant for LNG Terminal development, LNG Import and other LNG Activities" প্রকল্প :

আরপিজিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে, চলমান এবং ভবিষ্যত এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে "Procurement of an Individual Legal Consultant for LNG Terminal development, LNG Import and other LNG Activities" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২০১৮.২০ লক্ষ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রায় ১৩৮৪.৫৩ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

৬.০। মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সোপান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো- দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধন, জ্ঞান বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ও কাজের গুণগতমান উন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ বজায়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মপোযোগী মানবসম্পদ প্রধান ভূমিকা পালন করে। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারীগণের মেধার বিকাশ, দক্ষতা উন্নয়ন ও পরিবর্তিত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আধুনিক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। ফলে, কর্মচারীগণ তাঁদের কাজের মানোন্নয়ের পাশাপাশি কোম্পানির সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে সৃজনশীল অবদান রাখতে পারছেন।

মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। এ অর্থবছরে দেশের স্বনামখ্যাত সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আরপিজিসিএল কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি, তথ্য-প্রযুক্তি, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায় সকল কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এ বছর মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে মোট ৩৪ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬.১। ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান:

সিএনজি'র নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও সিএনজি বিষয়ক কর্মকাণ্ডে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুমোদিত বেসরকারি সিএনজি প্রতিষ্ঠানের মোট ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি/বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অদ্যাবধি সর্বমোট ১,২৬৩ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৬.২। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০৮ জন কর্মকর্তা ও ০৫ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ০৪ জন কর্মকর্তা ও ০৫ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, কোম্পানিতে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে শূন্য পদ পূরণে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে মোট ৩০ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৩। অন্যান্য কার্যক্রম:

৬.৩.১। নিরাপত্তা কার্য:

কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই বিষয়ে, কোম্পানির স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করবার জন্য, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। বহিরাগত এবং দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে পূর্বানুমতি গ্রহণ পদ্ধতি চালু রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ স্থাপনাসমূহে ৬১ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য এবং ০৯ জন আউটসোর্সড নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত রয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন সকল স্থাপনায় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে অগ্নিনির্বাপনী ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও মহড়া আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

৬.৩.২। সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের 'সিএসআর' খাতে বরাদ্দকৃত ১৫.০০ (পনোরো) লক্ষ টাকা হতে সিএসআর নীতিমালা এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা মসজিদ/এতিমখানা সংস্কার/উন্নয়ন বাবদে, ৩.৩০ (তিন দশমিক তিন) লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা বাবদে, ১০.০০ (দশ) হাজার টাকা শিক্ষা উপকরন ক্রয় বাবদে এবং ৫০.০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত ক্ষেত্র বাবদে সর্বমোট ৫.৯০ (পাঁচ দশমিক নব্বই) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩.৩। কোম্পানির কর্মচারী- ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক:

সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক একটি অপরিহার্য শর্ত। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাবলি পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ইফতার মাহফিল ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স.) ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা হয়েছে। ফলে, কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক অধিকতর সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় হয়েছে।

দক্ষ-গতিশীল ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্ব-উৎসাহে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় কোম্পানির কাজে প্রশংসনীয় গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

৬.৩.৪। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি:

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে সরকারি নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রশংসনীয় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ৬৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৪,৫১,৮০০/- (চার লক্ষ একান্ন হাজার আটশত) টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। কর্মচারীগণের সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কোম্পানির চিকিৎসকের মাধ্যমে কর্মচারীগণ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬.৩.৫। কল্যাণমূলক কাযর্ক্রম:

কোম্পানিতে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার আওতায় গৃহনির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/জমি ক্রয়ের জন্য ০৮ জন কর্মচারীর অনুকূলে ৩,৫৯,৬০,০০০/- (তিন কোটি উনষাট লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ৪ জন কর্মচারীর অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ২ (দুই) জন কর্মচারীর অনুকূলে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৬.৩.৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম :

পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু নিরাপত্তা কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহ :

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আরপিজিসিএল বায়ুদূষণ রোধে যানবাহনে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সিএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ উন্নয়ন গণসচেতনতা কর্মসূচিতে কোম্পানির কর্মচারীগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬.৩.৭। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি:

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়, সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, খিলক্ষেত, জোনাল ওয়ার্কশপ, রায়েরবাগ এবং আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফলদ, বনজ, ফুল ও ওষুধি গাছ রোপণ করা হয়েছে। বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কর্মসূচির আওতায় কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে রোপিত গাছসহ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রোপণ করা বৃক্ষাদির নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

৬.৩.৮। জাতীয় দিবস উদযাপন :

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জাতীয় দিবসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কর্মসূচি এবং অন্যান্য জাতীয় দিবস সরকারি নির্দেশনার আলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

৭.০। জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

৭.১। কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা:

৭.১.১। স্বল্প-মেয়াদি (২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে):

ক) আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর পরিমান ও মার্জিন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) ভোলার নন-পাইপ গ্যাসের ন্যায় নিরাপদ সিএনজি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের বিপরীতে সারা দেশে সিএনজি স্টেশনে ব্যবহৃত ফিড গ্যাসের উপর প্রতি ঘনমিটারে আরপিজিসিএল এর জন্য ০.১৫ টাকা মার্জিন অন্তর্ভুক্তকরণ এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে

গ) হাইড্রোজেন সেল-এর মাধ্যমে হাইড্রোজেন সংক্রান্ত কারিগিরী প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.১.২। মধ্য-মেয়াদি (২-৫ বছর মেয়াদী):

ক) কোম্পানির বিদ্যমান ব্যবসা/মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন আঙ্গিনায় ও জোনাল ওয়ার্কশপে একটি অটো-গ্যাস (এলপিজি) রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন ও চলমান ওয়ার্কশপে এলপিজি কনভার্শন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। বর্ণিত এলপিজি স্টেশন ও কনভার্সন ওয়ার্কশপ সম্পর্কিত বিনিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) ঢাকাস্থ পূর্বাচলে আধুনিক নগরের উপযোগী একটি মাল্টি ফুয়েল রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) ইভি চার্জিং স্টেশন স্থাপন লাভজনক প্রতীয়মানে হলে কোম্পানির জোনাল ওয়ার্কশপে ইভি চার্জিং স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৭.১.৩। দীর্ঘমেয়াদি (৫-১০ বছর মেয়াদী):

ক) মাতারবাড়িতে ১০০০ এমএমসিএফডি রি-গ্যাস এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে উক্ত টার্মিনাল Expansion করার পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) আন্তজার্তিক মানে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি Iconic অফিস ভবন নির্মাণ।

গ) ল্যান্ডবেইজড এলএনজি টার্মিনাল সংলগ্ন Cold Energy Capturing & Utilization প্ল্যান্ট স্থাপন;

ঘ) Small Scale LNG Plant স্থাপন;

ঙ) Satellite LNG Terminal প্ল্যান্ট স্থাপন।

৭.২। ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ:

কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে Build Own Operate Transfer (BOOT) ভিত্তিতে পিপিপি মডেলে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি পিপিপি মডেলে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির নীতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়। পিপিপি নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী Transaction Adviser নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৭.৩। কুতুবজোম ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন:

পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় মহেশখালীতে একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্ণিত "কুতুবজোম" ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য Met-Ocean Study/Feasibility Study, Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC)-এর মাধ্যমে Met-Ocean Study/Feasibility Study সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৪। পটুয়াখালীর পায়রায় এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন:

পটুয়াখালীর পায়রায় একটি এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ০৭-০১-২০২৫ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১৯-২১ জুন ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৭.৫। ভোলায় উদ্বৃত্ত গ্যাস এলএনজি আকারে মূল ভূখন্ডে সরবরাহ:

ভোলার শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র থেকে এলএনজি আকারে গ্যাস পরিবহনপূর্বক সরবরাহের জন্য প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণের বিষয়ে গত ০৯-১২-২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। খসড়া টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

জিটিসিএল-এর পরিচিতি ও কার্যাবলী

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

পরিচালন কার্যক্রম

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারি পয়েন্ট দ্বারা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড এর অধিভুক্ত এলাকা ও শেভরন বাংলাদেশ (মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন)-কে যথাক্রমে ১,৩২২.৩৯, ২৪০,৮০, ২৮৮.৬৮, ১৩৪.৩৩, ১৩৯.২৬, ৩৬.১৯ ও ৩.৬০ কোটি ঘনমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ২,১৬১.২৫ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ০.১১% কম। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র হতে মোট ১,৩৪৫.৬৮ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছর হতে ২৬.২৩% কম।

স্কাডা এন্ড টেলিকম ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়স্থ মাস্টার কন্ট্রোল সেন্টার (এমসিসি) এবং অক্সিলারি কন্ট্রোল সেন্টার (এসিসি), আশুগঞ্জ হতে স্কাডা সিস্টেমের সাহায্যে প্রতিনিয়ত সমগ্র দেশে জিটিসিএল-এর পাইপলাইনে সরবরাহকৃত ও গ্যাস মিটারিং স্টেশনের মাধ্যমে পরিমাপকৃত গ্যাসের তথ্য-উপাত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়স্থ, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা স্কাডা কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র গ্যাসের লোড ব্যালান্সিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। স্কাডা সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য স্কাডা এন্ড টেলিকম সিস্টেমের টেলিকম সিস্টেম, ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেম, ফ্লো-কম্পিউটার, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এবং সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া স্কাডা টেলিকম সিস্টেমে প্রতিদিন গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণের রিপোর্ট জেনারেট হয়। ফলে গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হচ্ছে।

২.২। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

(ক) জিটিসিএল'র বিদ্যমান সর্বমোট ২,১৭৭.৫৩ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, ১৯৩ কি.মি. কনডেনসেট পাইপলাইন ও বিভিন্ন স্থাপনার (সিজিএস/ টিবিএস/ আরএমএস/ সিটিএমএস/ এমএমএস ইত্যাদি-৬৫টি ও ভাল্ভ স্টেশন-৯৪টি) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য ১,০২৫ জন নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত রয়েছে। পাইপলাইনের নিরাপত্তার জন্য প্রতি ০৫ কি.মি.-এর জন্য ০১ জন প্যাট্রোলম্যান নিয়োজিত রয়েছে।

(খ) কেপিআই স্থাপনাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে সর্বমোট ২২৪ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত রয়েছে।

(গ) কেপিআই স্থাপনাসহ সকল স্থাপনায় ৮৭ টি সিসিটিভি ক্যামেরা ও ৩১০ টি আইপি ক্যামেরা (মোট ৩৯৭ টি ক্যামেরা) রয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, হাসাপাতাল, জাতীয় জরুরি সেবার বিভিন্ন হট লাইন নাম্বারসমূহ স্থাপনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে দৃশ্যমান করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। স্থাপনার সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনসহ আইন শৃংখলা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

(ঙ) জিটিসিএল এর আওতাধীন কেপিআইভুক্ত (৮টি) স্থাপনার নিরাপত্তা বিষয়ে ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তাকে 'জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট' হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩। তথ্যপ্রযুক্তি

কোম্পানির দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং পেপারবিহীন অফিসে পরিণত করার লক্ষ্যে জিটিসিএল এ Enterprise Resource Planning/Enterprise Asset Management (ERP/EAM) System ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত ERP/EAM System (SAP)-এর ৬টি

মডিউলের মাধ্যমে যাবতীয় বিল পরিশোধ, আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ, বাজেট ছাড়করণ, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, সকল ধরনের ছুটির আবেদন দাখিল এবং অনুমোদন, বেতন-ভাতাদি প্রদান, মালামাল/ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে এবং ইআরপি সিস্টেমের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। BI Dashboard এর মাধ্যমে দৈনিক গ্যাসের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমের গ্রাফিকাল প্রক্ষেপণ প্রদর্শন করা হচ্ছে। ERP/EAM System এর ব্যাক-আপ সিস্টেম তথা Disastar Recovery (DR) টি বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) কর্তৃক প্রদত্ত Infrastructure as a Service (IAS) সেবার মাধ্যমে ক্লাউডে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিডিসিসিএল এর ক্লাউড হতে জিটিসিএল এর সকল কর্মকর্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ERP/EAM System ব্যবহার করছে।

দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য জিটিসিএল এর আইটি কর্মকর্তাগণকে SAP BASIS কনফিগারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফাংশনাল মডিউলে দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য ধাপে ধাপে মডিউলভিত্তিক কোর টিম মেম্বারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের অংশ হিসেবে HR Module এর কোর টিম মেম্বারগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনলাইনে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং/ বোর্ড সভার কার্যক্রম ZOOM এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভার্চ্যুয়ালি সম্পাদন করা হচ্ছে।

জিটিসিএল-এর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পাইপলাইনের দৈনিক রুট পরিদর্শনে নিয়োজিত প্যাট্রোলম্যানদের তদারকির নিমিত্ত জিপিএস ট্র্যাকিং/এসেট ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে জিটিসিএল এর আনোয়ারা-ফৌজদারহাট এবং বাখরাবাদ-ডেমরা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত প্যাট্রোলম্যানদের জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় পাইপলাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং করা হচ্ছে। সম্প্রতি জিটিসিএল এর রশিদপুর-আশুগঞ্জ (R-A), নর্থ-সাউথ (N-S) এবং আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ (A-B) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহকে জিপিএস ট্র্যাকিং/এসেট ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে পথসত্ত্ব ম্যাপিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কোম্পানির ইস্টার্ন জোনের ০৩(তিন) টি কেপিআই কার্যালয়কে (আশুগঞ্জ, মুচাই এবং ফেনী) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে আনয়নের জন্য আইপি ক্যামেরা সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে আঞ্চলিক কার্যালয়- চট্টগ্রামের আওতাধীন কুটুম্বপুর টিবিএস, সলিমপুর রেগুলেটিং স্টেশন এবং মিরসরাই টিবিএস - এ আইপি ক্যামেরা সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জিটিসিএল এর ওয়েবসাইট ও মেইল সার্ভারের সুরক্ষার জন্য নিয়মিত সিকিউরিটি সিস্টেম আপডেট করা হচ্ছে। জাতীয় তথ্য বাতায়নের অন্তর্ভুক্ত জিটিসিএল-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নিয়মিত মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যথাসময়ে ও তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া দাপ্তরিক কাজে তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি জিমব্রা ই-মেইল সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। জিটিসিএল-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির উপ-ব্যবস্থাপক পদ-মর্যাদার কর্মকর্তাগণকে পিএবিএক্স সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে এবং PABX I Public Address System সংযোগসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৪। উদ্ভাবনী

অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গনের জন্য ডিজিটাল মিটিং শিডিউল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সকল গুরুত্বপূর্ণ সভা/মিটিং শিডিউল ম্যানুয়ালি হার্ড কপিতে সম্পাদন করা হতো। ফলে সভা/মিটিং শিডিউল পরিবর্তিত হলে হার্ডকপি সংশোধন করা বা পুনরায় প্রিন্ট করার কারণে প্রচুর পরিমাণ কাগজের অপচয় হতো। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মহোদয় দপ্তরের বাহিরে অবস্থান করলে পরিবর্তিত মিটিং শিডিউল এর তথ্য তাৎক্ষণিক দেখার সুযোগ ছিল না। সমন্বয় কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মিটিং শিডিউল এর প্রিন্ট কপি প্রদানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণকে মিটিং শিডিউল বিষয়ে অবহিত হতে হতো, ফলে একই সময়ে একাধিক মিটিং শিডিউল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বর্তমানে ডিজিটাল মিটিং শিডিউল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের ফলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গনের যে কোন স্থান হতে অনলাইনে উল্লিখিত প্ল্যাটফর্মে লগইন করে সহজেই তাদের মিটিং শিডিউল বিষয়ে অবহিত হতে পারেন, যার ফলশ্রুতিতে সভা বিষয়ে তাৎক্ষণিক অবহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যবস্থা চালুকরণের ফলে একদিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সমন্বয় কর্মকর্তাগণ যেমন সহজে যে কোনো স্থান হতে অনলাইনে লগইন করে মিটিং শিডিউল ইনপুট করতে পারছেন, তেমনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণ সহজে নিজস্ব মিটিং শিডিউল বিষয়ে অবহিত হতে পারছেন।

২.৫। হেলথ এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কার্যক্রম

১) কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ ও গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের ছিদ্র জরিপ কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে High Technical Specification সম্পন্ন নতুন ৬ টি পোর্টেবল গ্যাস ডিটেকটর ক্রয় করা হয়।

২) কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনার জন্য নতুন ৮৭ টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ক্রয় করা হয়।

৩) কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়/স্থাপনায় বিদ্যমান অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহের রিফিলিং, সার্ভিসিং, পেইন্টিং ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

৪) জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় ভবনের ফায়ার ডিটেকশন, ফায়ার এলার্মিং ও ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেমের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

৫) জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় ভবনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর সহযোগিতায় ফায়ার গড়পশ ফৎরষষ সম্পাদন করা হয়। এছাড়া কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা/স্টেশনে সংশ্লিষ্ট এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের সহযোগিতায় ফায়ার Mock drill সম্পাদন করা হয়।

৬) কোম্পানির আওতাধীন আমিনবাজার সিজিএস, আশুলিয়া সিজিএস, ফেনী আইসিএস, চট্টগ্রাম সিজিএস, আনোয়ারা সিজিএস, মহেশখালী সিটিএমএস, আশুগঞ্জ জিএমএস, মনোহরদী জিএমএস, মুচাই ভাল্ব এন্ড স্ক্র্যাপার স্টেশন, নাটোর ডিআরএস, পুটিয়া ডিআরএস, রাজশাহী সিজিএস, ঈশ্বরদী টিবিএস, ভেড়ামারা সিজিএস, কুটুম্বপুর টিবিএস, বগুড়া টিবিএস এবং কুষ্টিয়া টিবিএস স্থাপনাসমূহ পরিদর্শনপূর্বক সেফটি অডিট সম্পাদন করা হয়।

৭) কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করতঃ পর্যালোচনার জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হচ্ছে।

২.৬। কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাসত্মবায়িত পূর্ত কার্যক্রমঃ

জিটিসিএল কর্তৃক পরিচালনাধীন বিভিন্ন পাইপলাইনের পথস্বত্বের পূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপনাসমূহের পূর্ত নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কাজ এবং কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের চাহিদার আলোকে বিবিধ পূর্ত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া বাস্তবায়নাধীন সকল পূর্ত কার্যের ক্রয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাসত্মবায়িত এবং চলমান কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত কাজঃ

- ❒ বাখরাবাদ-ডেমরা পাইপলাইনের বিভিন্ন স্পটে পথস্বত্বের পূর্ত সংস্কার কাজ;
- ❒ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার মনোহরদী স্থাপনায় পূর্ত সংস্কার কাজ;
- ❒ আইসিএস ফেনী, টিবিএস লাকসাম, টিবিএস বাড়বকু- ও সিজিএস চট্টগ্রাম স্থাপনায় বিবিধ অবকাঠামো এবং পাইপলাইন পথস্বত্বের পূর্ত সংস্কার কাজ;
- ❒ রিজিওনাল ট্রান্সমিশন ডিপার্টমেন্ট ঢাকা-এর আওতাধীন বিভিন্ন স্টেশন এবং পাইপলাইন পথস্বত্বের পূর্ত সংস্কার কাজ;
- ❒ গাজীপুরের ধনুয়া গ্যাস মিটারিং এন্ড মেনিফোল্ড স্টেশনে পূর্ত সংস্কার কাজ; এবং
- ❒ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ৪২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট আনোয়ারা-ফৌজদারহাট পাইপলাইন পথস্বত্ব ও পতেঙ্গা ভাল্ব স্টেশনের পূর্ত সংস্কার কাজ।

উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত কাজঃ

- ❒ বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সৈয়দপুর সিজিএস-এ গাইড ওয়ালসহ চেইন-লিংক ফেন্স নির্মাণ কাজ;
- ❒ বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বগুড়া পিগ লঞ্চার স্টেশনে ভূমি উন্নয়ন, রংপুর টিবিএস-এ গাইড ওয়ালসহ চেইন-লিংক ফেন্স নির্মাণ কাজ;
- ❒ বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় পীরগঞ্জ টিবিএস, রংপুর টিবিএস ও সৈয়দপুর সিজিএস-এ আরসিসি রোড ও সারফেস ড্রেইন নির্মাণ কাজ;

- বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাট স্টেশনে ভূমি উন্নয়ন কাজ; এবং
- বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া স্টেশনে ভূমি উন্নয়ন ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে চলমান কাজ:

- সিজিএস খুলনা, টিবিএস যশোর, টিবিএস ঝিনাইদহ ও টিবিএস কুষ্টিয়া স্থাপনার পূর্ত সংস্কার কাজ;
- ভেড়ামারা-খুলনা ও বনপাড়া-রাজশাহী পাইপলাইন পথস্বত্বের পূর্ত সংস্কার কাজ;
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন স্পটে পাইপলাইন পথস্বত্বের পূর্ত সংস্কার কাজ;
- কক্সবাজার জেলার মহেশখালী এবং চট্রগ্রাম জেলার আনোয়ারা-এর অন্তর্গত বিভিন্ন স্পটে পাইপলাইন পথস্বত্বের পূর্ত সংস্কার কাজ; এবং
- কক্সবাজার জেলার সিটিএমএস মহেশখালী স্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্ত সংস্কার কাজ।

উন্নয়ন বাজেটের আওতায় চলমান কাজ:

- বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার বাখরাবাদ স্টেশনে ভূমি উন্নয়ন ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ;
- জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরের গাড়ারান স্টেশনে ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, আরসিসি রোড, সারফেইস ড্রেইন ও গ্যারেজ নির্মাণ কাজ;
- জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার গৌরিপুর স্টেশনে সীমানা প্রাচীর, আরসিসি রোড, সারফেইস ড্রেইন, সিকিউরিটি পোস্ট ও গ্যারেজ নির্মাণ কাজ; এবং
- জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফেনীর নিজকুঞ্জরা স্টেশনে সীমানা প্রাচীর, আরসিসি রোড, সারফেইস ড্রেইন, সিকিউরিটি পোস্ট ও গ্যারেজ নির্মাণ কাজ।

২.৭। অন্যান্য কার্যক্রম ও সাফল্য:

Cleaning Pigging কার্যক্রম:

জিটিসিএল পাইপলাইনের ৫০.৭০ কি.মি. Cleaning Pigging কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

সিপি সিস্টেম মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ:

জিটিসিএল এর পরিচালনাধীন সকল গ্যাস ও কনডেনসেট পাইপলাইন, বিভিন্ন অভ্যন্তরীন ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন এবং কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংকসমুহের সিপি সিস্টেম মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বিধিমালা ১৯৯১ (সংশোধিত ২০০৩ সাল পর্যন্ত) অনুসরণে প্রতি ৬০ দিনে একবার সম্পাদন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রয়োজন মোতাবেক সিপি সিস্টেমের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

সিপি সিস্টেম স্থাপন:

বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর পাইপলাইন প্রকল্পের আওতায় সিপি সিস্টেম স্থাপন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম স্থাপন:

পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পেট্রোম্যানদের অনলাইনে মনিটরিং এর জন্য জিটিসিএল এর নর্থ-সাউথ, রাশিদপুর-আশুগঞ্জ এবং আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ পাইপলাইনে মোট ৩১৫ কিলোমিটার জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ:

পাইপলাইন পথস্বত্বের ৬টি স্পটের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরে ৪টি স্থাপনার এরিয়া লাইটিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রিমোট এরিয়াতে ২৬ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

গ্যাস স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন কাজ:

গ্যাস স্টেশনের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধনুয়া আরএমএস, কেতগাঁও, বাখরাবাদ, বিজরা এবং বাড়বকুন্ড স্থাপনায় আইপি বেইজড সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য ই-জিপি সিস্টেমে ই-টেন্ডার এর মাধ্যমে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জুন ২০২৫ মাসে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে বিধায় ৪টি ষ্টেশনকে বিবেচনা করা হয়েছে ।

সাফল্য :

১। বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১,০০০ পিএসআইজি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। যমুনা রেল সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আওতায় ৩৬" ব্যাসের ১০ কি.মি. দীর্ঘ ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩। বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৪১.৮ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ এবং পাইপলাইন ক্লিনিং ও হাইড্রোস্ট্যাটিং টেস্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ভিত্তিতে এইচিডিডি পদ্ধতিতে ৩টি লটে বিভক্ত চুক্তিভূক্ত ০৮ টি নদীর (মোট ৭.৭ কি.মি.) ক্রসিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি ল্যাব স্থাপন: গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি ল্যাব জিটিসিএল এ স্থাপন করা হয়েছে। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (GC) একটি বিশ্লেষণাত্মক কৌশল যা মিশ্রণের উপাদানগুলিকে পৃথক করতে এবং বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত উদ্বায়ী এবং আধা-উদ্বায়ী যৌগের জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি বিভিন্ন শিল্প এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যেমন: খাদ্য ও পানীয় বিশ্লেষণ, পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ, ওষুধ শিল্প, এবং ফরেনসিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদানগুলির পৃথকীকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়।

৩.০। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল)

৩.১। রাজস্ব আয়

কোম্পানি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ২১,৬১২.৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ও ১,৩৪৫.৬৮ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করে মোট ২,২১৭.৯৪ কোটি টাকা (প্রভিশনাল) রাজস্ব আয় করেছে। কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ২১,৫৫৮.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ও ১,৮২৪.০৯ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করে ২,২২০.২৭ কোটি টাকা আয় করে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর অপেক্ষা আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস পরিবহনের পরিমাণ ০.১১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কনডেনসেট পরিবহনের পরিমাণ ২৬.২৩% হ্রাস পেয়েছে।

৩.২। লাভ-ক্ষতি

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে (প্রভিশনাল এবং অনিরীক্ষত হিসাব অনুযায়ী) করপূর্ব লাভের পরিমাণ হয়েছে ২৫০.০০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছর অপেক্ষা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি, কনডেনসেট পরিবহনের পরিমাণ হ্রাস ও System loss (under Judgment of the Honorable Court) হিসাবভুক্তিকরণের পরও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ক্ষতি কমে আসায় করপূর্ব লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে (প্রভিশনাল এবং অনিরীক্ষত হিসাব অনুযায়ী) জিটিসিএল কর্তৃক ঋণের আসল ও সুদ, লভ্যাংশ, সিডিভ্যাট ও আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাবদ সর্বমোট ৮৯৫.৩২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, যা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ছিল ৭২৭.১৭ কোটি টাকা।

৪.০। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ:

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	দেশের উত্তর জনপদে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১,০০০ পিএসআইজি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা।
বাস্তবায়নকাল	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
অর্থের উৎস	জিওবি এবং জিটিসিএল।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	মোট ১,৩৭২.৪১ (এক হাজার তিনশত বাহাত্তর কোটি একচল্লিশ লক্ষ) [জিওবি: ১,৩৫৬.২২ (এক হাজার তিনশত ছাপ্পান্ন কোটি বাইশ লক্ষ) এবং জিটিসিএল: ১৬.১৯ (ষোল কোটি উনিশ লক্ষ)]

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

-৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।

- HDD পদ্ধতিতে ৮টি নদী ক্রসিং সম্পন্ন।
- ০৩ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।

২. যমুনা রেল সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক গ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার ইব্রাহিমাবাদে স্থাপিত পূর্বপাড় ভাল্ব স্টেশন হতে যমুনা নদীর ওপর নবনির্মিত রেল সেতু হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার সয়েদাবাদে স্থাপিত পশ্চিমপাড় ভাল্ব স্টেশন পর্যন্ত ৩৬" ব্যাসের ১০ কি.মি. দীর্ঘ ১০০০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০২১ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।

অর্থের উৎস : নিজস্ব অর্থায়ন

প্রকল্প ব্যয় : ৪৪৫৮৫.০০ লক্ষ টাকা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ৩৬" ব্যাসের ১০ কি.মি পাইপলাইন (রেলওয়ে সেতুর উপর প্রায় ৫.৫ কি.মি. এবং সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি.) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.০। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প :

৫.১। বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প :

প্রকল্পের উদ্দেশ : দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে মেঘনাঘাট পাওয়ার হাব এলাকায় এবং হরিপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ ও আড়াইহাজার এলাকায় স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক গ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত।

অর্থের উৎস : জিওবি এবং নিজস্ব অর্থায়ন।

প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) : ১৫৭০.৭৭ (জিওবি: ৭৩৮.২৬, নিজস্ব অথ: ৮৩২.৫১)।

অর্জিত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও মালামাল ক্রয়ের মোট ৬ টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৪১.৮ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ এবং পাইপলাইন ক্লিনিং ও হাইড্রোস্ট্যাটিং টেস্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ভিত্তিতে এইচিডিডি পদ্ধতিতে ৩টি লটে বিভক্ত চুক্তিভূক্ত ০৯ টি নদীর (মোট ৭.৭ কি.মি.) ক্রসিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ৮টি নদীর টাই-ইন, পিগিং ও হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেঘনা নদীর ক্রসিং কাজের পুল ব্যাক পরবর্তীতে টাই-ইন কার্য সম্পাদনের কাজ চলমান রয়েছে। ৩টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন কাজের অমতর্ভূক্ত কন্ট্রোল বিল্ডিং, সাব-স্টেশন বিল্ডিং, পাম্প হাউস ও প্রসেস এরিয়ার ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে ১৬টি প্যাকেজের আওতায় মিটারিং স্টেশন সংশ্লিষ্ট আমদানীকৃত মালামাল প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছাবে। মেঘনাঘাট ও গজারিয়া মিটারিং স্টেশনের ভূমি উন্নয়ন এবং গজারিয়ায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বাখরাবাদে ভূমি উন্নয়ন ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিপি সিস্টেম স্থাপন এর মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর, হোমনা, তিতাস ও মেঘনা উপজেলার, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার এবং নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার অর্থাৎ ৭টি উপজেলার মোট ১৪টি এলএ/আরসি কেইসের বিপরীতে প্রাক্কলিত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসন কর্তৃক ইতোমধ্যে ৯৫% ভূমি প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভূমি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২। জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রাকৃতিক গ্যাস এর সুষ্ঠ ব্যবহার, গ্যাস পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে জিটিসিএল এর গ্রীড হতে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে পরিমাপকৃত ও মানসম্পন্ন গ্যাস সরবরাহ করা।
প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	৯৩৮.৫৩ (নয়শত আটত্রিশ দশমিক পাঁচ তিন) কোটি টাকা।
অর্থায়নের উৎস	:	জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত।
প্রকল্পের অর্জিত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পণ্য-৩ এর আওতায় মোট ৬টি লটে (লট-এ, লট-বি, লট-সি, লট-ডি, লট-ই এবং লট-এফ) বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পণ্য-৩, লট-এ (আশুলিয়া ও ডেমরায় সিজিএস এবং গাড়ারানে মিটারিং স্টেশন স্থাপন এবং আমিনবাজার ও মনোহরদী স্টেশন মডিফিকেশন) এর অর্ন্তভুক্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লট-সি (গৌরীপুর ও লাকসামে ২টি আরএমএস এবং বাখরাবাদ ও বিজরাতে ২টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন) এর মাঠ পর্যায়ের চলমান কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমদানিকৃত সমুদয় মালামাল সাইটে এসেছে। বিজরা আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ আগস্ট-২০২৫। লট-ডি (নিজকুঞ্জরা ও মিঠাছড়াতে ২টি আরএমএস এবং ফৌজদারহাটে ১টি সিজিএস স্থাপন) এর মাঠ পর্যায়ের চলমান কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমদানীকৃত সমুদয় মালামাল সাইটে এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ জুলাই-২০২৫। লট-বি (মুচাইতে আরএমএস স্থাপন এবং হবিগঞ্জে ও খাটিহাতাতে ষ্টেশন মডিফিকেশন) ও লট-ই (বগুড়া ও ঈশ্বরদী আরএমএস স্থাপন) এর মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ ফেব্রুয়ারি-২০২৬। লট-এফ এর আওতায় ৬টি হট-ট্যাপিং কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ৮৪ ভাগ এবং আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৬৭.১৯ ভাগ।

৬.০। মানব সম্পদ উন্নয়ন

৬.১। প্রশিক্ষণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও কোম্পানির নিজস্ব ভেন্যুতে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বমোট

১১৬টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ৫৮৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়নি।

৬.২। নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক। কর্মকর্তা পর্যায়ে সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদে ১০ (দশ) জন, সহকারী প্রকৌশলী পদে ৩৮ (আটত্রিশ) জন, সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ/হিসাব) পদে ০৫ (পাঁচ) জন, সহকারী কর্মকর্তা (সাধারণ) পদে ০৫ (পাঁচ) জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে ০৭ (সাত) জন ও সহকারী কর্মকর্তা (অর্থ/হিসাব) পদে ০৩ (তিন) জনসহ মোট ৬৮ (আটষট্টি)টি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ। কর্মচারী পর্যায়ের বিভিন্ন ক্যাডারে রিসেপশনিস্ট পদে ০১ (এক) জন, ইলেকট্রিশিয়ান পদে ০৩ (তিন) জন, কম্প্রেসর অপারেটর পদে ০৪ (চার) জন, ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার পদে ০১ (এক) জন, সিনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ০৩ (তিন) জন, ও জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ০২ (দুই) জনসহ মোট ১৪ (চৌদ্দ) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৭.০। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পাইপলাইন দৈর্ঘ্য ী ব্যাস (ইঞ্চি ী কি. মি.)	মেয়াদকাল	মন্তব্য
০১।	ভোলা-বরিশাল-জাঁজিরা-মাওয়া-আমিনবাজার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	২৪"/৩০" X ২২০ কি.মি. (২৪" ব্যাসের ৯৬ কি.মি ভোলা-বরিশাল সেকশন ও ৩০" ব্যাসের ১২৪ কি.মি. বরিশাল-জাঁজিরা-মাওয়া-আমিনবাজার সেকশন)	জুন'২০২৬ - জুলাই'২০৩০	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের বরিশাল-জাঁজিরা-মাওয়া-আমিনবাজার অংশের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০২।	বরিশাল - খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৩০" X ১০৯ কি.মি.	জুন'২০২৬ - জুলাই'২০৩০	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৩।	মহেশখালী / মাতারবাড়ী - বাখরাবাদ ৩য় সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।	৪৬" X ৩৩৯ কি.মি.	জুন'২০২৬ - জুলাই'২০৩১	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Kellogg Brown & Root Asia Pacific Pte. Ltd. (KBR) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ২২-০৭-২০২৫ তারিখে ফিজিবিলিটি স্টাডির Draft Final Report দাখিল করেছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলীঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী	বর্ণনা
১.১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)
১.২	কোম্পানির রেজিস্টার্ড হেড অফিস	গ্রাম: চৌহাটি, থানা: পার্বতীপুর, জেলা: দিনাজপুর।
১.৩	কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
১.৪	কোম্পানি গঠণের তারিখ ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮, তারিখ: ০৪ আগস্ট ১৯৯৮
১.৫	ব্যবসায়িক পরিচিতি নং (BIN)	০০০০৯১৩২২
১.৬	টিআইএন সার্টিফিকেট	৪৪৫-২০০-৪১১৫ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯
১.৭	ই-টিআইএন	১৬৪২ ৬৬৭৮ ৬৩৪৮
১.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল	মোঃ আবু তালেব ফরাজী
১.৯	চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ	জনাব ফারজানা মমতাজ
১.১০	কোম্পানি সচিব	কে. এম. রজিবুল আলম
১.১১	অডিটর	আজিজ হালিম খায়ের চৌধুরী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্, বাড়ি#৭৫/এ, অবসর ভবন, (২য় ফ্লোর), রোড#৫এ, ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা-১২০৯।
১.১২	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
১.১৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১.১৪	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ অক্টোবর-১৯৯৮
১.১৫	কোম্পানির ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারী-২০০০
১.১৬	বড়পুকুরিয়ায় কয়লা আবিষ্কার হয়	১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় ১১৮ থেকে ৫০৯ মিটার গভীরতায় কয়লা আবিষ্কার হয়।
১.১৭	বড়পুকুরিয়ার কয়লার গুনগত মান	উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা। তাপ দহন ক্ষমতা-১১,০৪০ বিটিউ পার পাউন্ড
১.১৮	খনি উন্নয়ণ কার্যক্রম	২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়
১.১৯	কোম্পানি কর্তৃক প্রথম কয়লা উৎপাদন ফেইস	২৬০ মিটার গভীরে অবস্থিত ১১০১ লংওয়াল ফেস
১.২০	কোম্পানি কর্তৃক বাণিজ্যিক ভাবে কয়লা উৎপাদন শুরুর তারিখ	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল
১.২১	খনি উন্নয়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি)
১.২২	কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	৭ (সাত) জন।
১.২৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৭০০,০০,০০,০০০.০০ টাকা
১.২৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩৯১,৬৩,০৫,৫০০.০০টাকা
১.২৫	কোম্পানির ওয়েবসাইট ঠিকানা	www.bcmcl.org.bd
১.২৬	কোম্পানির ফেসবুক পেজ	www.facebook.com/Barapukuria Coal mining Company Limited.
১.২৭	কোম্পানির ভিশন ও মিশন	**ভিশন:** বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কয়লা উৎপাদন। **মিশন:** দেশের প্রাথমিক জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প কয়লা সম্পদ উন্নয়ন। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। কয়লা উৎপাদনে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা।

কার্যাবলীঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যঃ

২.১) ভূ-গর্ভের ১৪১৪ ফেইস হতে ৩.৯৫ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৪.৮১ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন;

২.২) ভূ-গর্ভের ১৩০৫ ফেইস হতে ৪.৩১ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৫.০২ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন;

২.৩) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬.৫০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ১০.০৯ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন;

২.৪) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২টি কোল ফেইস উন্নয়ন (১৩০৫ ও ১৪০৬ ফেইস);

২.৫) উত্তোলিত কয়লা পিডিবিতে সরবরাহ করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করা;

২.৬) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভে ১,৪৫০ মিটার রক রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ১,৬৭৯.৯০ মিটার রক রোডওয়ে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ১৬% বেশি।

২.৭) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভে ১,৮০০ মিটার কোল রোডওয়ে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ৪,২৪৬.১০ মিটার কোল রোডওয়ে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রায় ১৩৬% বেশি।

২.৮) বিসিএমসিএল-এর নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় আলোচ্য অর্থবছরে বড়ধরণের কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন কয়লা উত্তোলনসহ খনির যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে;

২.৯) দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণঃ

দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটির স্টাডি কার্যক্রম গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বিসিএমসিএল-এ কর্মরত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DMT Consulting Limited, টক-এর মাধ্যমে দিঘীপাড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনটির রিভিউ গত ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো কত দামে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র হতে কয়লা নিতে পারবে জানতে চাওয়া হলে একমাত্র বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (রামপাল) এর পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয়। সে অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের আর্থিক বিশ্লেষণ গত ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

২.১০) "টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন নর্দার্ণ এন্ড সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ"-শীর্ষক প্রকল্প।

গত ০৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্মুক্ত কয়লা খনি নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনসাধারণসহ অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রস্তাবনার জ্বাখসবি-এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলার মাধ্যমে গত ০৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১১) জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রঃ

প্রস্তাবিত প্রিলিমিনারী স্টাডি কার্যক্রমের অনুমোদনের প্রক্রিয়া গত ২৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থগিত আছে। তবে পর্ষদের অনুমোদনক্রমে জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ: কি: (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় ২-ডি সিসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিসিএমসিএল এবং বাপেক্স এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জুন ২০২৫ তারিখ হতে ২ডি সিসমিক সার্ভের জন্য ফিল্ড পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করে।

২.১২. ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-জলীয় অবস্থা: বড়পকুরিয়া কয়লা খনি হতে নিরবচ্ছিন্ন কয়লা উত্তোলনের স্বার্থে খনির ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-জলীয় অবস্থাসহ সারফেসে বিদ্যমান বিভিন্ন পিজোমেট্রিক মনিটরিং বোরহোল থেকে প্রাত্যহিক ভিত্তিক ওয়াটার টেবিল রিডিং নেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দিক নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

২.১৩. ভূ-গর্ভে প্রবাহিত পানির পরিমাণ: বিসিএমসিএল এবং চাইনীজ কনসোর্টিয়াম যৌথভাবে মাসে ০৩ (তিন) বার খনির ভূ-গর্ভস্থ প্রবাহিত পানি পরিমাপ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভূ-গর্ভে প্রবাহিত পানির পরিমাণ গড় ২,৪৭৮ ঘনমিটার/ঘন্টা।

২.১৪. কোরস্যাম্পলবক্স সংরক্ষণ: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি, উন্নয়ন ও উৎপাদন চলাকলীন বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত কোরস্যাম্পলবক্সসমূহ, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তর-দক্ষিণ সম্প্রসারণ প্রকল্প, দীঘিপাড়া ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প এবং প্রিলিমিনারী স্ট্যাডি ফর ডেভলপমেন্ট অব আলীহাট আয়রন ওর ডিপোজিট, দিনাজপুর শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৬২২৯ (ছয় হাজার দুইশত উনত্রিশ) টি কোরবক্স বিসিএমসিএল-এর আধুনিক কোরহাউজ ভবন এবং টিনশেড স্টাফ ব্যারাকে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য কয়লাক্ষেত্র এবং লৌহ আকরিক ক্ষেত্র উন্নয়ন ও উৎপাদনসহ বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্য সম্পাদনের ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণক হিসেবে কোরস্যাম্পলসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৫. অন্যান্য: এছাড়াও খনি উন্নয়ন ও উৎপাদন সংশিশ্লষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিয়োজিত ঠিকাদারী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ ও দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদন-এর উপর রিভিউ ও মতামত প্রদান করা হচ্ছে।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (খসড়া হিসাব অনুযায়ী):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট কয়লা উৎপাদন অর্জিত হয়েছে ১০,০৯,০৮৯.৮৪ মেট্রিক টন। উক্ত অর্থবছরে কয়লা বিক্রি থেকে কোম্পানির আয় হয়েছে ২২,৬২১.৮৬ মিলিয়ন টাকা (ভ্যাটসহ) এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয় হয়েছে ১,৩৫৫.৬০ মিলিয়ন টাকা। ফলে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২৩,৯৭৭.৪৬ মিলিয়ন টাকা।

এই সময়ে পরিচালন ব্যয় ও অন্যান্য খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯,৭৯৫.৬৭ মিলিয়ন টাকা। উক্ত অর্থবছরে আয়কর বাবদ ১,৫৪৩.৯৩ মিলিয়ন টাকা প্রভিশন কর্তনের পর নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৪,১৮১.৭৯ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১,৫৫০.৩৪ মিলিয়ন টাকা।

এছাড়াও, বিবেচ্য অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ১৯,৭৯৫.৬৭ মিলিয়ন টাকা, যেখানে বরাদ্দকৃত বাজেট ছিল ১৭,১৭২.৮৪ মিলিয়ন টাকা। ফলে বরাদ্দ বাজেটের তুলনায় ব্যয় হয়েছে ২,৬২২.৮৩ মিলিয়ন টাকা বা ১৫.২৭৩% বেশি, যা কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানি সরকারী কোষাগারে মোট ৬,১৭৬.৯৬ মিলিয়ন টাকা জমা দিয়েছে।

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডঃ

বিসিএমসিএল প্রান্তে বর্তমান অর্থবছরের বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নেই।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক) জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ: কি: (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় ২-ডি সিসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনাঃ

জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ: কি: (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় ২-ডি সিসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিসিএমসিএল এবং বাপেক্স এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জুন ২০২৫ তারিখ হতে ২ডি সিসমিক সার্ভের জন্য ফিল্ড পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করে।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে সংস্থানকৃত ৩১০ জন স্থায়ী কর্মকর্তা ও ১১৯ জন স্থায়ী কর্মচারীর বিপরীতে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে বিসিএমসিএল-এ কর্মরত (প্রেষণসহ) স্থায়ী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৪৮ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৪ জন। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অনুমোদিত ৩০০ জন জনবলের বিপরীতে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ২৭৬ জন সেবা প্রদানকারী জনবল নিয়োজিত রয়েছে এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী হতে ৭০ জন আনসার অঙ্গীভূত রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মরত জনবল ও তাঁদের পরিবারবর্গকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ০১ জন চুক্তিভিত্তিক (খ-কালীন) চিকিৎসক কর্মরত আছেন। বর্তমানে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিএমসিএল-এর ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ৬৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পুলিশ ভেরিভিকেশনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বিসিএমসিএল-এ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত ৮৭ জন জনবল কর্তৃক তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৮৮/২০১৮ এর রায়ের আলোকে বিসিএমসিএল-এ ২০০৯ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কর্মচারী পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি চলমান আছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দেশের প্রথম ও একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি। ফলে এ খনিতে কর্মরত জনবলের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি, সাধারণ/প্রশাসন ও অর্থ ক্যাডারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১২০ জন স্থায়ী কর্মকর্তা ও ১৬ জন স্থায়ী কর্মচারী এবং ১৪ জন আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারী জনবলসহ মোট ১৫০ জন জনবলকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
সমীক্ষা প্রকল্পসমূহঃ			
১.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ওপেন পিট কোল মাইন ইন দ্যা নর্দার্ণ এন্ড সাউদার্ণ পার্ট অব বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ	২.৩ বছর	বাৎসরিক প্রায় ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
২.	প্রিলিমিনারী স্টাডি ফর মাইন ডেভেলপমেন্ট এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিসট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	২.৫ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই।
৩.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিসট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	৩ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
৪.	টেকনো-ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব খালাসপীর কোল ফিল্ড, খালাসপীর, পীরগঞ্জ, রংপুর, বাংলাদেশ।	৪ বছর	বাৎসরিক ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই।
কয়লাক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ			
১.	ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড এ্যাট দিঘীপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।	৭-৮ বছর	দিঘীপাড়া কয়লা খনি উন্নয়নের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।
২.	ডেভেলপমেন্ট এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (নর্থ ওয়েস্ট ১৫ বর্গ কি.মি. এরিয়া) জয়পুরহাট এন্ড নওগাঁ ডিসট্রিক্ট, বাংলাদেশ।	৬-৭ বছর	ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষে প্রাপ্ত ফলাফলে খনি উন্নয়ন সহায়ক হলে এই মাইন হতে বাৎসরিক প্রায় ২ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী:

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১২৮ মিটার গভীরতায় গ্রানাইট পাথর আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে খনি হতে কঠিন শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ন-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে দৈনিক ৫,৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে দুটি শ্যাফট নির্মাণ করে ৫টি স্টোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার উল্লেখ ছিল। চুক্তি মোতাবেক খনি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারির মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটি হতে উৎপাদন কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হচ্ছিল। কিন্তু খনি থেকে শিলা উত্তোলনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ নতুন স্টোপ উন্নয়নের জন্য কোম্পানির আর্থিক সংগতি না থাকায় আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine" শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির মেয়াদ গত ২০-০২-২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত Side Letter Agreement এর মাধ্যমে উক্ত চুক্তির মেয়াদ ১ বছর বর্ধিত করা হয়, যার মেয়াদ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে শেষ হয়। খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ঠিকাদার জিটিসি'র সাথে পুনরায় ৬ বছর (২০২১-২০২৭) মেয়াদে খনি উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে দ্বিতীয় দফায় নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন চুক্তির অধীনে জিটিসি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২টি স্টোপ উন্নয়নসহ ১২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন করেছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রায় ১২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে খনির ২টি স্টোপ উন্নয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উৎপাদিত পাথরের বিপরীতে মোট ৯.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্দ অর্থ ২৩৫.১৮ কোটি টাকা কোম্পানির কোষাগারে জমা হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঠিকাদারগণের নিকট ক্রেডিটে ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিমাঞ্চল)-এর সাথে গত ১২-০২-২০২৫ তারিখে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল)-এর সাথে গত ২২-০৬-২০২৫ তারিখে এমজিএমসিএল-এর দুটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর রেট সিডিউল-২০২২ এ মধ্যপাড়া খনির বোল্ডার পাথরের দর হালনাগাদকরণের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১০-০৭-২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রভিশনাল):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শিলা বিক্রয় বাবদ ২৩৫.১৮ কোটি টাকা, ব্যাংক জমার সুদ বাবদ ০.৬৬ কোটি টাকা ও অন্যান্য খাতে ৯.৯৩ কোটি টাকাসহ মোট ২৪৫.৭৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে। প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী ঠিকাদার জিটিসি'র বিল বাবদ ২২৫.৭২ কোটি টাকা, বেতনভাতা বাবদ ১৯.০৮ কোটি টাকা, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ১৭.১০ কোটি টাকা, বিক্রয় কমিশন বাবদ ৬.৯২ কোটি টাকা, রয়্যালটি বাবদ ১৯.৪১ কোটি টাকা এবং আয়কর ০.২০ কোটি টাকাসহ মোট ২৮৮.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

কোম্পানি পরিচালনায় লোকসান হলেও রয়্যালটি, ঠিকাদারের আয়কর ও মূসক, বিস্ফোরক আমদানির কাস্টম, ডিউটি ও মূসক, মাইনিং লিজ ফি ইত্যাদি খাতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ৮৯.৭৬ কোটি টাকা এবং শুরু হতে সর্বমোট ৬৬৪.৩৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কোম্পানির প্রধান অফিস ডুয়েল সোর্স Wi-Fi ও ইন্টারনেট কেবল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম ইজিপি টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সফটওয়্যার ভিত্তিক স্টোর ইনভেন্টরী, মার্কেটিং সফটওয়্যার, সিটিজেন চার্টার এবং ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পাথর সরবরাহকারী ডিলারদের প্রতিনিধিদের জন্য ওয়েটিং রুম ও ওয়াশ রুম তৈরি করা হয়েছে। খনির প্রধান কার্যালয় হতে হাইওয়ে রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি ঢালাইসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এমজিএমসিএল-এর মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রবর্তন ও SMS এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক অফিস এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও সিসিটিভি এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

মধ্যপাড়া খনি এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্লাব আকারে পাথর উত্তোলন ও পাথর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে "Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়। চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ভূ-অভ্যন্তরের পাথরে অসংখ্য ফ্রাকচার/ফিসার থাকায় স্লাব আকারে পাথর উত্তোলন করা সম্ভব হবে না। তবে সমীক্ষাকৃত ২.২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় দৈনিক ১১,০০০ মেট্রিক টন অর্থাৎ বার্ষিক ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন ক্ষমতার প্রস্তাবিত ২য় ফেজ তথা নতুন একটি ভূ-গর্ভস্থ নতুন খনি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

মধ্যপাড়ায় প্রস্তাবিত ২য় খনি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশীয় উৎস থেকে আরো পাথর সরবরাহ করে একদিকে পাথরের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে অপরদিকে পাথরের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আরো বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

এ প্রেক্ষিতে, মধ্যপাড়া নতুন খনি বাস্তবায়নের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাথরের মজুত, উন্নয়ন সময়কাল, আর্থিক ও কারিগরি দিক ইত্যাদি বিবেচনা করে খনি উন্নয়ন ও অপারেশন কাজে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথোরিটি (পিপিপিএ)-এর আওতায় রেভিনিউ শেয়ারিং করে নতুন খনি উন্নয়ন বিবেচনাধীন রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

অর্থবছর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারীর সংখ্যা	মোট
২০২৪-২৫	স্থানীয়-১৩টি	১৩২ জন	২৯ জন	১৬১ জন

৬.২। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

অর্থবছর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারীর সংখ্যা	মোট
২০২৪-২০২৫	-	-	-	-

জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা:

বাংলাদেশে বর্তমানে পাথরের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ২.১৬ কোটি মে. টন যার বিপরীতে মধ্যপাড়া বর্তমান খনি হতে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর সরবরাহ করা হচ্ছে। অর্থাৎ সিংহভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এর ফলে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এমজিএমসিএল কর্তৃক নতুন খনি উন্নয়ন করা সম্ভব হলে খনি দু'টির সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা হবে বার্ষিক (১৬.৫+৩৩) = ৪৯.৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশের মোট চাহিদার ২২.৯২% পূরণ করবে। ফলে দেশে পাথরের চাহিদার এক বড় অংশ পূরণ হওয়ায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখ থেকে কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট, একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানি এবং একটি পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্বাবলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্পোরেশনের গঠন ও দায়িত্ব

Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, ১৯৭৬ রহিতক্রমে ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, আইন ২০১৬ প্রণিত হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ৩ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী। বিপিসি'র বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের কার্যাবলী:

১। পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংগ্রহ ও আমদানি।

২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন।

৩। পেট্রোলিয়াম শোধণাগার এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বেস-স্টক, প্রয়োজনীয় সংযোজনের বস্তু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন।

৫। লুব্রিক্যান্ট তেলের আমদানি ও উৎপাদন।

৬। ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট এর জন্য পূর্ণর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা।

৭। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং রিফাইনারীর অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯। আন্তঃমহাদেশীয় তেলের ট্যাংকার সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ।

১০। পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও এর সম্প্রসারণ।

১১। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনে কোন সংস্থা বা কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

১২। বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

জনবল কাঠামো

সংস্থার নাম	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা		কর্মরত জনবলের সংখ্যা		শূন্যপদের সংখ্যা	
১	২		৩		৪	
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	১ম শ্রেণী	৫১	১ম শ্রেণী	৪১	১ম শ্রেণী	১০
	২য় শ্রেণী	০৮	২য় শ্রেণী	০৮	২য় শ্রেণী	-
	৩য় শ্রেণী	৭৩	৩য় শ্রেণী	৫৪	৩য় শ্রেণী	১৯
	৪র্থ শ্রেণী	৪৬	৪র্থ শ্রেণী	৪১	৪র্থ শ্রেণী	০৫
	আউটসোর্সিং	-	আউটসোর্সিং	-	আউটসোর্সিং	-
মোট		১৭৮		১৪৪		৩৪

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একইসাথে দেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যে কোন দেশের উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হলো জ্বালানি তেল। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে জ্বালানি তেলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সে প্রেক্ষিতে বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হতে জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তি ও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদাপূরণ করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলোঃ- Emirates National Oil Company (ENOC) - UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL) - Malaysia, Petrochina International (Singapore) Pte. Ltd. - China, Unipec Singapore Pte Ltd. - China, PT Bumi Siak pusako (BSP) - Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited - Thailand, Indian Oil Corporation Limited (IOCL) - India, Numaligar Refinery Limited (NRL) - India, OQ Trading Limited - Oman.

পরবর্তীতে পিএসটিএফ হতে ডিজেল অয়েল এর প্রথম চালান ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এবং ক্রুড এর প্রথম চালান ১৫/০৩/২০২৪ তারিখে ইআরএল ট্যাংকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল)-এর শিলিগুড়িস্থ মার্কেটিং টার্মিনাল হতে "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল)চ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) আমদানি অব্যাহত রয়েছে। পাইপলাইনের মাধ্যমে সহজ, সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জ্বালানি তেল আমদানি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিপিসি রিফাইনারিতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য জি-টু-জি মেয়াদী চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানি করছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন উৎস হতে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

বিপিসি দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রায় ৭১২৬১১ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং ৭৯৮৩৩৩.৫৮ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ প্রায় ১৫১০৯৪৪.৫৮ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করেছে। ক্রুড অয়েল আমদানিতে প্রায় ৯৩৮৫.৬৩ কোটি টাকা বা ৮৩৬.৭৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

পরিশোধিত জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের জন্য বিপিসি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৩৪,৭২,৪৭৩.৬৭ মেট্রিক টন ডিজেল, ২,১০,৫৮২.৬৫ মেট্রিক টন মোগ্যাস, ৫,০০,১০৯.২১ মেট্রিক টন জেট এ-১ ৫,১৬,৬২৮.১১ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল এবং ১৩,৯৪১.৬২ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল আমদানি করেছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি খাতে এ অর্থ বছরে প্রায় ৩৯,২৯৮.৩৫ কোটি টাকা বা প্রায় ৩,২৪৫.২১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়।

বিপিসি কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির পরিমাণ ও আমদানি ব্যয়

(আনঅডিটেড/প্রভিশনাল)

অর্থ বছর	অপরিশোধিত			পরিশোধিত		
	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মূল্য (কোটি টাকায়)
২০২৪-২৫	১৫,১০,৯৪৪.৫৮	৮৬৪.৩২	১০,৪৫৯.৪০	৪৭,১৩,৭৩৫.২৬	৩,২৪৫.৪১৫	৩৯,২৯৮.৩৫

বিপিসি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে ১,৬৫৮.৯০৩ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট গ্রহণ করেছে। পূর্বের মজুদসহ ৫৯৭.৩৭২ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। রিফাইনারির মজুদ ও আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ ইআরএল ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রায় ১৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেলসহ পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করেছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ইআরএল এ উৎপাদিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিমাণ: মেট্রিক টন

অর্থ বছর	ডিজেল	ফার্নেস অয়েল	পেট্রোল (এমএস)	কেরোসিন	এলপিজি	ন্যাফথা	বিটুমিন	অন্যান্য
২০২৪-২৫	৭,৩২,২৩০	৩,৯৫,৭৪৫	৫৮,৩০৯	৫৬,৩৯৪	১৬,১৮৭	১,৫৪,১৪২	৫৭,৪১৪	৮,০৭৯

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপজাত হিসেবে ন্যাফথা উৎপাদিত হয়। ইআরএল-এ উৎপাদিত ন্যাফথা দেশে স্থাপিত বিভিন্ন বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত ন্যাফথা রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথার পরিমাণ, বৈদেশিক রপ্তানি ও স্থানীয়ভাবে সরবরাহের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেয়া হলো:

অর্থ বছর	ইআরএল এ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বৈদেশিক রপ্তানি (মেট্রিক টন)	বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে সরবরাহ (মেট্রিক টন)					
			সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম	এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিঃ, নরসিংদী	সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লিমিটেড, চট্টগ্রাম	পারটেক্স পেট্রো লিমিটেড, চট্টগ্রাম	পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড	মোট
২০২৩-২৪	১,৫৮,২৭৭	০	৮৫,২২৫	৪৯,৪২০	১০,২১৪	১১,৮৫৫	১৫৬২.১৪	১,৫৮,২৭৭

উল্লেখ্য, স্থানীয় উৎস (বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেসন প্ল্যান্ট/পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট, বিটুমিন প্ল্যান্ট) থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রায় ৭,০১,১৬০ মেট্রিক টন পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য গ্রহণ করা হয়। গৃহীত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেয়া হলোঃ

পরিমাণ: মেট্রিক টন

স্থানীয় উৎস	ডিজেল	অকটেন	পেট্রোল (এমএস)	কেরোসিন	জেট এ-১	অন্যান্য
সরকারি	৭,৯৫২	৪৮,০৪৬	৯৮,২৯৬	৮,৩৪৮	০	০
বেসরকারি	৯৭,৭৮৯	২,১৩,৯৭৯	১,৯২,৮৭৬	১,৪২৯	০	৪,১৬৮

বিপণন কার্যক্রম

২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থানীয় উৎস থেকে পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ (মেট্রিক টন):

পণ্যের নাম	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
অকটেন	২১৩৯৭৯
পেট্রোল	১৯২৮৭৬
ডিজেল	৯৭৭৮৯
কেরোসিন	১৪২৯
এমটিটি	২০৪৮
লাইট এমএস	৮৭
এসবিপিএস	২০৩৩
জেট এ-১	০
কনডেনসেট	০
মোট	৫১০২৪১

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় (মেট্রিক টন):

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	এলডিও (লাইট ডিজেল অয়েল)	জেবিও (জুট ব্যাচ অয়েল)	ফার্নেস	লুব	এলপিজি
৪১৫৮৩৪	৪৬৩১৫৯	৬৮২৬৮	৪৩৫২৭৪৩	০	০	৮৫৭৮৬৫	০	১৩০৩০

বিটুমিন	এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এমটিটি (মিনারেল তারপেনটাইন)	জেটএ-১	এম. ফুয়েল	মোট
৬৩৬৬৫	০	০	৫৫৩৯৮১	৬২২৫	৬৭৯৪৭৭০

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভাগ ও কোম্পানি ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা:

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৯১
সিলেট	১৫০
ঢাকা	৪৭৯
ময়মনসিংহ	১১৭
রাজশাহী	৩৩২
রংপুর	৩৫৮
খুলনা	৩৩২
বরিশাল	৬৭
মোট	**২৩২৯**

কোম্পানিসমূহের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
পদ্মা অয়েল পিএলসি	৭২৭
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৮৪৫
যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৭৫৭
মোট	**২৩২৯**

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বিপিসি'র অধীনে বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ০১টি এডিপিভুক্ত ও ০৯টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিপিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে করে অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে। গত ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে প্রকল্পটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্প পরিচালনার জন্য অপারেটর নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৪.৫০ কিলোমিটার লাইনপাইপ স্থাপন, ৬ টি নদী/খাল ক্রসিং, ৮ টি কেসড ক্রসিং, এইচডিডি পদ্ধতিতে বালু নদী এবং বোয়ালিয়া খাল ক্রসিং, রেলওয়ে ও ঢাকা ময়মনসিংহ রোড কেসড ক্রসিং প্রায় ১২০ মিটার এর কেসিং পাইপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও পিতলগঞ্জ ডিপোর ল্যান্ড ফিলিং ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) গোদনাইল/ফতুল্লা ডিপোতে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পটির কাজ মার্চ, ২০২৫ মাসে ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কমিশনিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আরো দ্রুত, সুষ্ঠু ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) এর শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আমদানির নিমিত্ত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩১.৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানি করা হচ্ছে। আরো মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রিসিপ্ট টার্মিনাল নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে ০৬ টি স্টোরেজ ট্যাংকসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি-৯৫%। এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ ০২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিপিসি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বর্তমানে প্রায় ১৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। আরো অধিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা আরো ৩০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। "ইআরএল ইউনিট-২" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের ডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর ঠিকাদার (EPC) নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন, ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক পরিশোধন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। বর্ণিত প্রকল্পের সহায়ক প্রকল্প হিসেবে ইতোমধ্যে FEED Service প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইআরএল ইউনিট-২ বাস্তবায়নের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধিত জ্বালানি তেল বিপিসির অধীনস্থ ০৩ টি তেল বিপণন কোম্পানিকে সরবাহের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কাস্টডি ট্রান্সফার অটোমেশনের নিমিত্ত "ডিজাইন, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার উইথ সুপারভিজরি কন্ট্রোল এট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল এ জ্বালানি তেল গ্রহণ এবং ইআরএল হতে বিপণন কোম্পানীসমূহের চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় অটোমেশন পদ্ধতিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্বল্প সময়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে। এতে জ্বালানি তেল সরবরাহে অপচয় হ্রাস পাবে এবং সেফটি সিস্টেম উন্নত হবে। প্রকল্পটির ১০০% কাজ গত ডিসেম্বর, ২০২৪ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

জ্বালানি তেল সেক্টরের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম 'সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা' (Integrated Automation system) পরিচালনার নিমিত্ত "Automation of Main Installations of Three Oil Marketing Companies at Patenga, Chattogram, Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনার জ্বালানি তেল অপারেশন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রনালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য ৩৯টি ডিপো অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে Feasibility Study ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

ক) এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ: **(লক্ষ টাকায়)**

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।	দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি অনেক বৃদ্ধি পাবে। ফলে ইমপোর্ট ট্যাংকার হ্যান্ডলিং বাবদ বিপিসি'র বাৎসরিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।	নভে'১৫- ডিসে'২৪	৮৪০৯৯৭.৯৫

খ) নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট
০১	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)।	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।	জুলাই, ১৩- ডিসে'২১ (প্রস্তা: জুলাই,১৬- জুন'২৬)	১০১০১.৯৯ প্রস্তাঃ ১৪৮৩৪.০৫
০২	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা আরো নিশ্চিত হবে।	সেপ্ট,১৭-ডিসে'২২	৩৩৯৬৩.০০
০৩	কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)।	জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই'১৫-জুন'২৬	২২১৮৭.৪৫
০৪	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম।	এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফ্লোর ভাড়া প্রদান করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা যাবে।	জুলাই,১৬-ডিসে'২৬	৬১৭৭.০০
০৫	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	অক্টো'১৮-মার্চ'২৫	৩৬৯৮৬৩.০০
০৬	ইন্ডিয়া- বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন।	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল আমদানি ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবিচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।	জানু'২০-ডিসে'২৫	৩১৩৬৪.২৪
০৭	ইনস্টলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম।	ইআরএল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল এর ট্যাংকে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিখুঁত ও সঠিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	মার্চ'২০-ডিসে'২৪	৮৪৫২.৪৫
০৮	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম এম আই টু শাহ্ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণকারী উড়োজাহাজসমূহে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাটিতে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	নভে'২০- ডিসে'২৫	১৭০২৪.০০
০৯	কনস্ট্রাকশন অব ১২ (জি+১১) স্টোরিড মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল কাম কমার্শিয়াল অফিস বিল্ডিং উইথ ০২ (টু) বেইসমেন্টস অব পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এ্যাট্ ৬ পরিবাগ, ঢাকা-১০০০।	ঢাকাস্থ পরিবাগে পিওসিএল এর মালিকানাধীন ১.৮৮ একর জমির কার্যকর সর্বোত্তম ব্যবহারসহ দৃষ্টিনন্দন আধুনিক ভবন নির্মাণ করা।	জানু'২২-জুন'২৬	৩৯৩০৬.০০

গ) ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ:

ক্র. নং	প্রকল্প	উদ্দেশ্য
০১	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২	দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমাম্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
০২	"অটোমেশন অব মেইন ইন্সটলেশন্স অব থ্রি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিস (পিওসিএল, এমপিএল এন্ড জেওসিএল), পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ"।	দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
০৩	সিলেকশন অফ কনসালটিং ফার্ম ফর কনডাকটিং ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর সেটিং আপ এ নিউ পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী এন্ড পেট্রোক্যামিক্যাল কমপ্লেক্স ইনক্লুডিং এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট এরিয়া, পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।	দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমাম্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের পাশাপাশি সরকার পেট্রোক্যামিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।
০৪	কক্সবাজারের মহেশখালী- মাতারবাড়ী এলাকায় পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ও পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপন।	কক্সবাজারের মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ও পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপিত হলে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, আমদানি নির্ভরতা কমবে, নিজস্ব তেল পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের অন্যান্য শিল্প বিস্তারের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করবে। দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি মজবুত ও শক্তিশালী হবে।
০৫	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে রেফ্রিজারেটেড মাদার টার্মিনাল। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন।
০৬	কক্সবাজারের মহেশখালী এলাকায় রিফাইনারী নির্মাণ বা ডিপো নির্মাণ (জমি অধিগ্রহণসহ)	দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৬০ দিনে উন্নীত করার বিষয়ে National Energy Policy তে উল্লেখ রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মহেশখালীর মতো গভীর সমুদ্র উপকূলে রিফাইনারি ও ডিপো নির্মাণ করা হলে বড় মাদার ভেসেলগুলো সরাসরি নোঙর করতে পারবে, যা দেশের জ্বালানি সরবরাহকে আরও সহজ ও নিরাপদ করবে। এছাড়া প্রস্তাবিত এ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে নিরাপদ জ্বালানি তেলের মজুদ গড়ে উঠবে এবং সার্বিকভাবে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
০৭	বগুড়া জেলায় ডিপো স্থাপন (জমি অধিগ্রহণসহ)	
০৮	মংলা অয়েল ইন্সটলেশনে অব্যবহৃত জায়গায় স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি (মংলা/বাগেরহাট)	
০৯	IBFPL প্রকল্পের রিসিপ্ট টার্মিনালের অব্যবহৃত জায়গায় স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ (পার্বতীপুর, দিনাজপুর)	
১০	বগুড়া হতে বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন।	
১১	গোদনাইল/ফতুল্লাতে জমি অধিগ্রহণ করে ডিপো স্থাপন	

হিসাব কার্যক্রম

২০২৪-২৫ অর্থবছরে শুল্ক-করাদি ও লভ্যাংশ হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিবরণীঃ-

(Provisional)

খাতসমূহ	কোটি টাকা
ট্যাক্স, ভ্যাট ও ডিউটি	১৪,৩৩১.০২
লভ্যাংশ	৩০০.০০
মোট =	১৪,৬৩১.০২

আর্থিক কার্যক্রম

১। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬২,১৪,৯০২.৮৮ (প্রভিশনাল) মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ৪,১১৪.৭৪ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৫০,১৫১.৫০ কোটি (প্রভিশনাল) ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১৫,০৯,৯১৭.৬০ (প্রভিশনাল) মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৮৬৪.৩২ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ১০,৪৫৯.৪০ কোটি (প্রভিশনাল) এবং ৪৭,০৪,৯৮৫.২৮ (প্রভিশনাল) মেট্রিক টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৩,২৫০.৪২২ মিলিয়ন (প্রভিশনাল) সমপরিমাণ টাকা ৩৯,৬৯২.১০ কোটি (প্রভিশনাল) ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ১৪১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বিপিসি কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত ও যুগোপযোগী মানব সম্পদে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

পরিচিতি

কর্পোরেট সদর দপ্তর: পদ্মাভবন, স্ট্যান্ডরোড, সদরঘাট, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

ঢাকা লিয়াঁজো অফিস: বিটিএমসিভবন (১০মতলা), ৭-৯কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

প্রধান স্থাপনা: গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি তারিখ: ২৭ এপ্রিল, ১৯৬৫

ব্যবসার ক্ষেত্র: পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ এবং কৃষিজাত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এবং বিপণন।

কোম্পানির স্থিতি: পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে কোম্পানি আইন-১৯১৩ এর অধীনে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত স্টক

এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

অনুমোদিত মূলধন: ১০০০ মিলিয়ন টাকা

পরিশোধিত মূলধন: ৯৮২.৩৩ মিলিয়ন টাকা

শেয়ার সংখ্যা: ৯,৮২,৩২,৭৫০

শেয়ার হোল্ডার সংখ্যা: ৯৮০৪

অনুমোদিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ২৯৫ জন

অনুমোদিত কর্মচারীর সংখ্যা: ৯১৬জন

কার্যাবলী

ব্যবসায়িক কার্যাবলী

১. সরকার নির্ধারিত মূল্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে দেশব্যাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন।

২. বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রিজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

৩. কোম্পানি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ারলাইনসসমূহে সরকার নির্ধারিত মূল্যে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল (জেটএ-১) সরবরাহকরণের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছে।

৪. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পাশাপাশি কৃষি-রসায়নিকজাত বিভিন্ন পণ্য, যথা বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফার্টিলাইজার বিপণন।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী

১। সরকার ও বিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। ইআরএল, আমদানি এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎস হতে জ্বালানি তেল গ্রহণ ও মজুতকরণ।

৩। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৪। জ্বালানি তেলের মজুদক্ষমতা, বিপণন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৫। ডিপো/প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

৬। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭। জ্বালানি তেল হ্যান্ডলিং নিরাপদ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অপারেশনাল ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং দক্ষ পরিচালনগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৮। কোম্পানি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীকরণ।

মানব সম্পদ উন্নয়নে পদ্মা অয়েল পিএলসি

কোম্পানিতে কর্মরত জনবল কাঠামো (জুন'-২০২৫ পর্যন্ত)

	কর্মরত জনবল
কর্মকর্তা	২০৭
ক্লারিক্যাল কর্মচারী	১১২
নন-ক্লারিক্যাল কর্মচারী	৪৬৫
মোট কর্মরত	**৭৮৪জন**

পদ্মা অয়েল পিএলসি দেশের সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী অন্যতম বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানি। সারাদেশব্যাপী সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানসম্মত জ্বালানি সরবরাহ করা এ কোম্পানির ভিশন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে দেশের শিল্পায়ন অনস্বীকার্য। শিল্পায়নের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্বালানি। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এ কোম্পানি ২৯৫ জন কর্মকর্তা এবং ৯১৬ জন কর্মচারী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কোম্পানি ৯১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রশিক্ষিত ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরীতে দেশের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট কর্তৃক কোম্পানির প্রয়োজন মোতাবেক নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেঃ

(১) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি);

(২) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনিস্টিটিউট;

(৩) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট;

(৪) বাণিজ্য, শিল্প, অর্থ, আইনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স;

(৫) ইনিস্টিটিউট অফ চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট বাংলাদেশ;

(৬) ইনিস্টিটিউট অফ কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বাংলাদেশ;

(৭) শ্রম অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণ;

(৮) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট।

বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

(১) চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড প্রধান স্থাপনা হতে নারায়নগঞ্জস্থ গোদনাইল ডিপো ও ফতুল্লা ডিপো পর্যন্ত প্রায় ২৫০.৬৫ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ডিসপাচ টার্মিনাল, রিসিভ টার্মিনাল, আইপিএস, কুমিল্লা পেট্রোলিয়াম ডিপো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৮৫% বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। পাইপলাইনটি গত ১৩ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিঃ উদ্বোধন করা হয়েছে।

(২) কনস্ট্রাকশন অব ১২ (জি+১১) স্টোরিড মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল কাম কমার্শিয়াল অফিস বিল্ডিং উইথ ০২ (টু) বেইসমেন্টস অব পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড অ্যাট ৬ পরিবাগ, ঢাকা-১০০০"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন ভবনের বেইসমেন্ট-২ (ম্যাট), বেইসমেন্ট-১, লেভেল-১ (গ্রাউন্ড ফ্লোর), লেভেল-২, লেভেল-৩-এর স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে লেভেল-৪-এর শেয়ার ওয়াল, আরসিসি কলামের রড বাঁধাই, শাটারিং ও কাস্টিং এবং বিম-স্লাবের শাটারিং চলমান রয়েছে।

(৩) "কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সমূহের প্রথম প্যাকেজ এর ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৪) তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় তেল গ্রহণ, মজুদ, সরবরাহের পদ্ধতি অটোমেশন এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫) তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির সকল তথা ৩৬ টি ডিপোর জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ পদ্ধতি অটোমেশন প্রক্রিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইওআই আহবানের মাধ্যমে পরামর্শক নিয়োগ ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনালের হাইড্রেন্ট সিস্টেম এ উড়োজাহাজের জ্বালানি জেট এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ নামক উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি প্রায় ৭০%। ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে টেস্টিং, কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হবে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিক্রয়

পণ্য	২০২৪-২০২৫
অকটেন	১৪৮,৯৬২ মেট্রিক টন
জেটএ-১	৫৪৭,৮০৪ মেট্রিক টন
পেট্রোল	১৬৭,৯৭৫ মেট্রিক টন
কেরোসিন	২৮,৪৩৭ মেট্রিক টন
ডিজেল	১৪,৪২,৫৬৩ মেট্রিক টন
এলডিও	২৮০ মেট্রিক টন
এল এস এফ ও	২,৫৬৩ মেট্রিক টন
ফার্নেস অয়েল	২৬০,৬৭৪ মেট্রিক টন
জেবিও	২,৫২৬ মেট্রিক টন
জি আর এস	৪০ মেট্রিক টন
এমটিটি	১,৮৬১ মেট্রিক টন
এসবিপি	১,৯১৪ মেট্রিক টন
লুব অয়েল ও গ্রিজ	১,৫০৫ মেট্রিক টন
এলপিজি	৪,৬৫৩ মেট্রিক টন
বিটুমিন	১৩,৭৬১ মেট্রিক টন

২০২৪-২০২৫ পর্যন্ত পদ্মা অয়েল কোম্পানির বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	১১৩
সিলেট	৫৭
ঢাকা	১৭১
ময়মনসিংহ	২৮
বরিশাল	২০
রাজশাহী	১১২
রংপুর	১২৮
খুলনা	৯৮
পদ্মা অয়েল পিএলসি. এর মোট ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা	৭২৭

PADMA OIL COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 MARCH, 2025
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

	Taka in Lac	
	31 March 2025	**30 June 2024**
	Taka	**Taka**
Assets		
Non-current assets:		
Property, plant and equipment	14,228.76	14,005.76
Capital Work-in-progress	21,210.23	21,093.23
Long Term Investment (FDR)	10,000.00	10,000.00
Investment-Depreciation Fund (FDR)	24,350.00	21,306.86
	69,788.99	**66,405.85**
Current assets:		
Inventories	213,376.78	232,834.56
Accounts Receivable	200,405.67	177,477.46
Due from affiliated companies	312,033.53	265,765.32
Advances, deposits and pre-payments	1,923.80	2,096.19
Income tax receivable	26,325.63	13,368.22
Cash and cash equivalents	539,132.48	539,064.19
Total Current assets:	**1,293,197.89**	**1,230,605.94**
Total assets	**1,362,986.88**	**1,297,011.79**
Equity and liabilities		
Shareholders' equity:		
Share capital	9,823.27	9,823.27
Depreciation Fund Reserve (Accumulated Surplus)	6,387.75	4,988.23
Retained earnings	236,986.99	212,653.52
Total equity	**253,198.01**	**227,465.02**
Non-current liabilities:		
Deferred tax liabilities	1,057.94	804.53
Long Term Loan	1,834.63	1,834.63
	2,892.57	**2,639.16**
Current liablitities		
Accounts payable	207,138.37	216,018.17
Supplies and expenses payable	49,495.83	42,263.99
Due to affiliated companies	789,230.75	740,167.46
Other liabilities	41,991.48	60,042.47
Dividend payable	593.59	566.30
Income tax payable	18,446.28	7,849.22
Total Current liablitities	**1,106,896.30**	**1,066,907.61**
Total liabilities	**1,109,788.87**	**1,069,546.77**
Total equity and liabilities	**1,362,986.88**	**1,297,011.79**
Net Asset Value (NAV) per share (Taka) Note 10.00	**257.75**	**231.56**

PADMA OIL COMPANY LIMITED

STATEMENT OF PROFIT OR L0SS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE 3RD QUARTER ENDED 31 MARCH 2025
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

	Note	Taka in Lac			
		July'24-March'25	July'23-March'24	Jan'25-March'25	Jan'24-March'24
Products handled: volume(M. Tons)	1.00	1,955,924	1,907,659	722,345	653,249
Gross Earnings on petroleum Products	1.00	25,502.27	20,404.50	9,271.49	6,780.65
Direct cost on petroleum products					
Packing Charges		(102.86)	(146.32)	(35.56)	(39.95)
Handling Charges		(48.20)	(54.21)	(6.04)	(16.05)
		(151.06)	(200.53)	(41.60)	(56.00)
Net Earnings on petroleum Products	1.00	**25,351.21**	**20,203.97**	**9,229.89**	**6,724.65**
Operating expenses					
Administrative, selling and distribution expenses		(16,487.92)	(15,418.42)	(5,853.77)	(4,572.34)
Interest and financial expenses		(2,473.97)	(2,278.83)	(1,672.33)	(1,465.32)
Depreciation		(1,800.00)	(1,900.00)	(590.00)	(750.00)
		(20,761.89)	**(19,597.25)**	**(8,116.10)**	**(6,787.66)**
Operating Profit on Petroleum		**4,589.32**	**606.73**	**1,113.79**	**(63.01)**
Other operating income -petroleum trade	3.00	5,710.00	5,070.00	1,140.00	1,420.00
Operating profit on Agro-chemical trading		29.13	20.06	15.99	11.85
Total Operating Profit		**10,328.45**	**5,696.79**	**2,269.78**	**1,368.84**
Non-operating income	4.00	42,656.86	27,197.65	17,734.93	10,004.95
Profit before WPPWF		52,985.31	32,894.43	20,004.71	11,373.79
Contribution to Workers' Profit Participation					
and Walfare Fund @ 5% on Net Profit		(2,649.27)	(1,644.72)	(1,000.24)	(568.69)
Profit before income tax		**50,336.04**	**31,249.71**	**19,004.47**	**10,805.10**
Provision for income tax					
Current tax		(10,597.06)	(6,578.89)	(4,330.75)	(2,489.96)
Deferred tax	5.00	(253.41)	(226.93)	(136.19)	(113.72)
Profit after tax for the year		**39,485.57**	**24,443.89**	**14,537.53**	**8,201.43**
Other comprehensive income		-	-	-	-
Total comprehensive income for the year		**39,485.57**	**24,443.89**	**14,537.53**	**8,201.43**
Earning Per Share	**8.00**	**Tk. 40.20**	**Tk. 24.88**	**Tk. 14.80**	**Tk. 8.35**

PADMA OIL COMPANY LIMITED

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE 3RD QUARTER ENDED 31 MARCH 2025

(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

Taka in Lac

	Share Capital	Retained earnings	Depreciation Fund Reserve	Total equity
	Taka in Lac	**Taka in Lac**	**Taka in Lac**	**Taka in Lac**
Balance as on 1st July 2023	**9,823.27**	**186,370.96**	**3,673.30**	**199,867.53**
Cash dividend paid (for the year 2022-23)		**(13,261.42)**		(13,261.42)
Transfer to Depreciation Fund Reserve		**(1,024.83)**	**1,024.83**	**-**
Net profit after tax (for the 3rd quarter ending 2023-24)	-	24,443.89		24,443.89
Balance as at 31 st March 2024	**9,823.27**	**196,528.60**	**4,698.13**	**211,049.99**
	-	-	-	-
Balance as on 1st July 2024	**9,823.27**	**186,394.83**	**3,649.42**	**199,867.52**
Cash dividend paid for the year 2022-23	-	**(13,261.42)**		(13,261.42)
Transfer to Depreciation Fund Reserve	(1,338.81)	1,338.81	-	
Net profit after tax (for the year 2023-24)	-	40,858.92		40,858.92
Balance as at 30th June 2024	**9,823.27**	**212,653.53**	**4,988.23**	**227,465.02**
Balance as on 1st July 2024	**9,823.27**	**212,653.53**	**4,988.23**	**227,465.02**
Cash dividend paid (for the year 2023-24)		**(13,752.59)**		(13,752.59)
Transfer to Depreciation Fund Reserve		**(1,399.52)**	**1,399.52**	-
Net profit after tax (for the 3rd quarter ending 2024-25)	-	**39,485.57**		**39,485.57**
Balance as at 31 st March 2025	**9,823.27**	**236,986.99**	**6,387.75**	**253,197.99**

PADMA OIL COMPANY LIMITED

CASH FLOW STATEMENT
FOR THE 3RD QUARTER ENDED 31 MARCH 2025
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

		Taka in Lac	
		July,24-March,25	**July,23-March,24**
A.	**Cash Flows from Operating Activities:**		
	Receipts from Customers and others	2,384,928.31	2,385,756.19
	Paid to Suppliers against Petroleum and Agro Products and others	(2,398,696.75)	(2,373,451.65)
	Income tax paid	(12,957.41)	(9,274.49)
	Net cash (used)/from Operating Activities- Note 9.02	**(26,725.85)**	**3,030.05**
B.	**Cash Flows from Investing Activities:**		
	Capital Expenditure	(2,140.00)	(2,050.00)
	Investment - Depreciation Fund (FDR)	(3,043.14)	(1,168.47)
	Investment-FDR	3,043.14	1,168.47
	Interest Income From FDR SND	42,656.86	27,197.65
	Net cash flowed from Investing Activities	**40,516.86**	**25,147.65**
C.	**Cash Flows from Financing Activities:**		
	Dividend Paid	(13,722.71)	(13,218.04)
	Net cash used in Financing Activities	**(13,722.71)**	**(13,218.04)**
	Total (A + B + C)	**68.30**	**14,959.66**
	Opening cash and cash equivalents	539,064.19	466,864.23
	Closing cash and cash equivalents	539,132.48	481,823.89
		68.29	**14,959.66**
	Operating Cash (Outflow)/Inflow per share 9.00	**(Tk. 27.21)**	**Tk. 3.08**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি, জনবল কাঠামো ও কার্যাবলী:

কোম্পানির পরিচিতি:

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্র্যান্ডের লুব্রিকেন্টস সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তরকরা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নব গঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে)। কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ যথাক্রমে ১৪ নভেম্বর ২০০৭ এবং ২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির ৫৮.৬৭% শেয়ার বিপিসি'র মালিকানায় এবং বাকী ৪১.৩৩% শেয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মালিকানায় রয়েছে।

জনবল কাঠামোঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল	শূন্য
কর্মকর্তা	২৩০	১৫৭	৭৩
কর্মচারী	১৪০	৮৮	৫২
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১২০	২৫০
মোট :	**৭৪০**	**৩৬৫**	**৩৭৫**

কার্যাবলী:

১.১ দেশব্যাপী চাহিদার নিরিখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী তথা জ্বালানি তেল, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) মজুদ ও বিপণনের পাশাপাশি বিপি ও ক্যাস্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস আমদনি, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ।

১.২ দেশব্যাপী চলমান সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্পগ্রুপ, শিল্প কারখানা ও সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-কে সরাসরি কাস্টমার বিবেচনায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল সরবরাহ।

১.৩ ফিলিং স্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা এবং পরিমাপ যাচাইকরণ।

১.৪ কৃষিসেচ মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ।

১.৫ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোক্তার দ্বারপ্রান্তে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কোম্পানির সুবিন্যাস্ত বিপণন নেটওয়ার্ক এর আওতায় ৮৪৫ টি পেট্রোল পাম্প, ১৮০টি প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার, ৬৭টি মেরিন ডিলার, ৯০২ টি এজেন্সি, ১২৪৯ টি এলপিজি ডিলার রয়েছে এবং পেট্রোলিয়াম মজুদ ব্যবস্থাপনায় ১৭টি ডিপো রয়েছে।

কোম্পানির কর-উত্তর মুনাফা এবং পণ্য বিক্রয়:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ৪১১,৮৩,৬৯,৭৪৮ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ২৭৬১,৪৩,৬১,৭৮৮ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ২৫৫.১৮ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় ৩৮.০৬ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান :

পণ্যের নাম	২০২৪-২৫ (মেট্রিক টন)
অকটেন	১১৬,৫৫৭
জেট এ ১	-
পেট্রোল	১১৫,৩৯৮
কেরোসিন	১৫,৭৭৬
ডিজেল	১২,৫৯,৫৯৮
এলডিও	-
ফার্নেস অয়েল	২২১,৪৭৯
এলএসএফও	৫,৩৫৩
জেবিও	২,৬৯৩
এমটিটি	১৬২
এসবিপি	৮৮
লুব অয়েল	৫,৬০০
গ্রিজ	-
এলপিজি	৩২৮৩
বিটুমিন	১০,০০৯
মোট :	**১৭,৫৫,৯৯৬**

২) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২.১। কোম্পানি সমগ্র দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও, এ কোম্পানি গুণগতমান সম্পন্ন জ্বালানি তেলের পাশাপাশি লুব্রিকেটিং অয়েল (BP and Castrol Brand) সরবরাহের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় দৃঢ় প্রত্যয়ে বিপ্লব উত্তর আগামীর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে।

২.১। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ২৩,৮৪,০০৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল বিপণন করে, যা মোট জ্বালানি তেলের ৩৫.৪৫% এবং লুব অয়েলের ৬৩.১৩%। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৮% অকটেন, ৩৪% পেট্রোল, ৩০% কেরোসিন, ৩৯% ডিজেল, ৪০% ফার্নেস অয়েল এবং বিপিসি'র আওতাধীন তিন তেল বিপণন কোম্পানির মধ্যে অত্র কোম্পানি ৬৩% লুব অয়েল বিক্রয় করে। সর্বোপরি বর্ণিত অর্থবছরে কোম্পানি দেশে ব্যবহৃত মোট চাহিদার ৩৮.৪৫% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

২.৩। উল্লেখ্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা মতে দেশে নিরাপদ জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে Smart Fuel Distribution Monitoring System (SFDMS) এর আওতায় অত্র কোম্পানি হতে জ্বালানি তেল সরবরাহে নিয়োজিত ট্যাংকলরিতে VTS (Vichle Tracking System) প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ চলমান আছে।

২.৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কোম্পানির পেট্রোল পাম্পগুলোতে আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহার উপযোগী পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য শতভাগ আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী কর-উত্তর মুনাফা ৪১১,৮৩,৬৯,৭৪৮ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরের নয় মাসে নেট এ্যাসেট ভ্যালু ২৭৬১,৪৩,৬১,৭৮৮ টাকা, নেট এ্যাসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ২৫৫.১৮ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় ৩৮.০৬ টাকা।

৪। কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ডঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

০১. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ৮০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

০২. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে এলপিজি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ কাজ।

০৩. ফতুল্লা ডিপো নারায়নগঞ্জে ৬০০০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১ টি ট্যাংক নির্মাণ।

০৪. গোদনাইল ডিপো নারায়নগঞ্জে ১০০০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১ টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

০৫. দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় ৪৮০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক রিনোভেশনসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ।

০৬. দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় ফিলিং পয়েন্টের সামনে আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ, প্রধান গেইট ও নদীর পাড়ে সিকিউরিটি রুম নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ।

০৭. মহেশ্বরপাশা, খুলনায় আনসার ব্যারাক রিনোভেশনসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ।

০৮. প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে লুব ওয়্যারহাউজ-২ এর রুফিং সিট পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ।

৫। কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

০১. চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯তলা মেঘনা এর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ;

০২. ফতুল্লা ডিপো নারায়নগঞ্জে ১০০০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ;

০৩ গোদনাইল ডিপো নারায়নগঞ্জে ১০০০০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ কাজ;

০৪. মোংলা অয়েল ইনস্টলেশনের দক্ষিণ পার্শ্বে বাউন্ডারি ফেন্সিং ওয়াল ও আনুষঙ্গিক কাজ;

০৫. ইপিওএল ডিপো, ঢাকাতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ;

০৬. ঝালকাঠি ডিপোতে নদীর পাড়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ রিভার ব্যাংক প্রোটেকশন ওয়ার্ক;

০৭. বরিশাল ডিপোতে লুব ওয়্যার হাউজ, ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ;

০৮. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ৬৪৮০ মেঃটন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক (টি-৪৫১) এর রিনোভেশন কাজ;

০৯. প্রধান স্থাপনায়, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ফার্নেস অয়েল লোডিং পয়েন্ট এ আর সিসি পেভমেন্ট নির্মাণ;

১০. গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জে ট্যাংকলরি ডেলিভারি পয়েন্ট নির্মাণ কাজ;

১১. রংপুরে মেসার্স রহমান ফিলিং স্টেশন (এ-সাইট) এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ;

১২. ঢাকায় বিনিময় ফিলিং স্টেশন (এ-সাইট) এর ক্যানোপি নির্মাণ কাজ;

১৩. দৌলতপুর ডিপো, খুলনায় লুব ওয়্যার হাউজের ফ্লোর উঁচুকরণ এবং ফার্নেস অয়েল ডেলিভারি পাইপ লাইন নির্মাণসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ;

১৪. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ল্যাবরেটরি ইক্যুইপমেন্ট (Distillation Apparatus) ক্রয়;

১৫. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ল্যাবরেটরি ইক্যুইপমেন্ট (Portable Octane Analyzer) ক্রয়;

১৬. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ল্যাবরেটরি ইক্যুইপমেন্ট (Kinematic Viscosity Apparatus) ক্রয়;

১৭. মেঘনা মডেল সার্ভিস সেন্টার (এমএমএসসি), ঢাকায় বাউন্ডারি ওয়াল ও শেড নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ;

৬) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়:

৬.১ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

৬.২ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট;

৬.৩ পেট্রোবাংলা;

৬.৪ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

৬.৫ হাইড্রো কার্বন ইউনিট;

৬.৬ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম;

৬.৭ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট;

৬.৮ সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিট (সিপিইউ);

৬.৯ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;

৬.১০ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট;

৬.১১ ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড;

৬.১২ চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড;

৬.১৩ ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ ;

৬.১৪ ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ।

এছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নততর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়ের আধুনিক ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে।

৭) কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

০১. মেঘনা মডেল সার্ভিস সেন্টার (এমএমএসসি), পাওয়ার হাউজ মোড়, খুলনায় অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ;

০২. মেঘনা মডেল সার্ভিস সেন্টার (এমএমএসসি), জোড়া গেইট, খুলনায় অফিস ভবন, আন্ডারগ্রাউন্ড অয়েল ট্যাংক (এমএস-১৫০০০ লিঃ, এইচওবিসি- ১৫০০০ লিঃ, এইচএসডি-৩০০০০ লিঃ) নির্মাণসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ;

০৩. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ৩০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;

০৪. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ও ডিপো সমূহের জন্য (Centrifugal Pump) ক্রয়;

০৫. প্রধান স্থাপনা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে মেইন গেইটের সামনে কালভার্ট পূনঃ নির্মাণ সহ পাইপ লাইন পরিবর্তন;

০৬. ১৩১-১৩৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকাতে ২২.৫ কাঠা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি;

০৭. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে লুব অয়েল সংরক্ষণের জন্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ওয়্যার হাউজ বর্ধিতকরন;

০৮. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে জেটি রিনোভেশনসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ;

০৯. বাঘাবাড়ি ডিপোতে লোডিং পয়েন্টের সামনে আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ, লুব ড্রাম এবং এলপিজি যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও মজুদের লক্ষ্যে ওয়্যার হাউজ/ওপেন শেড নির্মাণ;

১০. মোগলাবাজার ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ;

১১. শ্রীমঙ্গল ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ;

১২. পার্বতীপুর ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ;

১৩. চাঁদপুর ডিপোতে জেটি রিনোভেশনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ;

১৪. মোংলা অয়েল ইন্সটলেশনের প্রধান গেইটের সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ;

১৫. ঝালকাঠি ডিপোতে ১০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি অকটেন ট্যাংক নির্মাণ।

৮) অন্যান্য কার্যক্রম:

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) নীতিমালা এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮৯,৭০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন/অনুদান প্রদান করা হয়।

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

১। কোম্পানীর পরিচিতি:

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশকের অধিককাল ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্থান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্পোজাল) আদেশ ১৯৭২(পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারিতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভুক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অফ-লোড করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধামন্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অফ-লোড করা হয়।

বিভিন্ন অর্থবছরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা প্রতিটি ১০ টাকার মূল্যের ১১,০৪,২৪,৬০০টি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রিজ বাজারজাত করে থাকে। এছাড়া নিজস্ব যমুনা ব্রান্ডের লুব অয়েলও বাজারজাত করে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৭৫৭টি ডিলার, ৮৮৪টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৬৮টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৫৩টি এলপিজি ডিলার এবং ২১টি মেরিন ডিলার দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে নয় (০৯) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ৭জন পরিচালক বিপিসি/সরকার কর্তৃক মনোনীত, ২জন স্বতন্ত্র পরিচালক বোর্ড কর্তৃক মনোনীত যাদের নিয়োগ বার্ষিক সাধারন সভায় অনুমোদিত হয়। কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

ডিপো : সারা দেশে ১৬টি ডিপো রয়েছে;

ব্যবসা প্রকৃতি : পেট্রোলিয়াম পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রিজ, বিটুমিন এবং এলপিজি সংগ্রহ, মজুদকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণন।

কার্যাবলি:

১. সরকার ও বিপিসির নির্দেশনার আলোকে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে সেবা প্রদান;
২. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ক্রয়, মজুদ, বিপণন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
৩. পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর উন্নয়ন;
৪. বিপণন ও পরিচালন কার্যক্রমের আধুনিকিকরণ;
৫. বাজার চাহিদার সাথে মিল রেখে উদ্ভাবনী ব্যবসা নীতি এবং পণ্যের বহুমুখিতা আনয়ন।

জনবল কাঠামো:

অর্গানোগ্রাম মোতাবেক		কর্মরত জনবল	কম (-)/ বেশী (+)
কর্মকর্তা	২৪২	১১৪	-১২৮
কর্মচারী	১৩৭	৮১	-৫৬
শ্রমিক(সিকিউরিটি গার্ড ব্যতিত)	২৮৬	১৬৮	-১১৮
সিকিউরিটি গার্ড	১৪১	৫৬	-৮৫
মোট	**৮০৬**	**৪১৯**	**-৩৮৭**

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে শেয়ার প্রতি আয় (টাকা) ছিল ৪০.০০। এর বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (প্রভিশনাল) শেয়ার প্রতি আয় (টাকা) ৫৩.৯২। সুতরাং বলা যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড সাফল্যজনক।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

নিম্নে ৫ বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যান

মেঃ টন

পণ্য	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (প্রভিশনাল)
অকটেন (এইচওবিসি)	৮১৮৪৭	১০৪৯২৭	১০৫২১২	১০২৯১৯	১০৮৩৪২
পেট্রোল (এমএস)	১১৬৩১০	১৩৬০৭৮	১৪০৭২২	১২৭৬০৫	১৩৪৯৯৫
কেরোসিন (এসকেও)	৩৪৫৬০	২৭৬৪০	২২০৭১	১৯১৫৩	১৮৪৩৭
ডিজেল (এইচএসডি)	১৩২৮৬০৯	১৪২৫৩৮৬	১৪৩০৭৫১	১১৯৩০৮৬	১২০৬৩৩৫
এলএসএফও	৩০১৮	৬২৩২	৪৭৬২	৩৪৯৩	৫৪১
ফার্নেস অয়েল (এফও)	১৬৫৮৭৯	১৪৩৯৮০	২২১৬৯৮	২১৭১৭০	২২১৮৭১
জেবিও	৩১৬১	২৬৪২	২৫৮০	২৯৪১	২৪১২
লুব অয়েল	৩২৪৩	৩৮০৫	৩৮০৯	৩৪৪৫	২৮৫৯
এমটিটি	-	-	-	-	-
এলপিজি	৩২৭৪	৩১৭১	৩০৫৩	২৯৪৪	৪৩২৫
বিটুমিন	১০৬৪৩	১৪১৫২	১৩০৭০	৮৮৩৮	১৪২০৮
মোট	১৭৫০৫৪৪	১৮৬৮০১৩	১৯৪৭৭২৮	১৬৮১৫৯৪	১৭১৪৩২৫
হ্রাস/বৃদ্ধি	২৬২৭২১	১১৭৪৬৯	৭৯৭১৫	(২৬৬১৩৪)	৩২৭৩১
%	১৭.৬৬	৬.৭১	৪.২৭	(১৩.৬৬)	১.৯৫

বিগত ০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (প্রভিশনাল)
মোট বিক্রয়	১৩,১০৭.৮৮	১৬৩৯৫.৮০	২৩৮৮৮.৬৪	২০৯৫৭.০৩	২১০৮০.৪৬
বিক্রয় পরিব্যয়	(১২,৯৯০.৮০)	(১৬২৬৬.৬৫)	(২৩৭৫০.২১)	(২০৮২২.৮৩)	(২০৯২২.৬৪)
নীট আয়	১১৭.০৮	১২৯.১৫	১৩৮.৪৩	১৩৪.২০	১৫৭.৮২
মোট খরচ	(১১৫.৪৩)	(১২৩.৬৪)	(১২৩.৭৭)	(১৩১.৫৫)	(১৪৯.৩৫)
অন্যান্য পরিচালন আয়	৯.৩১	১৪.৮৩	১৬.০৩	২১.০৮	১৭.৬৬
পরিচালন মুনাফা	১০.৯৬	২০.৩৪	৩০.৬৯	২৩.৭৩	২৬.১৩
অন্যান্য আয়	২৬০.৬৮	২২৭.৭৫	৪২০.২৮	৫৫৭.৩৮	৭৮৩.৭০
নীট মুনাফা	২৭১.৬৪	২৪৮.০৯	৪৫০.৯৭	৫৮১.১১	৮০৯.৮৩
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল	(১৩.৫৮)	(১২.৪০)	(২২.৫৫)	(২৯.০৫)	(৪০.৪৯)
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ	২.২০	২.৭১	৪.২৪	০.০৭	০.২৮
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	২৬০.২৬	২৩৮.৪০	৪৩২.৬৬	৫৫২.১৩	৭৬৯.৬২
আয়কর	(৫৮.৮৬)	(৫২.০৬)	(৯১.৮০)	(১১০.৪৬)	(১৭৪.২৬)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	২০১.৪০	১৮৬.৩৪	৩৪০.৮৬	৪৪১.৬৭	৫৯৫.৩৬
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	১৮.২৪	১৬.৮৭	৩০.৮৭	৪০.০০	৫৩.৯২

বিগত ০৫ বৎসরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (প্রভিশনাল)
তহবিল উৎস					
শেয়ার মূলধন	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	১,০৫০.০০	১,০৫০.০০	১,১৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০
অবন্টিত মুনাফা	৩৩৬.৬৬	৩৯০.৪৯	৪৯৮.৮৪	৬৯৬.৯৬	১১২৬.৬৮
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ	৪৮৪.৫৮	৫২০.৮৮	৪৯৪.৫৪	৪৫১.৮০	৪৯৮.৪৬
মোট তহবিল	১,৯৯৬.৯৪	২,০৮৭.০৭	২২৬৯.০৮	২৫২৪.৪৬	৩০০০.৮৪

বিগত ০৫ বৎসরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (প্রভিশনাল)
তহবিলের প্রয়োগ					
মোট স্থায়ী সম্পদ	২০০.৯১	১৮৯.০২	১৯৪.১১	২১৮.৭৯	২৫৯.২৩
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(৯০.০৬)	(৯২.৯০)	(৯২.৪৯)	(৯৪.৩৫)	(৯৭.৬৮)
বিলম্বিত কর	(৮.৪৩)	(১১.৬১)	(২০.৭৮)	(২৫.৪৪)	(৫৩.১৪)
বিনিয়োগ	১,৩৮০.৫৫	১,১৮২.৩৮	১২৪২.৮৯	১১৩২.৯৮	১৪৯০.৮৯
চলতি সম্পদ	৩,৪৫৭.১৭	৫,৬৭৭.১৯	৯৩৯৫.৪৬	৯১৪৪.৪১	১০০৯৬.৮১
চলতি দায় দেনা	(২,৯৪৩.২০)	(৪,৮৫৭.০১)	(৮৪৫০.১১)	(৭৮৫১.৯২)	(৮৬৯৫.২৭)
নীট চলতি সম্পদ	৫১৩.৯৭	৮২০.১৮	৯৪৫.৩৫	১২৯২.৪৮	১৪০১.৫৪
নীট সম্পদ	১,৯৯৬.৯৪	২,০৮৭.০৭	২২৬৯.০৮	২৫২৪.৪৬	৩০০০.৮৪
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ (টাকা)	১৮০.৮৪	১৮৯.০০	২০৫.৪৯	২২৮.৬১	২৭১.৭৫

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় যা নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০২০-২১	২৬০.২৬	২০১.৪০	১৮.২৪	১২০	--
২০২১-২২	২৩৮.৪০	১৮৬.৩৪	১৬.৮৭	১২০	--
২০২২-২৩	৪৩২.৬৬	৩৪০.৮৬	৩০.৮৭	১৩০	--
২০২৩-২৪	৫৫২.১৩	৪৪১.৬৭	৪০.০০	১৫০	--
২০২৪-২৫ (প্রভিশনাল)	৭৬৯.৬২	৫৯৫.৩৬	৫৩.৯২	--	--

বিগত ৫ অর্থ বছরে বিপিসিকে পরিশোধিত লভ্যাংশ

অর্থ বছর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
ঘোষিত মোট লভ্যাংশ	১৩২.৫১	১৩২.৫১	১৪৩.৫৫	১৬৫.৬৪	--
বিপিসিকে পরিশোধিত লভ্যাংশ	৭৯.৬২	৭৯.৬২	৭৯.৬২	৮৬.২৫	৯৯.৫২

বিগত ৫ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে কোম্পানির অবদান

অর্থ বছর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫ (প্রভিশনাল)
অন্যান্য	২.৪৩	২.৬৫	৪.১৫	৩.৩৯	৩.৪৫
কাস্টম ডিউটি ও ভ্যাট	৪.২৬	৪.৬০	৫.২৬	৫.০৭	৫.৮০
আয়কর	৬৭.৯২	৬৪.১০	১১০.২১	১২৩.৫৮	১৭৫.৪৭
মোট	৭৪.৬১	৭১.৩৫	১১৯.৬২	১৩২.০৪	১৮৪.৭২

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ডিপোতে তৈলাধার নির্মাণ ও সংস্কার এবং অন্যান্য পরিচালন সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির জ্বালানি তেল মজুদ ও পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রম	প্রকল্পের নাম
০১	বরিশাল ডিপোর জেটি পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
০২	বাঘাবাড়ি ডিপোর ৫০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
০৩	প্রধান স্থাপনায় ইলেক্ট্রিক্যাল রিনোভেশন কাজ।
০৪	দৌলতপুর ডিপোর ৫০০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ,স্থাপন ও কমিশনিং কাজ।
০৫	বাঘাবাড়ি ডিপোর অভ্যন্তরীণ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।
০৬	ভৈরব বাজার ডিপোর অফিস ভবন নির্মাণ কাজ
০৭	বরিশাল ডিপোর ফিলিং গেন্ট্রি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও হার্ডস্ট্যান্ডিং নির্মাণ।
০৮	বরিশাল ডিপোর জেটি নির্মাণ।
০৯	ফতুল্লা ডিপোর জেটি-২ নির্মাণ।
১০	ফতুল্লা ডিপোর ট্যাংক লরি ফিলিং এরিয়ার হার্ড স্ট্যান্ডিং নির্মাণ কাজ।
১১	ফতুল্লা ডিপোতে ৫০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ।
১২	সিলেট ডিপোর জেটি রিনোভেশন কাজ।
১৩	বরিশাল ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-১ এর ফাউন্ডেশন ও বটম প্লেট রিনোভেশন, স্টোরেজ ট্যাংক নং-২ এর ফাউন্ডেশন সংস্কার, ট্যাংকদ্বয়ের বাউন্ডারি ওয়াল, ট্যাংক ফার্ম এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম ও অয়েল-ওয়াটার সেপারেটর নির্মাণ কাজ।
১৪	চাঁদপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ।
১৫	দৌলতপুর ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক নং-১৪ ও ১৬ এর রিনোভেশন কাজ।
১৬	বাঘাবাড়ী ডিপোর স্টোরেজ ট্যাংক নং-০১ এ ইন্টারন্যাল ফ্লোটিং রুফ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণসহ ক্যালিব্রেশন কাজ।

৫। বাস্থবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	"কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা ২য় ফেজ" (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)।	২২১৮৭.৪৫
০২	প্রধান স্থাপনার সম্মুখে অবস্থিত পল্টুন জেটি 'এলজে-৩ বর্ধিতকরণসহ সংস্কার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ এবং 'এলজে-৩' হতে ডিওজে-৩(DOJ-3) পর্যন্ত পাইপ লাইন সম্প্রাসরণ কাজ।	২,৪১০.০০
০৩	দৌলতপুর ডিপোর আনসার ব্যারাক বর্ধিতকরণ ও রিনোভেশন কাজ	৩৪.৯৯
০৪	ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর ভাসমান ডাম্প বার্জ-৫ এর রিনোভেশন কাজ	২৯.০৪

৬। মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান মানব সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুতকরণ, সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বণ্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ কোম্পানিতে একদল দক্ষ মানব সম্পদ রয়েছে। এ মানব সম্পদের মান আরও উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ৩০(ত্রিশ) জন কর্মকর্তা নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে । এ বছরে মোট ২৭২ জন প্রশিক্ষণার্থী (কর্মকর্তা-কর্মচারী) বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর কর্মকর্তাগণ বিশেষ অবদান রেখেছে।

৭। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রম	ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	আগামী ০১ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য	১.১) তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) প্রধান স্থাপনার অটোমেশন সিস্টেম কাজের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিজাইন ও ড্রয়িং কাজ।	১৩,০০০.০০
		১.২) তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) ৩৯টি ডিপোর অটোমেশন সিস্টেম কাজের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিজাইন ও ড্রয়িং কাজ।	৫,৮৪৯.০০
		১.৩) যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২য় ফেজ-৩য় থেকে ২০ তম তলা, ঢাকা (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)।	২২,২০০.০০
০২	আগামী ০৩ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য	২.১) প্রধান স্থাপনায় ৫০০০ ও ১২০০০ মে. টন ধারন ক্ষমতা ট্যাংক নির্মান কাজ।	৩,৫০০.০০
		২.২) ভৈরব বাজার ডিপো, বরিশাল ডিপো, শ্রীমঙ্গল ডিপো ও রংপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন কাজ।	১,০০০.০০
		২.৩) আধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও সেফটি যন্ত্রাংশ স্থাপন করা হবে।	১,০০০.০০
		২.৪) ফতুল্লা ডিপোতে নতুন অফিস ভবন নির্মান কাজ।	১,০০০.০০
০৩	২০৩০ এর মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য	৩.১) তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) প্রধান স্থাপনার অটোমেশন সিস্টেম স্থাপন। (জেওসিএল এক তৃতীয়াংশ)।	৭০,০০০.০০
		৩.২) তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) ৩৯টি ডিপোর অটোমেশন সিস্টেম স্থাপন। (জেওসিএল এক তৃতীয়াংশ)।	-
		৩.৩) পূর্বাচল স্যাটেলাইট টাউনের নিকটবর্তী শীতলক্ষা নদীর তীরে রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৪০,০০০ মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন ডিপো স্থাপন।	১০,০০০.০০
		৩.৪) পায়রা বন্দর এলাকায় নদী ভিত্তিক ২৫,০০০ মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন ডিপো স্থাপন।	৫,০০০.০০

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

১) কোম্পানি পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

কোম্পানি পরিচিতিঃ

বর্তমান গতিময় বিশ্বে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে জ্বালানির উপর। এই শক্তির নিরবচ্ছিন্ন যোগানদাতা হিসেবে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) রেখেছে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে প্রায় ২৩২ একর জায়গাজুড়ে গড়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠান, যা কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। নিবন্ধন তারিখ : ১৬/০৩/১৯৬৩, অনুমোদিত মূলধনঃ ৫০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন : ৩৩ কোটি টাকা এবং শেয়ার সংখ্যাঃ ৩৩ লক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির শতভাগ শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)। ইআরএল এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক হিসেবে প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

ইআরএল এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পূর্বে জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে আমদানি নির্ভর ছিল। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ফ্রান্স ভিত্তিক TECHNIP, ENSA, KOFRI নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তির মাধ্যমে টার্ন-কী ভিত্তিতে ইআরএল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৭ রিফাইনারীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা Mr. Charles McFarlane কে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম জেনারেল ম্যানেজার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৭ মে ইস্টার্ণ রিফাইনারী প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ১৭ মে ১৯৭২ তারিখ দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইআরএলকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ০১ জুলাই ১৯৭৭ ইআরএলকে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

ইআরএল কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার ভার কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি বিপিসি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

রূপকল্প (Vision): পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল তথা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

অভিলক্ষ (Mission): দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে -

- বিপিসি কর্তৃক আমদানিকৃত ক্রুড অয়েলের সরবরাহ গ্রহণ ও সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ, মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনকরত বিপিসি'র অধীনস্থ বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ইআরএলকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা;
- কর্মকৌশল বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা;
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

কার্যাবলী :

১. নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রুড অয়েল সংগ্রহ;

২. সংগৃহীত ক্রুড অয়েল পরিশোধনপূর্বক বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য তৈরি;

৩. দেশব্যাপি পেট্রোলিয়াম পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিফাইনারী কর্তৃক উৎপাদিত জ্বালানি তেল নিয়মিতভাবে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে স্থানান্তর;

৪. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন;

৫. ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৬. পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে তা পর্যবেক্ষণ;

৭. রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

৮. যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;

৯. দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

জনবল কাঠামো :

ইআরএল মূলত অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে কোম্পানি তার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইআরএল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একইসাথে বোর্ডের একজন সম্মানিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী সমন্বয়ে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখার দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেন।

ইআরএল এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৮৭৫ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৬৭ জন কর্মকর্তা ও ৫০০ জন শ্রমিক-কর্মচারীসহ মোট ৬৪১ জন কর্মরত আছেন।

কর্মচারি			কর্মকর্তা		
গ্রেড	অনুমোদিত	বর্তমান	গ্রেড ও পদ	অনুমোদিত	বর্তমান
গ্রেড - ১		১৫৪	স্পেশালঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর	১	১
গ্রেড - ২		৮১	স্পেশালঃ এম-১ জেনারেল ম্যানেজার	৬	৩
গ্রেড - ৩		৬০	এম-১: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৭	১২
গ্রেড - ৪	৬৫২	৬৯	এম-২: এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	২৯	২২
গ্রেড - ৫		৬৯	এম-৩: ম্যানেজার	৪৭	৪০
গ্রেড - ৬		৩৯	এম-৫: এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার		
গ্রেড - ৭		২৭	এম-৭: অফিসার	১২৩	৮৪
			এম-৮: অফিসার		
মোট	৬৫২	৫০০		২২৩	১৬৭

ইআরএল এর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ও উৎপাদন ক্ষমতা:

চিত্রঃ প্ল্যান্ট এরিয়া

প্রসেস ইউনিটসমূহঃ

(ক) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট : ১৫ লক্ষ মেঃ টন/বছর।

(খ) ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট : ৭০ হাজার মেঃ টন/বছর

(গ) এল পি জি মেরক্স ইউনিট : ২৪ হাজার টন/বছর।

(ঘ) গ্যাসোলিন মেরক্স ইউনিট : ৬৪ হাজার টন/বছর।

(ঙ) কেরোসিন মেরক্স ইউনিট : ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন/বছর।

(চ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট : ৭০ হাজার মেঃ টন বিটুমিন/বছর।

(ছ) হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট : ১১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা।

(জ) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্রাকশনেট ইউনিট*: ৬০ হাজার মেঃ টন/বছর।

(ঝ) ভিস-ব্রেকার ইউনিট : ৫ লক্ষ ২২ হাজার মেঃ টন/বছর।

(ঞ) ড্রাম তৈরি ও ড্রাম/বিটুমিন ফিলিং ইউনিট : ১১০০ ড্রাম/প্রতি ৮ ঘন্টা।

(*মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকিং (এমএইচসি) ইউনিটকে পরিবর্তন করে ইআরএল এর দক্ষ প্রকৌশলীগণ এটি হাইড্রোক্র্যাকিং ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট তৈরি করেন)।

ইউটিলিটি ইউনিটসমূহঃ

(ক) স্টিম জেনারেশন ইউনিট (৪ টি বয়লার) : ৮০ মেঃ টন/ঘন্টা।

(খ) পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি-২ ও ডিজেল জেনারেটর-২) : ৬ ও ৪ মেগাওয়াট।

মজুদ ট্যাংকসমূহ:

(ক) ক্রুড ট্যাংক - ৮ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ৩,২৮,০০০ ঘনমিটার বা ২,৭৮,৮০০ মেট্রিক টন।

(খ) এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক - ২ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ২,২০০ ঘনমিটার বা ১,২১০ মেট্রিক টন।

(গ) বিটুমিন স্টোরেজ ট্যাংক - ৭ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ৩,৫০০ ঘনমিটার বা ৩,৬৭৫ মেট্রিক টন।

(ঘ) অন্যান্য প্রোডাক্ট ট্যাংক - ৪৬ টি (সর্বমোট ধারণক্ষমতা) : ২,৯০,০০০ ঘনমিটার।

চিত্রঃ স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্যসমূহঃ

প্রতিষ্ঠালগ্নে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারি হিসেবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবতীকালে দেশের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু নতুন ইউনিট সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমানে কিছু নন-ফুয়েল পণ্যসহ লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট (এসবিপি), মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল), মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন), ন্যাফথা (গ্যাসোলিন), মিনারেল টার্পেনটাইন (এমটিটি), সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল (এসকেও), জেট এ-১ (এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল), হাই স্পিড ডিজেল (এইচএসডি), জুট ব্যাচিং অয়েল (জেবিও), লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও), ফার্নেস অয়েল (এফও), বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন করছে। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারের (১,০০,০০০ মে.টন) মাধ্যমে আমদানিকৃত 'ক্রুড অয়েল' বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে (১২,০০০ মে.টন) পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত 'ক্রুড অয়েল' পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিপিসি'র অধীনস্থ মার্কেটিং কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করা হয়। বিপিসি'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত 'পরিশোধন ফি' রিফাইনারীর আয়ের মূল উৎস। ইআরএল এর অপারেশন কার্যক্রম দিন-রাত ২৪ ঘন্টা বিরামহীন শিফট ভিত্তিক পরিচালিত হয়।

ইআরএল সর্বমোট ১৪ টি পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে থাকে, তন্মধ্যে কিছু কিছু জ্বালানি নয়, যেমনঃ এসবিপি, জেবিও, এমটিটি, বিটুমিন ইত্যাদি। কিছু কিছু পণ্য কেবল চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন করা হয়। ইআরএল কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে ছক ভুক্ত করা হলোঃ

ক্রম	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০১		রিফাইনারি গ্যাস (আর জি)	এ পণ্যটি বাজারজাত করা সম্ভব নয়। এটি মূলতঃ গ্যাসিয়াস হাইড্রোকার্বন যা রিফাইনারির হিটিং সিস্টেমে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
০২		লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এল পি জি)	এটি মূলতঃ প্রোপেইন এবং বিউটেন হাইড্রোকার্বন। পণ্যটি সিলিন্ডারের মাধ্যমে এলপি গ্যাস লিমিটেড বাজারজাত করে থাকে। রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে এটি খুবই জনপ্রিয় এবং এর চাহিদা অনেক বেশি। এছাড়া মোটরযানের জ্বালানি হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়।
০৩		এসবিপি (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)	এটি মূলতঃ লাইট গ্যাসোলিনের সুইটেন্ড ফর্ম। ইহা শিল্পকারখানায় দ্রাবক এবং ড্রাই-ক্লিনিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্রম	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
০৪		ন্যাফথা	এটি মূলত অপরিশোধিত হালকা এবং ভারী পেট্রল যা অতিরিক্ত হিসাবে থাকে। এটি প্রধানত পেট্রোকেমিক্যালের ফিড এবং দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ন্যাফথা বেশিরভাগই রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
০৫		মোটর গ্যাসোলিন রেগুলার (পেট্রোল)	এটি পেট্রোল হিসাবে পরিচিত এবং পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হালকা পেট্রোলিয়াম ডিস্টিলেট এবং এর অকটেন রেটিং ন্যূনতম ৮৯ RON (রিসার্চ অক্টেন নম্বর)।
০৬		মোটর গ্যাসোলিন প্রিমিয়াম (অকটেন)	সাধারণতঃ ১০০ অক্টেন বা অকটেন হিসেবে পরিচিত (কারণ এর অকটেন সংখ্যা ১০০ এর কাছাকাছি), পেট্রোল ইঞ্জিনে MOGAS এর সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। মূল স্টকটি ক্যাটালিটিক রিফর্মিং ইউনিটে উৎপাদিত রিফমেটি। এটি বাজারজাতকরণের পূর্বে লাল রঙ করা হয়। এটির সর্বনিম্ন অকটেন রেটিং ৯৫।
০৭		এসকেও (সুপেরিয়র কেরোসিন অয়েল)	ইহা সাধারণত কেরোসিন নামে পরিচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি বাতি জ্বালানো এবং রান্নার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
০৮		MTT (Mineral Turpentine)	এটি লাইটার বা হালকা কেরোসিন যা বার্নিশকে পাতলাকরণ এবং পেইন্ট এ দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি টারপেনটাইন তেল বা হোয়াইট স্পিরিট নামেও পরিচিত এবং শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হয়।
০৯		JET A-1	এটি কেরোসিন এর সহিত অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে পণ্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াকরণকৃত একটি পণ্য। পণ্যটির হিমাঙ্ক বিন্দু (-47°C) খুবই কম। পণ্যটি এভিয়েশন জেট ইঞ্জিন অর্থাৎ বিমানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জেট এ-১ এখন শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হয়।
১০		JBO (Jute Batching Oil)	এটি সোজা-চালিত পেট্রোলিয়াম পাতনের মাধ্যমে তৈরিকৃত একটি বাদামী রঙের পদার্থ; যা পাট থেকে সূতা তৈরির আগে নরম করার জন্য এবং ধুলো ও অন্যান্য অমেধ্য বা ক্ষতিকারক পদার্থ অপসারণের জন্য ইমালসন (তেলে জল) আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অদাহ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য।
১১		HSD (High Speed Diesel)	এটি ডিজেল নামে পরিচিত এবং অটোমোবাইল ও সেচ পাম্পের উচ্চ-গতির ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডিজেল জেনারেটরেও ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হালকা-হলুদ রঙের জ্বালানি।

ক্রমিক নম্বর	ছবি	পণ্যের নাম	পণ্যের বিবরণ
১২		LDO (Light Diesel Oil)	এটি বড় স্থির বা কম গতির (৬০০ RPM-এর কম) সামুদ্রিক ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহৃত একটি গাঢ় রঙের ডিজেল।
১৩		HSFO (High Sulfur Furnace Oil)	এটি সাধারণত এফও (ফার্নেস অয়েল) নামে পরিচিত। এই উচ্চ সালফার সমৃদ্ধ রেসিডিউয়েল জ্বালানিটি ভিস-ব্রেকিং ইউনিটে মিশ্রণের ম্যাধ্যমে উৎপাদিত হয়। এটি শুধুমাত্র চুল্লি এবং বয়লার এর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৪		BITUMEN	অ্যাসফ্যাল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্টের একটি কাঙ্খিত পণ্য হলো বিটুমিন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অদাহ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য। ইআরএল সাধারণত তিন ধরণ বা গ্রেডের বিটুমিন উৎপন্ন করে থাকে যথা ৮০/১০০, ৬০/৭০ এবং ১০/২০। তন্মধ্যে ৮০/১০০ এবং ৬০/৭০ গ্রেডের বিটুমিন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে কার্পেটিং কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে ১০/২০ গ্রেডের বিটুমিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিমাগারে নিরোধক বা আস্তরণের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে এলপিজি, এলপি গ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

নিম্নে প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামে ইআরএল এর উৎপাদন প্রক্রিয়াটি দেখানো হল:

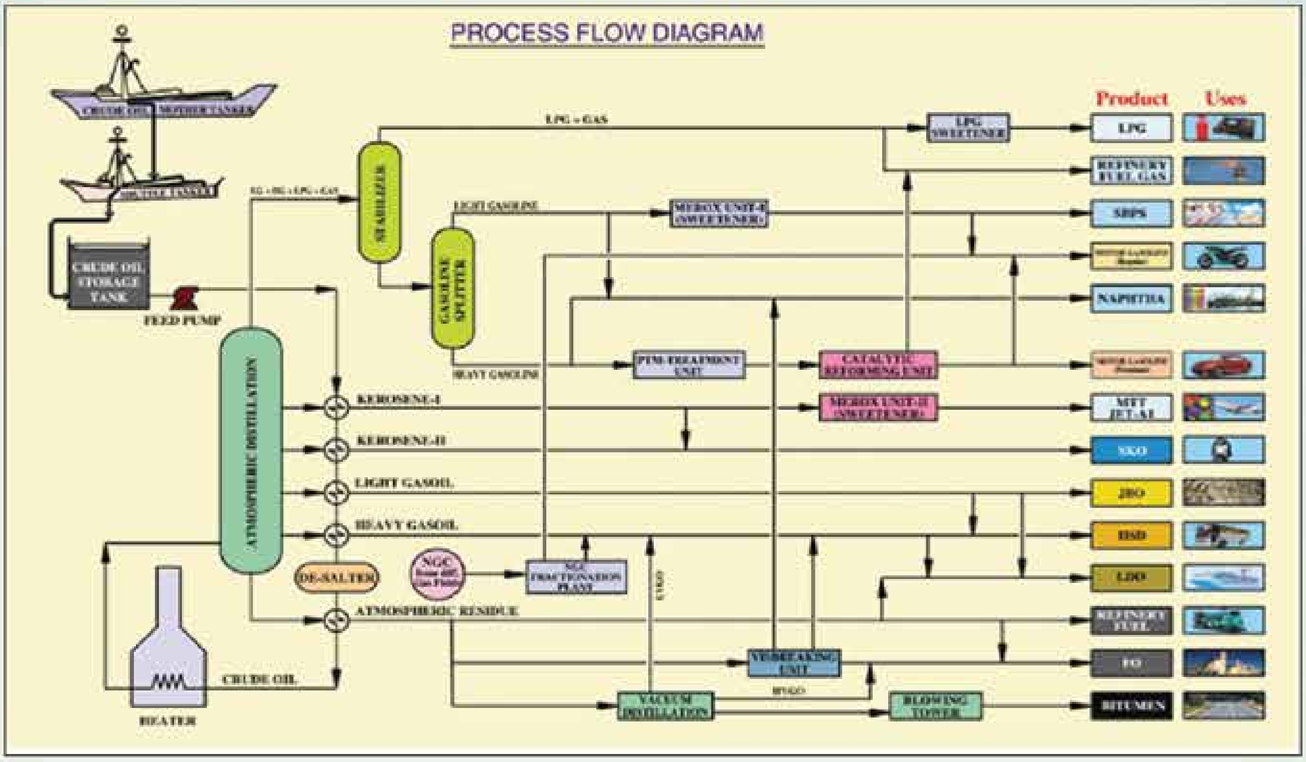

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ:

চিত্রঃ ল্যাবরেটরি

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য পরীক্ষাগার আছে, যা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইআরএল এর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেট ফুয়েল থার্মাল অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটি টেস্ট, সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফসহ বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়। এই বিভাগ অত্যন্ত সুনামের সাথে সারাদেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের মান যাচাইকরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একদল দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ল্যাবরেটরি সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইআরএল এএসটিএম, ইউওপি এবং আইপি নির্ধারিত টেস্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

এই ল্যাবরেটরিতে -

- পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ১৪০ টিরও বেশি পরীক্ষা করা সম্ভব।
- ৩০ টিরও অধিক ওয়াটার এনালাইসিস করা সম্ভব।
- অসংখ্য মেটালিক ও কেমিক্যাল টেস্ট করা সম্ভব।
- ক্রুড অয়েলের সম্পূর্ণ এনালাইসিস এবং গ্যাস কনডেনসেট এর এনালাইটিক্যাল পরীক্ষা করা সম্ভব।

ইআরএল এর কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে দেশের বিভিন্ন কোম্পানি, কারখানা এবং স্থান থেকে নির্ধারিত চার্জের বিনিময়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুণগত মান যাচাই করার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে ৯ টি ল্যাবরেটরি সমন্বয়ে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ গঠিত। এর মধ্যে জেট পেট্রোলিয়াম ল্যাব, বিটুমিন ল্যাব, ওয়াটার এনালাইসিস এবং ইনঅরগানিক ল্যাব, স্পেশাল ল্যাব-১, স্পেশাল ল্যাব-২, সিএফআর ল্যাব, ডার্ক রুম, ক্রোমাটোগ্রাফ রুম উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য সিএফআর ইঞ্জিন, টিবিপি এপারেটাস, রেসিডিউ প্রেশার এপারেটাস, সালফার এপারেটাস (ল্যাম্প, হাই টেম্পারেচার মেথড, ল্যাব-এক্স, রানে-নি, বম্ব-ক্যালোরিমিটার, রোটারি ইভাপোরেটর, কার্ল-ফিশার এপারেটাস, মাইক্রো সেপারেটর ইত্যাদি।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাঃ

পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভিসহ মোট ৬টি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং পুরো ইউনিট এলাকায় ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্রঃ অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট

২) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদন কর্মকাণ্ডঃ

ক) ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তি :

আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদসহ মোট ১৬,৩২,৫৪৬ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৫,৩৩,১৪০ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১৫,০৭,৩০৯ মেট্রিক টন ফিনিশড্ প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২৫,৮৩১ মেট্রিক টন, স্লাজ নিষ্কাশন ২,৬২৬ মেট্রিক টন এবং অবশিষ্ট ৯৬,৭৮০ মেট্রিক টন মজুদ আছে।

খ) সেকেন্ডারি কনভারশন প্ল্যান্ট :

ইস্টার্ণ রিফাইনারির টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ৩,৭০,৩৮০ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৩২৬ মেট্রিক টন ন্যাফথা, ৪৭,৭৭৬ মেট্রিক টন ডিজেল ও ৩,১৩,৭৮৬ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া, গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ৮,৪৯২ মেট্রিক টন।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট:

রিফাইনারির টপিং ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ১,৩১,২৭০ মেট্রিক টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৫৭,৪১৪ মেট্রিক টন বিটুমিন, ৩৫,৮৪২ মেট্রিক টন ডিজেল ও ৩৫,২৯৬ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া গ্যাস উৎপাদন ও প্রসেস লস ২,৭১৮ মেট্রিক টন।

ঘ) মোট উৎপাদিত পণ্য (সকল প্ল্যান্ট থেকে) :

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এলপিজি ১৬,১৮৭ মেট্রিক টন, ন্যাফথা ১,৫৪,১৪২ মেট্রিক টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৫৮,৩০৯ মেট্রিক টন, কেরোসিন ৫৬,৯৩৪ মেট্রিক টন, এইচএসডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৭,৩২,২৩০ মেট্রিক টন, জেবিও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ৮,০৭৯ মেট্রিক টন, এফও (ফার্নেস অয়েল) ৩,৯৫,৭৪৫ মেট্রিক টন, বিটুমিন ৫৭,৪১৪ মেট্রিক টন উৎপাদন করা হয়েছে।

৩) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ড:

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেনটিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানি ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ের মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির আয় ৪০৮৮৪.০৯ লক্ষ (খসড়া) টাকা এবং ব্যয় ৩৩৩২৭.৭৪ লক্ষ (খসড়া) টাকা।

সরকারি কোষাগারে জমাদানঃ

বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ১৫২৫.৭৪ লক্ষ টাকা (অনিরীক্ষিত) সরকারি কোষাগারে জমা দানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

৪) এক নজরে উন্নয়ন পরিক্রমাঃ

ক) বিগত ৫৭ বছরের গৌরবময় পদচারণায় ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যা একাধারে দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১) **এলপিজি সুইটেনিং প্ল্যান্ট ও এলপিজি স্ফেয়ার :** লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড সম্পূর্ণরূপে অপসারণসহ অন্যান্য সালফার যৌগকে সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমার নিচে নামিয়ে উন্নত মানের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই ইউনিটটি স্থাপন করা হয়। ক্রমবর্ধমান এলপিজি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে স্টোরেজ হিসেবে এলপিজি স্ফেয়ার স্থাপন হয়।

২) **এসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট:** প্রায় ২১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৯৮০ সালে ৭০,০০০ মেট্রিক টন বিটুমিন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্ল্যান্টটি নির্মাণ করা হয়। একইসাথে গড়ে তোলা হয় ড্রাম ম্যানুফকেচারিং প্ল্যান্ট, যা ইআরএলকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিটুমিন বাজারজাতকরণের উপযোগী করার সক্ষমতা প্রদান করে।

৩) **ক্রুড অয়েল, ন্যাফথা ও অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ :**

(ক) প্রতিটি ৫০,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক।

(খ) পাম্পিং সুবিধাসহ প্রতি ১৭,৫০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি ন্যাফথা স্টোরেজ ট্যাংক।

(গ) প্রতিটি ২০,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৬ টি প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংক।

(ঘ) প্রতিটি ১৩,০০০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪ টি ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক।

(ঙ) ১ টি এমএস স্টোরেজ ট্যাংক।

(চ) ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক ৩ টি।

(ছ) ১৯৮৮ সালে প্রায় ৬৫.১৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৪ টি পুরাতন ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক মেরামত।

৪) **৩ মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও কুলিং টাওয়ার :** বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও কুলিং টাওয়ারসহ ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্টিম টারবাইন জেনারেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

৫) **রিভার মুরিং-৭ ডলফিন জেটি নির্মাণ :** ক্রুড অয়েল রিসিভ এবং প্রোডাক্ট রপ্তানি হ্যান্ডলিং এর জন্য ১৯৯২ সালে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে পতেঙ্গাস্থ কর্ণফুলী নদীর তীরে রিভার মুরিং-৭ এ একটা আধুনিক ডলফিন অয়েল জেটি নির্মাণ করা হয়।

৬) **সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট (এসসিপি) :** ১৯৯৪ সালে প্রায় ২৬০০ মিলিয়ন টাকায় স্থাপিত সেকেন্ডারি কনভার্সন প্ল্যান্ট ইআরএল এর এ যাবৎ কালে সফলভাবে সম্পন্ন প্রকল্পের মধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প। স্বল্পমূল্যের ফার্নেস অয়েল থেকে অতিরিক্ত ডিজেল, এলপিজি এবং ন্যাফথা (সবকটিই দামি পণ্য) তৈরি করাই এই প্ল্যান্টের । এই প্ল্যান্টটি একটি ভিস-ব্রেকার, একটি মাইল্ড হাইড্রোক্র্যাকার এবং একটি হাইড্রোজেন ইউনিট নিয়ে গঠিত।

৭) **প্রসেস বয়লার স্থাপন :** ক্রমবর্ধমান বাষ্পের চাহিদা মিটাতে একটি ওয়াটার টিউব এবং একটি ফায়ার টিউব বয়লার স্থাপন করা হয়।

৮) **২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর স্থাপন :** ১৯৯৮ সালে ইআরএল এর পাওয়ার জেনারেশনে ২ মেগাওয়াটের একটি ডিজেল জেনারেটর সংযোজিত হয়।

১০) **ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ :** ১৯৮৪ সালে প্রায় ৭ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়, যা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অবদান রেখে চলেছে।

১১) **কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ :** পণ্যেও গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পুরাতন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি আধুনিক করা হয়।

১২) **অগ্নিনির্বাপণ এবং সেফটি সিস্টেম পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ:** আধুনিক ফায়ার ফাইটিং যন্ত্র এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং গাড়ি সংযোজনসহ ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ করা হয়।

১৩) **পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন:** ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রায় ১০৩.৫২ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে ৩১ বছর অপারেশনে ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন করা হয়। এ সময় অভ্যন্তরীণসহ কিছু ইন্সটোমেন্ট লুপ, ট্রে, ক্ল্যাডিং ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয়।

১৪) **টপিং ইউনিট-এর ফার্নেস রিভ্যাম্পিং:** ২০০৮ সালে টপিং ইউনিট-এর ফার্নেস রিভ্যাম্পিং কাজ সফলভাবে সম্পাদন করা হয়। গুরুত্বের দিক বিবেচনায় এটি বেশ উল্লেখযোগ্য একটি সাফল্য।

১৫) **মিটসুবিসি ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর স্থাপন:** ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে স্ব-অর্থায়নে একটি ২-মেগাওয়াট ক্ষমতার মিটসুবিসি ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর স্থাপন এবং কমিশন করা হয়।

১৬) **এবিপি ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন:** ২০১৮ সালে বিপিসির অর্থায়নে এবিপি প্রসেস ইউনিটের ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন।

১৭) **রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্ল্যান্ট নির্মাণ:** ২০১৯ সালে ভূগর্ভস্থ পানির ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড ট্রিটমেন্টের জন্য রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্ল্যান্ট নির্মাণ ও কমিশনিং।

১৮) **জমির দীর্ঘমেয়াদি লীজ চুক্তি :** ২০২১ সালে ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিসির অর্থায়নে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে যথাক্রমে ৪৫.০০ একর, ১১.৬৩ একর এবং ৭.৫ একর জমির জন্য দীর্ঘমেয়াদি লীজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯) **কুলিং টাওয়ার নির্মাণ :** ২০২৩ সালে একটি নতুন কুলিং টাওয়ার ইন্সটলেশন ও কমিশনিং।

২০) **অটোমেটিক ট্যাংক গেজিং সিস্টেম :** তেল স্থানান্তর, মজুদ নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনামূলক তেল অপচয় রোধকল্পে ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইআরএল এ পর্যায়ক্রমে সকল স্টোরেজ ট্যাঙ্কসমূহে অটো ট্যাঙ্ক গেজিং (এটিজি) স্থাপন করা হয়।

২১) ২০২১ সালে এক্সপানশান অব এ্যারোকন্ডেন্সার ব্যাংক ফর ইআরএল।

২২) ২০২২ সালে নতুন কুলিং টাওয়ার (৪০০০ ঘ.মি./ঘন্টা) স্থাপন।

২৩) ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)।

২৮) এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস টিউব প্রতিস্থাপন।

৩০) ২০১৮ সালে এবিপি কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর-১২০৪ (রিফর্মিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন।

৩১) ২০১৯ সালে রিনোভেশন এন্ড রিপেয়ারিং ওয়ার্কস এ্যাট ডলফিন অয়েল জেটি-৭ এ্যাট চট্টগ্রাম।

৩২) ২০২০ সালে এনহেন্সমেন্ট অব আয়রন রিমুভাল ক্যাপাসিটি অব একজিস্টিং ওয়াটার প্রি-ট্রিটমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার বেসিন এ্যাট ইআরএল স্থাপন।

৩৩) ২০২১ সালে নতুন ন্যাফথা লাইন নির্মাণ।

৩৪) ২০২১ সালে হোয়াইট অয়েল লাইন প্রতিস্থাপন।

(খ) সাম্প্রতিককালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ

১) ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল অ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম।

২) নতুন প্রসেস বয়লার-জি স্থাপন।

৩) সিসিটিভি নেটওয়ার্ক স্থাপন।

৪) এবিপি ড্রাম প্ল্যান্টে বাল্ক বিটুমিন লোডিং ইউনিটের স্বয়ংক্রিয় লোডিং আর্ম স্থাপন।

৫) 3MW (Ebara) Steam Turbine Generator Rotor Assembly for ERL প্রতিস্থাপন।

৬) ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন।

গ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

০১) Modernization and Expansion of API Separator at ERL (ETP) নির্মাণ।

০২) সুইসগিয়ারসহ জেনারেটর বাস প্রতিস্থাপন।

০৩) ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব এইচএসডি (ইম্পোর্টেড থ্রু এসপিএম) ফ্লো-মিটার উইথ পাইপলাইন অ্যাট ইআরএল।

০৪) ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব এইচএসডি (ইম্পোর্টেড থ্রু এসপিএম) পাইপলাইন ফ্রম ইআরএল টু পিওসিএল, এমপিএল এবং জেওসিএল ইনক্লুডিং এমওভি অ্যান্ড এটিজি সিস্টেম।

০৫) ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর স্থাপন: প্রতিষ্ঠানের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বিপিসির অর্থায়নে একটি ২-মেগাওয়াট ক্ষমতার ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর স্থাপন।

০৬) কলাম ১২০১, ১২০২ প্রতিস্থাপন।

০৭) এক্সেঞ্জার শেল প্রতিস্থাপন।

ঘ) পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহঃ

০১) **ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনঃ** ইআরএল ৭ মে, ১৯৬৮ বাণিজ্যিকভাবে বার্ষিক ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা নিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ইআরএল দেশের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের চাহিদার মাত্র ২০% পূরণ করে। দেশের বাকি চাহিদা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়।

উপরোল্লিখিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ, পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ়করণ, অধিকতর পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তেল উৎপাদন করা এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য বিপিসি কর্তৃক ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন "মডার্নাইজেশন এন্ড এক্সপানশন অব ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড" প্রকল্পটির প্রস্তাবনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত রিফাইনারী পরিবেশবান্ধব ইউরো-৫ মানের গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপাদন করবে এবং বিদ্যমান রিফাইনারির ডিজেলকে ইউরো-৫ মানে রুপান্তরিত করবে। এ প্রকল্পটি বিপিসি'র মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনারও অংশ।

প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য: এলপিজি, গ্যাসোলিন (ইউরো-৫), ডিজেল (ইউরো-৫), বেস অয়েল গ্রুপ-৩, জেট এ১, ফার্নেস অয়েল, বিটুমিন, সালফার। প্রকল্প ব্যয় : প্রস্তুতকৃত ডিপিপির তথ্য অনুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় জিওবি ২৫,৮৫২.৫১ কোটি টাকা, নিজস্ব অর্থায়ন ১৭,২৩৬.২৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং থেকে আগস্ট ২০৩০ ইং পর্যন্ত।

প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম: প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে ১১/০৮/২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব অর্থায়ন অংশের লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মডার্নাইজেশন অব ইআরএল থ্রু কনস্ট্রাকশন অব ইকো-ফ্রেন্ডলি অফিস বিল্ডিং কমপ্লেক্স নির্মাণ।

০৩) ইআরএল ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণ (ISO Lab.): বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে : ২০০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে নতুন ল্যাব ভবন নির্মাণ ও ISO/IEC ১৭০২৫ টেস্টিং এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের জন্য EOI আহবান করা হয়েছে। আধুনিক ল্যাব বিল্ডিং এ বর্তমান টেস্ট সুবিধা সমূহের সাথে ভবিষ্যৎ যে সমস্ত প্রয়োজনীয় টেস্ট দরকার সেই সমস্ত টেস্ট সংযোজন। উল্লেখযোগ্য টেস্ট প্যারামিটারসমূহের ISO-17025 অ্যাক্রিডিটেশন গ্রহণ।

০৪) ড্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপন।

০৫) ইআরএল ইউনিট-২ এর জন্য জিইএম কোম্পানি লিমিটেড হতে লীজমূলে গৃহীত ৭.৫ একর জমির উপর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

০৬) ইআরএল ট্যাংক ফার্ম এলাকায় আরসিসি ডাইক নির্মাণ।

৬) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এ নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডঃ

মানবসম্পদ উন্নয়ন :

প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৭৯	৭৫৮
দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার / ওয়ার্কশপ	১৪	২৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০০	০০
মোট	৯৩	৭৮৩

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিশ স্কিম', 'প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার স্কিম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস স্কিম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ (কেপিআই) স্থাপনা। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও আশেপাশের এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইআরএল এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে যথাযথ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কোড/স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকায় নিয়মিত সেফটি অডিট ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে কোন প্রকার টক্সিক কেমিক্যাল ও অকটেন বুস্টিং তথা সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দূষণমুক্ত করার জন্য আলাদা নিউট্রালাইজেশন সিস্টেম রয়েছে। ট্যাংক ফার্ম এলাকায় অয়েল স্পীলেজ মনিটরিং এর জন্য বিভিন্ন ট্যাংকে অটোগেজিং সিস্টেম রয়েছে। সকল ধরণের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রসেস ইউনিট থেকে পার্জিংকৃত তেল নিয়ন্ত্রিতভাবে একটি উন্নত ধরণের স্ট্যান্ডার্ড অয়েলি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে দুইটি এপিআই সেপারেটরে জমা করা হয়। সেখান থেকে ডিকান্টেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। এছাড়া আলাদা রেইনি ওয়াটার সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যান্ট থেকে আগত স্টীম কনডেনসেট ও রেইনি ওয়াটার অন্য একটি অয়েল সেপারেটরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ডিকেনটেশন মেথডের মাধ্যমে তেল থেকে পানি আলাদা করা হয়। পরিশেষে পানি ইটিপি হয়ে কর্ণফুলী নদীতে নিঃসরণ করা হয়। ইআরএল এর নিজস্ব পরীক্ষাগারে উক্ত পানির টিডিএস, সাসপেন্ডেড সলিড, পিএইচ, কন্ডাক্টিভিটি, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ইটিপি আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে, যা আগামী এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সবসময় ইআরএল এর চারিদিকের পরিবেশ সুন্দর, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মডার্নাইজেশন এন্ড এক্সপানশন অফ এপিআই সেপারেটর এ্যাট ইআরএল (ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই, কন্সট্রাকশন, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ এন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) হ্যাভিং ক্যাপাসিটি ১৫০ ঘনমিটার/ ঘন্টা অন টার্নকি ব্যাসিস):

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এপিআই সেপারেটর, স্লাজ পন্ড ও ডিকান্টেশন বেসিনের মাধ্যমে ইআরএল এর তরল বর্জ্য ট্রিটমেন্ট করা হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ অয়েল ও গ্রিজ রিমুভ করা গেলেও তা পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (ECR) ১৯৯৭ এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আরো কিছু উপাদান যেমন TSS ও BOD5 এর পরিমাণও বেশী ছিল। এই উপাদানগুলো কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে পড়ে যা জীব বৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড তাঁদের বিদ্যমান তরল বর্জ্য শোধনাগার আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে। নতুন ইটিপিতে API Separator, Neutralization, Flocculation, Coagulation, Sedimentation, Aeration, Filtration & Sludge Treatment unit সহ আরো কিছু ধাপ আছে। যার মাধ্যমে ইআরএল হতে নির্গত তরল বর্জ্য পরিশোধিত করে (ECR) ১৯৯৭ এ নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ইআরএল হতে নির্গত তরল বর্জ্য দ্বারা পরিবেশের আর কোন ক্ষতিসাধন হবে না। ইআরএল এর ETP স্থাপনের কাজ চলমান আছে। যত দ্রুত সম্ভব উক্ত কাজটি সম্পন্ন করা হবে।

৮) নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

দেশে ক্রমবর্ধমান পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছেঃ

১) টপিং ইউনিটের ফার্নেস এফ-১১০১ এ/বি প্রতিস্থাপন।

২) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর - ৩ স্থাপন।

৩) Computerized Maintenance Management System (CMMS) সফটওয়্যার ক্রয়/প্রস্তুতকরণ।

৪) ক্রুড অয়েল ট্যাংকসহ অন্যান্য প্রোডাক্ট স্টোরেজ ট্যাংকসমূহ যেমন: ৬১০১-ডি, ৬১০১-এইচ, ৬১০৫,৬১০৬, ৬১০৭, ৬১১৩, ৬১১৬, ৬১১৯, ৬১৩২, ৬১৩৬, ৬১৪৩, ৬১৪৯, ৬১৫০ মেরামত।

৫) এলপিজি ও আরজি বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ (জিসি) ক্রয়।

৬) এলপিজিএলকে সরাসরি এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে ইআরএল এ এলপিজি কাস্টডি ফ্লো-মিটার স্থাপন।

৭) ফোম টেন্ডার বা ফায়ার ফাইটিং ভেহিকেল ক্রয়।

৮) রি-ফরমিং ইউনিটে পাম্প-১২০১ এ/বি প্রতিস্থাপন।

৯) জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

বর্তমান সময়ের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইস্টার্ন রিফাইনারির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি নির্ভর রূপান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষায় রিফাইনারিটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন/উৎকর্ষ সাধন ও নিচের পদক্ষেপগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য :

১। প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি

- ERL Unit-2 স্থাপন: ৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতার নতুন পেট্রোলিয়াম ক্রুড অয়েল শোধনাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ও পরিবেশবান্ধব ইউরো-৫ মানের পণ্য উৎপাদন সম্ভব হবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- ডিসালফারাইজেশন ইউনিট স্থাপন: একটি ডিজেল হাইড্রোট্রিটিং (DHT) ইউনিট স্থাপন জরুরি। যার ফলে ইউরো-৫ মানের (10 ppm সালফার) ডিজেল প্রাপ্তি, পরিবেশবান্ধব ডিজেল উৎপাদন এবং আমদানিকৃত ডিজেলের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

- আধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন NHT-Naphtha Hydro Treater ও CRU-Catalytic Reforming Unit দ্বারা ইআরএল এর বিদ্যমান NHT ও CRU ইউনিট প্রতিস্থাপন : আধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন NHT ও CRU দ্বারা বিদ্যমান NHT ও CRU ইউনিট কে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ইআরএল এ উৎপাদিত সমস্ত হেভি-ন্যাফথা এবং এনজিসি ইউনিট থেকে প্রাপ্ত ন্যাফথা কে BSTI নির্ধারিত অকটেন নাম্বার-৯৫ এর অধিক মানের উচ্চমূল্যের জ্বালানীতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।
- উৎপাদিত LPG সংরক্ষণ জন্য স্টোরেজ ও বটলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি: ERL Unit-2 তে অন্তর্ভুক্ত ২০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন যা স্টোরেজ সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং ইউনিট-২ বাস্তবায়িত হলে পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত থাকবে।

২। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও ডেটা ব্যবস্থাপনঃ

- ERP সিস্টেম: ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা বাড়াতে ERP সফটওয়্যার ইআরএল এ ব্যবহৃত হচ্ছে যা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি তথ্য ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ইলেকট্রনিক ডাটাবেস : ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি, ইলেকট্রনিক ডেটা স্টোরেজ, ডেটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি, প্রসেস অপ্টিমাইজেশনের জন্য ডেটা বিশ্লেষণ, জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্লানিং বিভাগ একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছে। লগশিট ডেটা এন্ট্রি এবং প্ল্যান্টের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয় ভিজ্যুইয়ালাইজেশন অর্থাৎ রিয়েল টাইম মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এটির মাধ্যমে দৈনিক উৎপাদন প্রতিবেদন, শাটডাউন বিবৃতি, স্টক, ক্রয়-বিক্রয়, ভ্যাট, কর প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল প্রসেস প্ল্যান্টে সফটয়্যারটি ইন্টিগ্রেট করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৩। ইস্টার্ণ রিফাইনারির দক্ষ সরবরাহ চেইন ও আমদানি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন

জ্বালানি নিরাপত্তা অস্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক, দক্ষ ও টেকসই সরবরাহ চেইন গড়ে তোলা অপরিহার্য। বিশ্বজুড়ে মূল্য অস্থিরতা ও সরবরাহ বিঘ্নের প্রেক্ষাপটে, ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) প্রযুক্তিনির্ভর বেশ কিছু আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও সাশ্রয়ী, নির্ভুল ও রেসপনসিভ করে তোলা হয়েছে :

- Custody Transfer Flow Meter (CTFM): আমদানিকৃত HSD ও ক্রুড অয়েলের জন্য তেল বিপনন লাইনে উচ্চ-নির্ভুল কাস্টিড ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ERP সফটওয়্যারের সাথে উপরোক্ত সিস্টেমসমূহ একীভূত করে বিপণন ব্যবস্থাকে আরও ডিজিটালাইজ করা হবে।
- Automatic Tank Gauging (ATG): ATG স্বয়ংক্রিয়ভাবে তরলের স্তর, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপ করে, অ্যালার্ম দেয়, লগশিট তৈরি করে এবং ভবিষ্যতে ERP-এর সাথে সংযুক্ত করে ইনভেন্টরি ও রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে আরোও উন্নত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (SPM) প্রকল্প : SPM প্রকল্পটি "ইআরএল ইউনিট-২" এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ Backward Linkage হিসেবে কাজ করবে এবং রিফাইনারির প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা বছরে ৪.৫ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীত করতে সহায়ক হবে।
- সমন্বিত ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন প্ল্যাটফর্ম : বিপিসি ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি একীভূত সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা।

৪। জ্বালানি সরবরাহ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত কৌশলঃ

বাংলাদেশে জ্বালানি সরবরাহ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী ও বহুমুখী কৌশল প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। এটি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি ও সংকট মোকাবিলায় সহায়ক হবে। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। নিচে প্রস্তাবিত কৌশলগুলো তুলে ধরা হলো :

ক) ইআরএল ইউনিট-২ নির্মাণসহ অপর একটি রিফাইনারি স্থাপন : ২০২৯-২০৩০ অর্থবছরে দেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা প্রায় ১০.৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন হবে, সেক্ষেত্রে ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও ৬.২৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনের ঘাটতি থাকবে। ইউনিট-২ প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও দেশের অর্থনীতির উপর চাপ কমানো সম্ভব হবে। এছাড়াও বৃহৎ সক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি রিফাইনারি স্থাপনের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ।

খ) কৌশলগত মজুদ তৈরি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ:

- জরুরি পরিস্থিতিতে অপরিশোধিত তেল ও গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোলিয়াম পণ্যের কৌশলগত মজুদ বৃদ্ধি করা। কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে বৃহৎ পরিসরে অর্থাৎ ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল এর জন্য ১১টি ক্রুড অয়েল এবং ৩ লক্ষ মেট্রিক টন ডিজেল এর জন্য ১৩টি স্টোরেজ ট্যাংকসহ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- জ্বালানি উৎপাদন, পরিবহন, সঞ্চয় ও বিতরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ও টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ।
- পর্যায়ক্রমে পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো প্রতিস্থাপন।

গ) জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ: কৌশলগত কারণে এবং প্রতিযোগিতামূলক দর প্রাপ্তির লক্ষ্যে যথাসম্ভব বহুমুখী উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) ঝুঁকি প্রশমন ও জরুরি প্রস্তুতি:

- ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সন্ত্রাসি হামলা থেকে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিকল্পনা তৈরি।
- দীর্ঘমেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্ব স্থাপন।
- যৌথ অগ্নি-নির্বাপণ ইউনিট স্থাপন: ইআরএল সহ সকল মার্কেটিং কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর এমন একটি আধুনিক যৌথ ফায়ার ফাইটিং ইউনিট স্থাপন জরুরি যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম ও ফ্যাসিলিটিজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঙ) আইন ও নীতি কাঠামো জোরদার : শক্তিশালী আইন ও নীতি কাঠামো তৈরি করা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন, পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কৌশল বাস্তবায়ন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

ইআরএল কর্তৃক অর্জিত সাফল্যঃ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) ১৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আবারও একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করেছে, যা ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিটের শতভাগ ইনস্টলড সক্ষমতার চেয়েও বেশি এবং এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরেও ইআরএল অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেছিল। এছাড়াও, ইআরএল এলপিজি উৎপাদন পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রায় ৪০% বৃদ্ধি করে দেশের জ্বালানি খাতে প্রকৌশল শ্রেষ্ঠত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইআরএল-কে বিশেষ 'সম্মাননা স্মারক' ও 'সম্মাননা সনদ' প্রদান করা হয়।

এলপি গ্যাস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি:

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজতপূর্বক গার্হস্থ্য রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে এটি বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে ৩মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং প্রতিটি শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা। এলপি গ্যাস লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর শতভাগ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

খ) কার্যাবলী:

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে বর্তমানে যথাক্রমে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রেট রানিং চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিপিসি'র অনুমোদনক্রমে বিজিবি'র নিকট বোতলজাতকৃত এলপিজি সরবরাহ করা হয়। এক শিফটে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক প্রায় ২৫,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,০০০ মেট্রিক টন। এছাড়া, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর নিয়ন্ত্রণাধীন রশিদপুর সিআরইউ প্ল্যান্ট হতে বার্ষিক প্রায় ৩০০ মেঃ টন এলপিজি বাল্কে বিক্রি করা হয়।

(২) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেড এর বাল্ক এলপিজি ক্রয়ের বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও এসজিএফএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

বছর	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	
২০২৪-২০২৫	১৬,৩৯৩.৭৭৫০	৪,২৮৫.৮৩২৫	২০,৬৭৯.৬০৭৫

(৩) আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণি-২ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-২

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান

(লক্ষ টাকায়)

বছর	সম্ভাব্য করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০২৪-২০২৫	১৫১৪.০০	১৪১.০০	৬৩৮.০০	৯০৪.০০	লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প নেই। তবে উল্লেখ্যযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নরুপ:

ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড এর চট্টগ্রাম প্ল্যান্টের নতুন অটোমেটিক ফিলিং সিস্টেম (ক্যারোজেল) স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। এতে কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

খ) বিপিসি'র সার্কুলেশনের সিলিন্ডার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০,০০০ নতুন সিলিন্ডার ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

বিপিস'র নিজস্ব অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহীত কোন প্রকল্প নেই, তবে নিম্নের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নাধীন:

ক) ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের রি-টেষ্টিং ইউনিট প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

খ) বিপিসি'র সার্কুলেশনের সিলিন্ডার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপণন কোম্পানির চাহিদার বিপরীতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে (ত্রিশ হাজার) ৩০,০০০ নতুন সিলিন্ডার ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।

গ) বিপিসি'র সার্কুলেশনে থাকা পুরাতন প্রায় (চার হাজার) ৪,০০০ সিলিন্ডার মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৫,০০০টি সিলিন্ডারের পুরাতন ভালভ পরিবর্তন করে নতুন ভালভ সংযোজন ও রংকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) সিলেটস্থ কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টের এলপিজি ফিলিং সিস্টেম আপগ্রেড করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন:

এ কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষ জনবলে রূপান্তর করার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে এ কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে:

ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

খ) বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)।

গ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট (বিপিআই)।

ঘ) হাইড্রো কার্বন ইউনিট।

ঙ) বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) ও অন্যান্য।

(৭) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

দেশে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ১৭ (সতের) লক্ষ মেট্রিক টন এলপি গ্যাসের চাহিদা রয়েছে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকলে এ চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে। চাহিদার বিপরীতে সরকারিভাবে এলপিজি সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১.২%, অবশিষ্ট ৯৮.৮% এলপিজি বেসরকারি এলপিজি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে ১০০% এলপিজি সরবরাহ করা হলেও পরবর্তী সময়ে সরকারিভাবে দেশে কোন এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপন না করায় এলপিজি খাতটি বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষাপটে, সরকারিভাবে এলপিজি'র অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি, জনসাধারণের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক স্বল্প মেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা :

ক) মোংলা এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বিপিসি'র নির্ধারিত জায়গায় বার্ষিক ১ লক্ষ মেট্রিক টন আমদানি নির্ভর এলপিজি মজুদ, বোতলজাতকরণ ও বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর আওতায় চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় অথবা সুবিধাজনক এলাকায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এ) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা:

ক) দেশের জ্বালানি সমস্যা দূরীকরণ ও এলপিজি'র বাজারে সরকারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে Intrgrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) এর আওতায় বিপিসি'র তত্ত্বাবধানে মাতারবাড়ি, মহেশখালিতে ২০৩১ সালের মধ্যে বার্ষিক ১০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি মাদার টার্মিনাল নির্মানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) এর আওতায় বিপিসি'র মাতারবাড়ি, মহেশখালিতে ২০৪১ সালের মধ্যে বার্ষিক ৫০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি মাদার টার্মিনাল -২ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। অন্যান্য কার্যক্রমঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এর অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে এবং মসজিদ, এতিমখানা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান করে থাকে।

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

১৯৬৫ সালে স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক) - এর যৌথ উদ্যোগে ৫০ঃ৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী (প্রাইভেট) লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৯,৭৬,০০০/- টাকা। প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের ৯৮,৮০০ টি 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার এবং ৯৮,৮০০ টি 'বি'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

মার্চ, ১৯৭৫ এ এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫' - এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ১৯,৮০০/- টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট স্থানান্তরকরা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা "বি" ক্লাশ সাধারণ শেয়ার হোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা ''এ'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

শেয়ার মূলধনঃ

২৫০০০০ "এ" -(দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ) সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/- টাকা হারে	=	২,৫০০,০০০
২৫০০০০ "বি" -(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন) সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/-	=	২,৫০০,০০০
ইস্যুকৃত, বিলিকৃত এবং পরিশোধিত মূলধনঃ		
৯৮,৮০০ "এ" -(দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ) সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/- টাকা হারে	=	৯৮৮,০০০
নগদ টাকায় পরিশোধিত		
৬৮,৩০০ "বি" -(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন) সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/- টাকা হারে	=	৬৮৩,০০০
নগদ টাকায় পরিশোধিত		
৩০,৫০০ "বি" -(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন) সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/- টাকা হারে	=	৩০৫,০০০
সুচিন্তিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিশোধিত টাকা	=	১,৯৭৬,০০০

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সম সংখ্যক (দুই জন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সম সংখ্যক (দুই জন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক ''বি'' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এলক্ষে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের লুব্রিকেটিং বেইজ অয়েল আমদানির ৩০০০ মেঃ টনের সক্ষমতা অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের লুব্রিকেটিং বেইজ অয়েল ব্লেন্ডিং ৪০০০ মেঃ টনের সক্ষমতা অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তুতকৃত লুব্রিকেটিং পণ্য ও সংযোগক দ্রব্য আমদানি ১০০ মেঃ টনের সক্ষমতা অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্রিজ প্ল্যান্টের উৎপাদন ও বাজারজাত ১০০ মেঃ টনের সক্ষমতা অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিপিসি'র আমদানি হতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল সংগ্রহ ও মজুদ ৩০০০০ মেঃ টনের সক্ষমতা অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ইআরএল- এ উৎপাদিত জ্বালানি তেল সংগ্রহ ও মজুদ ৩৫০০০ মেঃ টনের সক্ষমতা অর্জন;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দক্ষ, আধুনিক ও স্মার্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১০০ জন কর্মকর্তা, কর্মচারি-শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ:

	২০২৪-২০২৫	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত লাভ (প্রভিশনাল)
১	২	৩
কর পূর্ব মুনাফা	২৩.৭৭	-
(-) কর	৭.৭৩	-
কর উত্তর মুনাফা	-	১৬.০৪
লভ্যাংশ ২৫%	৪.০১	-

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে গ্রিজ কুলেন্ট প্রোডাক্ট - এই গ্রীজ কুলেন্ট প্রোডাক্ট এর জন্য এসএস ট্যাংক, এসএস পাইপ, এসএস গেইট ভাল্ব, এসএস ফিল্টার, পাম্প, মোটর সেট সহ বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

(০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিঃ	৬০	১৩০

জ্বালানি তেলের সরবরাহ (মেট্রিক টন)

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২৪-২৫)		পূর্ববর্তী বছর (২০২৩-২৪)	
চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
	৮৫৭৩৩		৬৮২১৮

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি

১। কোম্পানির পরিচিতি:

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব অর্থায়নে লুব অয়েলের প্রধান কাঁচামাল, লুব বেইস অয়েল আমদানীপূর্বক তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল এবং জেওসিএল) মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সংস্থা, যেমন- বাংলাদেশ প্রতিরক্ষাবাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চিনিকলসমুহ, জুটমিল, সার কারখানা, বিভিন্ন শিল্প কারখানায় তাদের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করে আসছে। তাছাড়া বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিটুমিন সরবরাহ করে আসছে।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি একটি প্রাচীন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিং কোম্পানি। ১৯৬৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) কর্তৃক এ কোম্পানি 'ইস্ট পাকিস্তান লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড' নামে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং ফার্ম-এ নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) ৪৯% শেয়ার নিজের অধীনে রেখে বাকি ৫১% শেয়ার বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের নিকট হস্তান্তর করে, এবং ইস্ট পাকিস্তান লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালে এ কোম্পানির নাম ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড' নামে পরিবর্তন করা হয় এবং ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৭৬ সালে, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সাথে তালিকাভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি)-এর সমুদয় শেয়ার বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়। ২০২৪ সালে, কোম্পানির নাম ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি হিসাবে পরিবর্তিত হয়।

অত্র কোম্পানি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ব্লেন্ডিং ব্যবসার পাশাপাশি বেইস অয়েল আমদানি এবং অক্টোবর ২০১৯ থেকে বিটুমিন বিপণন করে আসছে।

প্রধান কার্যালয়	:	পদ্মা ভবন, স্ট্যান্ড রোড, সদর ঘাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ব্যবসা প্রকৃতি	:	পেট্রোলিয়াম পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ এবং বিটুমেন সংগ্রহ, মজুদকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিপণন।
ব্লেন্ডিং সক্ষমতা	:	২৪,০০০ মেট্রিক টন।
বেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক	:	৪ টি।
মোট স্টোরেজ ক্ষমতা	:	৪৯৪১ মেট্রিক টন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ:

- ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।
- কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।
- কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন তিনি পদাধিকার বলে পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য।

কোম্পানির বর্তমান শেয়ার স্ট্রাকচার: (৩০.০৬.২০২৫ অনুসারে)

	হার (%)	শেয়ার সংখ্যা
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৫১.০০	৮০৯৭৫৪
জীবন বীমা কর্পোরেশন	১৫.০৪	২৩৮৮১২
আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	১২.৬১	২০০১৩৭
বিদেশী বিনিয়োগকারী	০০	০০
ব্যক্তিগত (বাংলাদেশী)	২১.৩৫	৩৩৮৯১৪
মোট	**১০০.০০**	**১৫৮৭৬১৭**

* কোম্পানির শেয়ার ঢাকা স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত।

কার্যাবলী

- সরকার ও বিপিসি'র নির্দেশনার আলোকে লুব বেইস অয়েল আমদানিপূর্বক বিপিসি'র অধীনস্ত বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে লুব অয়েল ব্লেন্ডিংকরণ।
- গুণগত মান সমপন্ন লুব অয়েল প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে লুব অয়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিটুমিন সরবরাহ করা।
- প্রধান স্থাপনায় বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জনবল কাঠামো:

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্বৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
কর্মকর্তা	৪১	৭
কর্মচারী	৫৮	৩
মোট :	**৯৯**	**১০**

২। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানি গত অর্থ বছরের একই সময়কালের চেয়ে ব্যবসায়িক, পরিচালন ও আর্থিক ফলাফলের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই ২৪-মার্চ ২৫ সময়কালের কোম্পানির ব্যবসাসমূহের খাতওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(ক) লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিং:

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই ২৪-মার্চ ২৫ সময়কালে কোম্পানির লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিংয়ের পরিমাণ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৮৬.৫৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়কালে ব্লেন্ডিংয়ের পরিমাণ ৯০৩ মেট্রিক টন, যা গত অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল ৪৮৪ মেট্রিক টন। আলোচ্য সময়ে ব্লেন্ডিং খাতে আয় হয়েছে ৬৫.৬৮ লক্ষ টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়কালে ছিল ৩৫.৩৩ লক্ষ টাকা।

(খ) বেস অয়েল:

এ কোম্পানি কর্তৃক বেস অয়েল আমদানী ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিপিসি'র অধীন তেল বিপণনকারী কোম্পানিসমূহ হতে বেস অয়েলের ক্রয় আদেশ/চাহিদাপত্রের উপর। আলোচ্য সময়কালে তেল বিপণনকারী কোম্পানিসমূহ হতে বেস অয়েলের চাহিদাপত্র পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫৫৮ মেট্রিক টন বেস অয়েল আমদানি করা সম্ভব হয়েছে।

(গ) বিটুমিন বিপণন:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানির মোট বিটুমিন বিক্রয় পরিমাণ ৬৮৭৬.৫৪ মেট্রিক টন, যা গত অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ৭০৩৪ মেট্রিক টন। বিপিসির নির্দেশনায় ছয়টি সিটি কর্পোরেশনে (গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ) বাহিরেও সরকারি বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রকল্পে (সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২) বিটুমিন সরবরাহ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের জুলাই ২৪-মার্চ ২৫ সময়কালে বিটুমিন বিপণন খাতে মুনাফা হয়েছে ১০.৪৮ লক্ষ টাকা।

৩। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী বর্ণিত অর্থবছরে করোত্তর মুনাফা দাঁড়ায় ৫৪১.৪৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া আলোচ্য হিসাব বছরে এ্যাসেট ভ্যালু দাঁড়ায় ৩০৫০.৪২ লক্ষ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ১৯২.১৪ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাঁড়ায় ২৫.৯৩ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১২ মাসের হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৪। কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/ উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

১. প্রধান স্থাপনার (গুপ্তখাল, চট্টগ্রাম) অফিস ভবন পুনঃসংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে।

৫। ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

১. প্ল্যান্টের প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন করে নিজস্ব জমিতে আধুনিক প্ল্যান্ট, ল্যাবরেটরি এবং আনুসংগিক সকল অবকাঠামো গড়ে তোলা ।

২. প্ল্যান্টের প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন ও আইএসও সনদ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির মাধ্যমে ইএলবিপিএলসি প্ল্যান্টে উচ্চমানের API পারফরম্যান্স লেভেলের মাল্টিগ্রেড লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিং এর ব্যবস্থা করা এবং নিজস্ব মার্কেটিং টীম গঠনপূর্বক নিজস্ব ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারজাত করা ।

৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন:

লুব্রিকেন্টস পণ্য মজুতকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে এ কোম্পানি সর্বদা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে, যার চিত্র নিম্নরূপঃ

ক। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন পদে নতুন ০৩ (তিন) জন কর্মচারী নিয়োগ দান করা হয়েছে।

খ। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয় :

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- হাইড্রো কার্বন ইউনিট
- বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
- ইনষ্টিটিউট অব কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ
- ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ
- অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি

১। কোম্পানি পরিচিতিঃ

পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি (পিটিসি-পিএলসি), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর একটি নতুন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৮ই নভেম্বর ২০২২ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। পিটিসি-পিএলসি বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের পাইপলাইন পরিচালনা ও সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। কোম্পানিটি দেশব্যাপী তরল জ্বালানির জন্য সঞ্চালন পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। পিটিসি-পিএলসি দেশের জ্বালানি তেলের নিরাপদ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পাইপলাইন সমূহের দক্ষ পরিচালনার মধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যঃ

ক) সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) পাইপলাইন এর কমিশনিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

খ) চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন এর কমিশনিং পর্যায়ে রয়েছে।

গ) বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন এর অপারেশন কার্যক্রম চালু আছে।

৩। অর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি (পিটিসি-পিএলসি)'র পাইপলাইনের মাধ্যমে সর্বমোট ২৯,১৬,৮৫,৫১৬.০০ লিটার জ্বালানি তেল ট্রান্সমিট হয়েছে যার বিপরীতে বিপিসি কর্তৃক হুইলিং চার্জ নির্ধারন সাপেক্ষে অত্র কোম্পানি বিপিসির নিকট হতে হুইলিং চার্জ প্রাপ্ত হবে।

এছড়াও অত্র কোম্পানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সর্বমোট ১৬.১২ লক্ষ টাকা (অনিরীক্ষিত) সরকারি কোষাগারে জমা দানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডঃ

ক) সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) পাইপলাইন।

খ) চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন।

গ) বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন।

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

১. জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটি।

২. চট্টগ্রাম এমআই টু শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট পাইপলাইন।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বর্তমানে কোম্পানিতে ৬৫ জন কর্মকর্তা ও ৭২ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

দেশীয় পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে ঋণ ও দায়-দেনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালা, অর্থ ও হিসাব, ভ্যাট-ট্যাক্স, অগ্নি নির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা, অফিস ব্যবস্থাপনা, তেল পরিবহন ও সংরক্ষণ, পাইপলাইন প্রকল্পে যন্ত্রপাতি ও ইনস্ট্রুমেন্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রুড অয়েল ও প্রোডাক্ট সংক্রান্ত পরিমাপ ও শিপিং, নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, এবং তেল-গ্যাস নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ ও SCADA বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৬ জন কর্মকর্তা চীনে 'Practical Training on Single Point Mooring (SPM) buo–, Pump, Fire Fighting, SCADA & Telecommunication' এ অংশগ্রহণ করেছেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৭। জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. পাইপলাইন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে আধুনিক এবং যুগোপযোগী কারিগরি বিষয়গুলির যথাযথ সংস্থান নিশ্চিত করা।

২. অবকাঠামো, প্রযুক্তি, মানবসম্পদ এবং সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির বিস্তারিত কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩. দেশের শিল্প অঞ্চলগুলোতে পাইপলাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিল্পায়নের গতি বাড়ানো।

৪. পাইপলাইনে রিয়েল-টাইম তেল সরবরাহ ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করে তেল সরবরাহের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলায় পাইপলাইনে সিসিটিভি, সেন্সর, পেট্রোলিং টিম ও আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

১. পরিচিতি:

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছে।

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) ভোক্তাকে সঠিক মান এবং পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঙ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(ছ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্‌ ও স্ট্যান্ডার্ডস্‌ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(জ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ট) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;

(ঠ) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ড) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য:

২.১ ট্যারিফ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ (খ) অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন করার আইনী দায়িত্ব রয়েছে। কমিশন বিদ্যুৎ এর পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং

ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন এলপিজি'র ট্যারিফ, জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল) এর ট্যারিফ নির্ধারণ করে থাকে এবং বিপিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ফার্নেস অয়েল এর মূল্যহার নির্ধারণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এপ্রিল ২০২৫ তারিখ শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

২.২ বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ (ট) অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করার আইনী দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী সালিস আইন, ২০০১ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন আইন অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশন কর্তৃক বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৯টি প্রাপ্ত বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদনের বিপরীতে ৪২টি আবেদন শুনানিঅন্তে নিষ্পত্তিপূর্বক রোয়েদাদ জারি করা হয়েছে।

২.৩ লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ (ঘ) অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ করার আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী কমিশন বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স ইস্যু করে থাকে। কমিশন কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (নতুন, নবায়ন, সংশোধন) মোট ২২১ টি লাইসেন্স ও লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গ্যাস খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (নতুন, নবায়ন, সংশোধন) মোট ২৭৩ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (নতুন, নবায়ন, সংশোধন) মোট ৪০৮ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম খাতে সর্বমোট ৯০২ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

২.৪ এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ (ক) অনুযায়ী এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণের আইনী দায়িত্ব রয়েছে। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক এনার্জি অডিট প্রবিধানমালা (খসড়া) প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৫ প্রবিধানমালা প্রণয়ন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৯ অনুযায়ী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করার আইনী দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক (প্রেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সঞ্চালন, মজুতকরণ, সরবরাহ, বিপণন বিতরণ) ও ভোক্তাপর্যায়ে ট্যারিফ নির্ধারণ প্রবিধানমালা, ২০২৪ (খসড়া) গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৬ অভিন্ন হিসাব কার্যক্রম:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ (ছ) অনুযায়ী সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণে কমিশনের আইনী দায়িত্ব রয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি গ্যাস সংস্থা/কোম্পানিতে বাস্তবায়নের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে।

২.৭ সাংগঠনিক কাঠামো:

কমিশনের আইনী দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা তথা জনগণকে প্রদত্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবার মান উন্নয়নে কমিশনের প্রস্তাবনা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) টি পদ সৃজনের জন্য মে ২০২৫ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৮ South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর সভায় অংশগ্রহণ:

১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ দিল্লী ভারতে অনুষ্ঠিত SAFIR এর 27th Executive Committee Meeting (ECM) এবং 30th Steering Committee Meeting (SCM) এ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব জালাল আহমেদ অংশগ্রহণ করেছেন।

২.৯ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ৫ (পাঁচ) টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

২.১০ ইআরপি সফটওয়ার প্রবর্তনের উদ্যোগ:

কমিশনের সার্বিক দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার লক্ষ্যে এবং পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইআরপি সফটওয়ার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১১ কমিশন কার্যালয় স্থানান্তর:

গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকল্পে ও কমিশন কার্যালয়ের কর্মপরিবেশ সহায়ক করার লক্ষ্যে কমিশন দপ্তর ২২ জুন ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশে ট্রেডিং কর্পোরেশন (টিসিবি) হতে আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭(১) এ বর্ণিত উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ধারা ১৯ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সংস্থান থেকে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ৫ (পাঁচ) টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

৫. পরিবেশ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অনুযায়ী কমিশন এনার্জি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এসব লাইসেন্স ইস্যু করার পূর্বে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC) গ্রহণ করা হয়। কমিশন চূড়ান্ত লাইসেন্স অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ও জেনারেটরের অবস্থানগত বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

৬. কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

কমিশন নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে:

১) সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডস এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২) লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩) জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করা;

৪) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

৫) এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার করা;

৬) কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;

৭) আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও এলপিজি'র ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা;

৮) Performance Management System চালুকরা;

৯) এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা;

১০) জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (Prepaid meter, EVC meter ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১১) আগারগাঁওস্থ শেরে-ই-বাংলানগরে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা;

১২) কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন করা;

১৩) কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

১৪) কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন Tools এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি;

১৫) রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা;

১৬) কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা;

১৭) ই-লাইসেন্সীং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

১৮) কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি;

১৯) কমিশনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. অন্যান্য কার্যক্রম:

(ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৫ টি কমিশন সভা, ২৩ টি বিশেষ কমিশন সভা, ১২ টি সমন্বয় সভা এবং ০২ টি গণশুনানি সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

দপ্তর /সংস্থার পরিচিতি ও কার্যাবলী:

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতিত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি জিএসবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মনিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, জিএসবি এর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে লৌহ আকরিক, পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া জিএসবির একটি প্রকল্পের মাধ্যমে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর বালিতে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওকক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ চিহ্নিত হয়েছে। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে এবং পিট বর্তমানে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১.১ জনবল কাঠামো:

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৬৫৩	৫০৮	১৪৫		
মোট	**৬৫৩**	**৫০৮**	**১৪৫**	-	

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৪৩	১৪	৭৫	১৩	১৪৫

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: উপ-মহাপরিচালক -২টি।

১.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	১৯	১৯	০৯	৭৬	৮৫	

২. **২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:** বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি'র) বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব খাতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৮ টি বহিরঙ্গন কর্মসূচির মাধ্যমে ৬৮৯ বর্গ কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন, ২৫০ বর্গ কিলোমিটার ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়ন, ৬৫ বর্গ কিলোমিটার রাসায়নিক মৌলের অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈশ্লেষিক রসায়ন গবেষণাগারে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩৮৫ টি নমুনা প্রাপ্ত হয় ও ৩৩৮ টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪ টি প্রবন্ধ/প্রতিবেদন জিএসবির ডেটা সেন্টারে জমা হয়। বিদেশে ০৩ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। ০৩-০৪ মে ২০২৫, ২দিন ব্যাপী ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে "Geology for sustainable development, Planning and Climate

Resilient Bangladesh" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয় জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জিএসবির মহাপরিচালক ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এস.এম. মঈন উদ্দীন আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে জিএসবির সকল কর্মকর্তাসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপকগণ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, জিএসবির সাবেক মহাপরিচালকবৃন্দ ও দেশের প্রথিতযশা ভূতত্ত্ববিদ উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানে ভূতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৭০ টির বেশি প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও গবেষণা পত্রের একটি এবস্ট্রাক ভলিউম উন্মোচন করা হয়। জিএসবির ৮১ পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। জিএসবি'র ইন্টার্নশীপ এর আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিষয়ে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

জিএসবিতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয় তা নিম্নরূপ:

১. "গাজীপুর জেলাধীন টঙ্গী এলাকায় ভূপদার্থিক যন্ত্রপাতি সমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষণ কর্মসূচি- ২০২৪"।

২. "আগস্ট, ২০২৪ সালের আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় ফেনী ও নোয়াখালী জেলাসমূহ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর সরেজমিন পরিদর্শন"।

৩. "গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী নদীসমূহ দ্বারা জমাকৃত পললের মণিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং কাঁচ বালির সম্ভাবতার নিরূপণ"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৪. "খুলনা জেলার অন্তর্গত দাকোপ উপজেলা ভূমিরুপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দূর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৫. "গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় স্পাশিও-টেমপোরাল ডাইনামিক্স নির্ধারণসহ ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৬. "সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৭. "চট্টগ্রাম শহরের উপকূলীয় অংশে এবং এর আশেপাশে সামুদ্রিক দূষণ নির্দেশক হিসেবে বেন্থিক ফোরামিনিফেরার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকরণ"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৮. "যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চল ও এর আশেপাশের পরিবেশ ভূতত্ত্ব বিশ্লেষণ" শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৯. "সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট এবং জৈন্তাপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী নদীসমূহ দ্বারা জমাকৃত পললের মণিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং কাঁচ বালির সম্ভাবতা নিরূপণ"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

১০. "ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় হাইড্রোজিওলজিক্যাল অনুসন্ধানের মাধ্যমে পানির আধারের অবস্থান, গুনগতমান ও পরিবেশ মূল্যায়নকরণ এবং ভূ-রাসায়নিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

১১. "নওগাঁ জেলার অন্তর্গত পোরশা-সাপাহার ও তদসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ মানচিত্রায়ন"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

১২. "কক্সবাজার জেলায় LEWS যন্ত্র স্থাপনের লক্ষ্যে সরেজমিন"পরিদর্শন ।

১৩. "খুলনা জেলার অন্তর্গত দাকোপ উপজেলার উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন"শীর্ষক বহিরঙ্গন।

১৪. "চট্টগ্রাম শহরের উপকূলীয় অংশে এবং এর আশেপাশে সামুদ্রিক দূষণ নির্দেশক হিসেবে বৈশ্বিক ফোরামিনিফেরার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকরণ"।

১৫. "গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের পাথরের মজুদ, উত্তোলনযোগ্য পাথরের পরিমাণ এবং উত্তোলনের সময় বিষয়ক বিশেষ কর্মসূচি-র আওতায় কোয়ারীসমূহের এলাকায় রেজিস্টিভিটি ইমেজিং (ERT) সার্ভে।

১৬. "দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলাধীন হাকিমপুর ও পাঁচবিবি উপজেলাধীন হিলি-বাগজানা-করিয়া-কুতুবপুর এলাকায় প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ"।

১৭. "চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন" শীর্ষক বহিরঙ্গন।

১৮. "সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন" শীর্ষক বহিরঙ্গন।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২
৪৪৬১.১৪	৩৯০২.৪৫
(রাজস্ব সংশোধিত বাজেট)	(৮৭.৪৮%)

৪. বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিএসবিতে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প ছিল না। তবে "জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগরায়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার (Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU).)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বর্তমানে চলমান আছে।

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় "জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগরায়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার (Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU).)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৭৩৬.২০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা ও ডিপিজি ১৫৩৬.৬০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় ১৭১৩.০০ লক্ষ টাকা। যা মোট অর্থবছরের ব্যয়ের ৯৮.৬৬%।

"বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ"শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং পিডি ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ সম্পনণ হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (যেমন এনএপিডি, বিআইএম, আরপিএটিসি, বিপিআই ইত্যাদিতে) ০৭ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। জিএসবিতে ২৮ টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ১২১৬ জন (একজন কর্মকর্তা একাধিকবার প্রশিক্ষণ) কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। অধিদপ্তরে ০২ টি সেমিনার ও ১২ টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৭৯৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। বিদেশে ০৩ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ০৩-০৪ মে ২০২৫, ২দিন ব্যাপী ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে "Geology for sustainable development, Planning and Climate Resilient Bangladesh" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

৭. জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ জিএসবির কর্ম পরিকল্পনা:

জ্বালানি বিষয়ে জিএসবি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় কোর ব্যবস্থাপনা, খনিজ অনুসন্ধান, বহিরঙ্গন কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বালু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, জিওলজিক্যাল গবেষণাসহ ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ০২ (দুই) টি প্রকল্প চলমান আছে এবং বাকি ০৮ (আট) টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অননুমোদিত অবস্থায় রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে জিএসবি নতুন নতুন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আবিস্কারে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

১. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে ২০ মে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স, এবং উত্তোলন/আহরণের লক্ষ্যে খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

প্রধান কার্যাবলি:

(ক) দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান।

(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(গ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঙ) মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির (যদি থাকে) রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঝ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঞ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ সমূহের এলাকা ভিত্তিক ম্যাপিং (সূত্রঃ জিএসবি-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত)

২. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএমডির রাজস্ব আদায়ের প্রজ্জলিত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭০.০০/- (একশত সত্তর কোটি) কোটি টাকা। উক্ত অর্থবছরে (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) আদায়কৃত মোট রাজস্বের পরিমাণ ২৫৭,৫৮,৯৪,৯৪১/- (দুইশত সাতান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শত একচল্লিশ) টাকা।

গাইবান্ধা জেলাধীন গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি উপজেলাধীন তিনটি ব্লকের মোট ২৩৯৫ হেক্টর (বালাশি: ব্লক-এ ৭৯৯ হেক্টর, মোল্লারচর: ব্লক-বি ৭৯৮ হেক্টর এবং কামারজানি: ব্লক-সি ৭৯৮ হেক্টর) এলাকাকে খনিজ বালু সমৃদ্ধ এলাকা ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ২০-০৬-২০২৪ তারিখে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেডকে ইজারা প্রদানের পর উক্ত বছরে পরিশোধিত রয়্যালটির পরিমাণ ২,০৮,২০৭/- (দুই লক্ষ আট হাজার দুইশত সাত) টাকা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পঞ্চগড় জেলায় ১০ টি এবং লালমনিরহাট জেলায় ০৯ টি পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কোয়ারি ইজারার ফলে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৯৭,৩৫,৬০২/- (সাতানব্বই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত দুই) টাকা।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর আওতাধীন গেজেটভুক্ত কোয়ারিসমূহ হতে অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধের লক্ষ্যে প্রতিমাসে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোয়ারি এলাকায় অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএমডি হতে সিলেট জেলায় ০৩ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে ও সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

অবৈধভাবে উত্তোলিত/জব্দকৃত খনিজ সম্পদ নিলামে বিক্রয় করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অদ্যাবধি ২০,১৩,৯০,৫৮৭/- (বিশ কোটি তেরো লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত সাতাশি) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

২০২৪-২৫ মানবসম্পদ উন্নয়নে ৬০ জনঘন্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং বিএমডির দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তৃতীয় শ্রেণির ০৩ টি ক্যাটাগরির ০৪ টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন পত্র জমা দানের শেষ তারিখ ২৪-০৭-২০২৫।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (আবেদন ফি, রয়্যালটি, বার্ষিক ফি, নিরাপত্তা জামানত, নিলামকৃত রয়্যালটি, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৭২৫.৫২ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ১৩.৮৩ কোটি টাকা। বিএমডির জনবলবৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আদায় (এজির তথ্য)	দাপ্তরিক ব্যয়
২০২০-২০২১	৭৮.৪৩	২.১০
২০২১-২০২২	৮৮.১৩	২.৪৩
২০২২-২০২৩	১১৬.০২	১.৯৮
২০২৩-২০২৪	১৮৫.৯৪	২.২৮
২০২৪-২০২৫	২৫৭	৫.০৪
মোট=	৭২৫.৫২	১৩.৮৩

৪. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড: বিএমডিতে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেই

৫. বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প: বিএমডিতে বাস্তবায়নাধীন কোনো প্রকল্প নেই

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ জনবল হিসাবে গড়ে তুলতে বছরব্যাপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও শিখন সেশন আয়োজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিএমডির আয়োজিত কর্মসূচীসমূহঃ

"জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা ২০২৩" অনুযায়ী কর্মচারীগণের দক্ষতা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণসহ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর সকল কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭. জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছে।

(ক) নিজস্ব জায়গায় বিএমডির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ: বিএমডির কাজের পরিধির তুলনায় জনবলের তীব্র সংকট এবং নিজস্ব কোনো অফিস না থাকায় ঢাকায় নিজস্ব অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(খ) আঞ্চলিক অফিস স্থাপন: দেশে বর্তমানে ০৪ টি কয়লা ক্ষেত্র, ০১ টি কয়লা খনি, ০১ টি কঠিন শিলা খনি, গেজেটভুক্ত ৫১ টি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, গেজেটভুক্ত ৭৮ টি সিলিকা বালু কোয়ারি ও গেজেটভুক্ত ১৬ টি সাদামাটি কোয়ারি রয়েছে। এছাড়া, দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় লৌহ আকরিক অনুসন্ধান কার্যক্রম এবং গাইবান্ধা জেলায় খনিজ বালির অনুসন্ধান কার্যক্রম শেষে সম্প্রতি খনি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। দেশের অধিকাংশ পাথর, সিলিকা বালু এবং সাদামাটির কোয়ারি সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। বিএমডির কোনো আঞ্চলিক অফিস না থাকায় এবং জনবল সংকটের কারণে এসব খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা অত্যন্ত কঠিন। ফলে একদিকে যেমন খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন রোধ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া, সিলেট অঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবছর পাহাড়ি ঢলে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন খনিজ যেমন: ভাসমান কয়লা (বাংলা কয়লা), চুনাপাথর, নুড়ী পাথর পানির সাথে ভেসে আসে এবং কৃষি জমি, বসত-ভিটায় জমা হয়। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন রোধ এবং অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে দেশের খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ ০২ টি বিভাগে (সিলেট ও রংপুর) আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(গ) জনবল বৃদ্ধি: দেশব্যাপী বিএমডির দাপ্তরিক কার্যক্রম বিস্তৃত হওয়ায় আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং বিএমডির নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণপূর্বক এই অফিস ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত জনবল নিয়োগ করা।

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র সকল নাগরিক সেবাকে (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা) E-License and lease Management system সফটওয়্যার প্রণয়ন করে অনলাইন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত সফটওয়্যারে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করে আরও যুগোপযোগী ও নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যে মডিফিকেশন/আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঙ) অনাবিষ্কৃত খনিজের উৎস অনুসন্ধান: খনিজ সম্পদের আবিষ্কৃত উৎস ও ক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য এলাকায় একই ধরনের খনিজ অথবা ভিন্ন ধরনের খনিজ অনুসন্ধান ও বর্তমানে গেজেট সমূহ হালনাগাদ করণে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সাথে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১. বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলী

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপলাইন, সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকা মহানগরের সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশাল-এর বিভাগীয় শহরে এ দপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ অবস্থিত। চট্টগ্রাম বিভাগীয় অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধানের পদ উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং অন্যান্য বিভাগীয় অঞ্চলের দপ্তর প্রধানের পদ বিস্ফোরক পরিদর্শক।

উদ্দেশ্য

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলী

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আইন এবং বিধিমালাসমূহের প্রযোজ্য বিধান প্রয়োগের দায়িত্ব বিস্ফোরক পরিদপ্তরের ওপর অর্পন করা হয়েছে :

১। বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪	
১.১। বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	১ এর আওতায় প্রণীত
১.২। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১	
১.৩। গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫	
১.৪। তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪	
১.৫। সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫	
১.৬। এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮	
২। পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	
২.১। পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	২ এর আওতায় প্রণীত
২.২। কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
২.৩। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১	

অধিকন্তু, বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট, ১৯০৮ এবং আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮ এর আওতায় রুজুকৃত মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮ অনুসারে কতিপয় বিপজ্জনক পদার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

কাজের বর্ণনা

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি ও অটোগ্যাস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ নকশা অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি ও অটোগ্যাস গ্যাস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগিতা যাচাইকরণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করে সনদপত্র প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোনো বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

২. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদানও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি

বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্স: বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদের জন্য ৪১২টি আবেদন নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

পেট্রোলিয়াম ট্যাংকের গ্যাসমুক্ত সনদ জারি: পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্র্যাপিং এর পূর্বে ৫,৩০১টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর: এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের ৩৮৪টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

পরিদর্শন: এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট, এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট ও সিলিন্ডার রিটেস্ট সেন্টার পরিদর্শনের সংখ্যা ৪০টি।

বেজা/এসইজেড অঞ্চলের লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তি: বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে ২১টি বিস্ফোরক লাইসেন্স আবেদন নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

লাইসেন্স নবায়ন: প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, এলপিজি, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধারের আমদানি, পরিবহন ও মজুদের ১০,৭৭৭টি লাইসেন্স অনলাইনে নবায়ন করা হয়েছে।

প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের আমদানির অনাপত্তিপত্র: প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ ও অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের আমদানির ৩,৩১২টি অনাপত্তিপত্র অনলাইনে মঞ্জুর করা হয়েছে।

সিলিন্ডার আমদানি: প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ৩৮৪টি আবেদনের মধ্যে ৩৮৪টি আবেদনই নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০%।

গ্যাস পাইপলাইন: সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ১৫৬টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৮২টি গ্যাস পাইপ লাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ: সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১০১টি ক্ষেত্রে বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৩. আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার কারণে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। লাইসেন্সের ফি বিভিন্ন সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আয় ও ব্যয়-এর হিসাব প্রদান করা হলো:

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৭,৮৬,২৩,০০০/-	২,৪৭,০৪,০০০/-
২০১৯-২০২০	৭,৫০,৩০,০০০/-	২,৮০,৫১,০০০/-
২০২০-২০২১	৬,৯৯,৮৩,০০০/-	২,৮৬,৯৩,০০০/-
২০২২-২০২৩	৬,৮৬,০৯,০০০/-	৩,৪৩,১৯,৮১৯/-
২০২৩-২০২৪	৫,২৬,৮৬,০০০/-	৩,৫১,৭৫,০০০/-
২০২৪-২০২৫	৬,৩২,২৯,০০০/-	৪,১৯,২২,০০০/-

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণের তারিখ	বিষয়বস্তুর বিবরণ
০৯/১২/২০২৪	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
০১-১২/৯/২০২৪	BSW System Piloting ফর্মে তথ্য সরবরাহ ও হেল্প ডেস্ক স্থাপন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

(৭) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

(ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক বিপজ্জনক পদার্থ সৃষ্ট দুর্ঘটনা হতে জান, মাল, জনজীবন এবং পরিবেশ-এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণসহ পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সেক্টরসহ অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারীদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

(খ) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দপ্তরে পুনঃগঠনপূর্বক আধুনিকায়নের জন্য ৩১৫ জনবল সমৃদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও বাস্তবায়নকরণ।

(গ) ল্যাবরেটরীতে নতুন সরঞ্জাম সংযোজনসহ আধুনিকায়নকরণ।

(ঘ) প্রদেয় সকল সেবা অনলাইনে সম্পাদনকরণ।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট পরিচিতি

ভূমিকা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি, নোরাড এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দুটি পর্যায়ে (১৯৮১-১৯৯২ এবং ১৯৯২-১৯৯৬) বাস্তবায়িত হয়। এই সময়েই বিপিআই-এর নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়, যা পরবর্তীতে আংশিক সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিবেশে পরিণত হয়েছে।

২০০৪ সালে প্রণীত 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন'-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে কাজ শুরু করে। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত কর্মকর্তাদের কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা, ডাটা ব্যাংক গঠন এবং সরকারকে পরামর্শ প্রদান - এই সবই বিপিআই-এর মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর পরিচালন ব্যয় সরকারের রাজস্ব খাত, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র অনুদান এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা হয়। প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সমীক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উদ্ভাবনী উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি খাতটির দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিপিআই-এর কার্যক্রম ১০ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ পর্যন্ত ৮৬টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা নীতিনির্ধারণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (Centre of Excellence) হিসাবে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;

২. ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন; এবং

৩. তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর কার্যাবলি-

(ক) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা ও ক্রমান্বয়ে এই সকল কর্মকান্ডের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের উপযোগী স্থাপনাদি উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা;

(খ) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারী সংস্থাকে সহায়তা;

(গ) তৈল গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঘ) একই ধরণের কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মাকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ঙ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

(চ) ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স ডিজাইন, কারিকুলাম, ও সিলেবাস প্রণয়ন করা;

(ছ) জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ এবং বিক্রয় করা;

(জ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে "ফি" গ্রহণ করা;

(ঝ) ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, ডরমিটরী ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা; এবং

(ঞ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বের অন্যত্র পরিচালিত অনুরুপ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।

জনবল কাঠামো:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯ম গ্রেডের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার ২টি পদ এবং ১৩তম গ্রেডের হিসাব রক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার-এর ১টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন করেছে। এসব নিয়োগ গভর্নিং বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও নৈতিকতার মানদণ্ড বজায় রেখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিপিআই-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।এই নিয়োগের মাধ্যমে জনবলসংক্রান্ত দীর্ঘদিনের ঘাটতি নিরসনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে।

জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর বিদ্যমান জনবল চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১।	মহাপরিচালক	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
২।	পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)	০১	০১	--	প্রেষণে নিয়োজিত
৩।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও)	০২	০০	০২	২টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
৪।	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৩	০২	০১	১টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
৫।	উপপরিচালক	০২	০০	০২	১টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
৬।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও)	০৮	০৬	০২	১টি পদ (১০%) নন-ক্যাডার থেকে নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত
৭।	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	--	
	২য়-৯ম গ্রেড মোট	**২১**	**১৪**	**০৭**	
৮।	হিসাব রক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	০১	০১	--	
৯।	পিএ	০৩	০১	০২	২টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
১০।	নকশাকার	০১	০১	--	
১১।	টেকনিশিয়ান (ল্যাব/কম্পিউটার)	০২	০১	০১	
১২।	সহকারী (স্টোর/হিসাব/প্রশিক্ষণ/লাইব্রেরি)	০৪	০৩	০১	
১৩।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০১	০২	২টি পদ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত
১৪।	গাড়িচালক	০৪	০৩	০১	আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত
	১৩-১৬তম গ্রেড মোট	**১৮**	**১১**	**০৭**	
১৫।	ম্যাপ কপিয়ার/এমোনিয়া প্রিন্টার/পিপিসি অপারেটর	০২	০২	--	
১৬।	ল্যাব এটেনডেন্ট	০১	--	০১	
১৭।	দপ্তরি	০১	০১	--	
১৮।	অফিস সহায়ক	০৬	০২	০৪	বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। প্রবিধানমালা সংশোধনীর কার্যক্রম চলমান।
১৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০৩	--	আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত
২০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	০১	--	
২১।	মালী	০১	০১	--	
	১৭-২০তম গ্রেড মোট	**১৫**	**১০**	**০৫**	
	সর্বমোট : (১ম+৩য়+৪র্থ)	**৫৪**	**৩৫**	**১৯**	

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ১৯টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ০৯টি পদ প্রবিধানমালা অনুযায়ী পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত আছে, গাড়িচালকের ০১টি পদ গাড়ি কম থাকায় শূন্য আছে। অপর ০৫টি শূন্যপদের নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০১টি পদ (১০%) নন-ক্যাডার থেকে নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত। ০৪টি পদ প্রবিধানমালায় বিদ্যমান নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়ায় জটিলতা থাকায় প্রবিধানমালা সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপর্যুক্ত শূন্যপদসমূহের বাইরে কুক, সহকারী কুক, মশালচি ও হোস্টেল অ্যাটেনডেন্টসহ কিছু পদ অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে জনবল কাঠামোর পুনর্গঠন ও যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ জরুরি। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

প্রশিক্ষণ

অর্থবছর ২০২৪-২৫ এ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এ সময়ে মোট ২৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (২৩টি ক্যালেন্ডারভুক্ত ও ৫টি অনুরোধভিত্তিক) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৭৬৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অনুরোধভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৫৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণসমূহে কারিগরি বিষয়ে এসকাডা সিস্টেম, তেল ও গ্যাস পাইপলাইন ডিজাইন, অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক ও অ-কারিগরি বিষয়ে অফিস ম্যানেজমেন্ট, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সাফল্যের মাধ্যমে বিপিআই দেশের জ্বালানি খাতের দক্ষ জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি কার্যকর কর্মসম্পাদনের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার প্রণয়নের প্রাক্কালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ কোম্পানি সমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের চাহিদা ও মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার (সারণি-১) প্রণয়ন করা হয়, যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রাঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (ইএমআরডি)-এর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পরিচালিত গভর্নিং বোর্ড ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন, যা মোট ২৩টি প্রশিক্ষণ সেশন অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়াও, অনুরোধের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ৫টি প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সেশনগুলো জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের প্রাসঙ্গিক কারিগরি ও প্রশাসনিক (অ-কারিগরি) বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্যালেন্ডারভুক্ত প্রশিক্ষণ এর তালিকা

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	দিন	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	প্রতি অংশগ্রহণকারীর কোর্স ফি (ইউএস)	তারিখ	স্থান
১	Project Management	৫	৩২	১৮,৫০০	১৮-২২ আগস্ট, ২০২৪	বিপিআই
২	Human Resources Management (HRM)	৫	২৭	১৮,৫০০	০১-০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
৩	Gas & Oil Metering System	৫	৩৪	১৮,৫০০	০৮-১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
৪	Presentation and Communication Skills	৩	৩১	৯,৬০০	১৭-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
৫	Annual Performance Agreement & Five Tools 2024-25: Guidelines and Execution Procedures	৫	১৪	১৮,৫০০	২২-২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
৬	Public Procurement Management and E-GP	৫	৪০	১৮,৫০০	২৯ সেপ্টেম্বর-০৩ অক্টোবর, ২০২৪	বিপিআই
৭	Office Management	৫	৩১	১৮,৫০০	২৯ সেপ্টেম্বর-০৩ অক্টোবর, ২০২৪	বিপিআই
৮	Taxation and VAT Management	৩	৩৫	৯,৬০০	০৬-০৮ অক্টোবর, ২০২৪	বিপিআই
৯	Oil & Gas Network Analysis, SCADA and Leak Detection	৪	৪২	১৩,৫০০	০৬-০৯ অক্টোবর, ২০২৪	বিপিআই
১০	Design, Construction, Operation & Maintenance of Oil & Gas Pipeline	৫	৩৫	১৮,৫০০	২৭-৩১ অক্টোবর, ২০২৪	বিপিআই
১১	Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation	৩	৩৩	৯,৬০০	০৫-০৭ নভেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
১২	Sustainable Development Goal (SDG)	৩	১৩	৯,৬০০	২৬-২৮ নভেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
১৩	Labor Act, Rules, Policies & Human Rights	৫	২৪	১৮,৫০০	০৮-১২ ডিসেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
১৪	Annual Confidential Report (ACR) Writing	২	৪০	৬,০০০	২২-২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
১৫	Safety Precaution at Work Site and Occupational Health Safety	৫	১৭	১৮,৫০০	১২-১৬ জানুয়ারি, ২০২৫	বিপিআই
১৬	Prepaid Gas Metering System (Installation and Maintenance)	৫	১৭	১৮,৫০০	১৯-২৩ জানুয়ারি, ২০২৫	বিপিআই
১৭	International Contract and Negotiation	৩	২৯	৯,৬০০	২২-২৪ এপ্রিল, ২০২৫	বিপিআই
১৮	Corrosion Control and Cathodic Protection	৫	২৪	১৮,৫০০	০৯-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	বিপিআই

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	দিন	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	প্রতি অংশগ্রহণকারীর কোর্স ফি (ইউএঞ)	তারিখ	স্থান
১৯	Store Keeping and Stock Control (Inventory Management)	৪	১৭	১৩,৫০০	২৭-৩০ এপ্রিল, ২০২৫	বিপিআই
২০	Material Engineering Codes and Standards	৫	২১	১৮,৫০০	০৪-০৮ মে, ২০২৫	বিপিআই
২১	Usages of Explosives in Petroleum and Mining Industry	২	১৮	৬,০০০	১৪-১৫ মে, ২০২৫	বিপিআই
২২	ICT, Cyber Security and Computer Networking for Smart Bangladesh	৫	২০	১৮,৫০০	১৮-২২ মে, ২০২৫	বিপিআই
২৩	Offshore and Blue Economy	৩	১৮	৯,৬০০	২৫-২৭ মে, ২০২৫	বিপিআই

২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুরোধের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ এর তালিকা

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	দিন	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	প্রতি অংশগ্রহণকারীর কোর্স ফি (ইউএঞ)	তারিখ	স্থান
১	Basic Drilling Technology	১০	১৭	৩৭,৫০০	১০-২১ নভেম্বর, ২০২৪	বিপিআই
২	Foundational Training Course 05	৫৯	২৯	১,৬০,০০০	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ - ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	বিপিআই
৩	Annual Confidential Report (ACR) Writing	১	৭৭	৩,০০০	১৫ জানুয়ারি, ২০২৫	অনলাইন
৪	Personal Grooming, Behavior, Reception and Hospitality	১	২২	খবা	২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	বিপিআই
৫	Storage, Handling, Maintenance of POL Products and Aircraft Refueling	১০	১১	৩৭,৫০০	১৮-২৯ মে, ২০২৫	বিপিআই
	মোট		১৫৬			

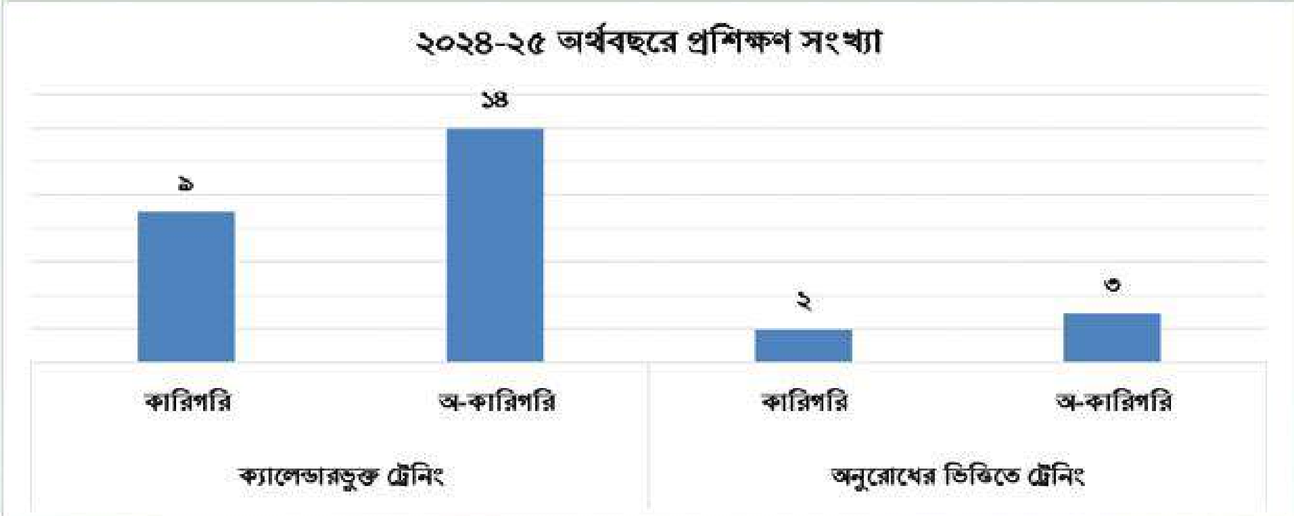

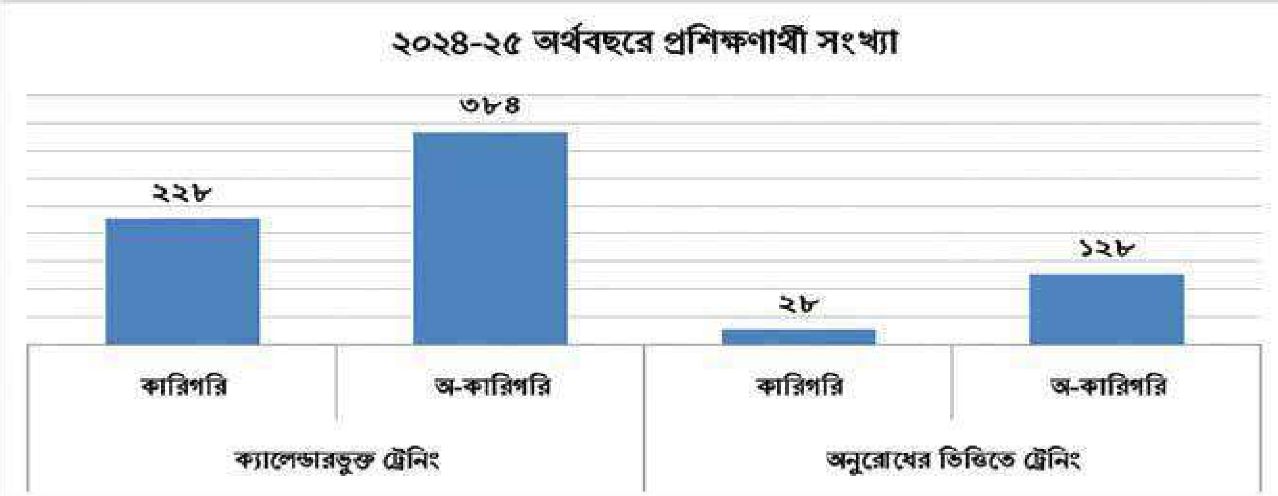
২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
২২৮
৩৮৪
২৮
১২৮
কারিগরি
অ-কারিগরি
কারিগরি
অ-কারিগরি
ক্যালেন্ডারভুক্ত ট্রেনিং
অনুরোধের ভিত্তিতে ট্রেনিং

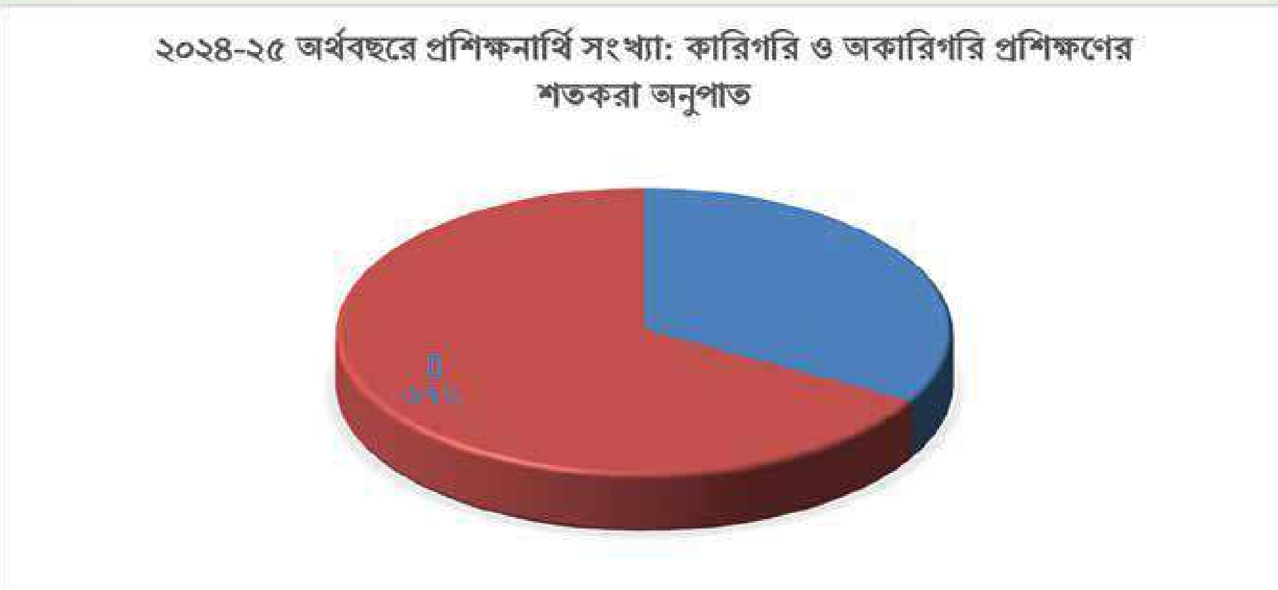
২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষনার্থি সংখ্যা: কারিগরি ও অকারিগরি প্রশিক্ষণের শতকরা অনুপাত

অর্থবছরভিত্তিক প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা
প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা
১২০০
১০০০
৮০০
৬০০
৪০০
২০০
০
২৪০
১৭৫
২৩৪
২৭৪
৫৪৮
৭০৭
৬৪১
৬৩১
৯৭৮
৯৫৯
১০২১
৮০৫
১০৪৮
৪৮৭
৬০১
৭৬৮
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
২০২১-২২
২০২২-২৩
২০২৩-২৪
২০২৪-২৫
অর্থবছর

গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট সূচনালগ্ন থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষ জনবল কাঠামো বিনির্মাণে প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) সফলভাবে দুটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো "Study on the combustion properties and transmission compatibility of hydrogen - natural gas admixture; an endeavor for reducing carbon emission using clean hydrogen fuel in existing natural gas network of bangladesh" শীর্ষক গবেষণা। এ গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাস নেটওয়ার্কে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ার জ্বলন বৈশিষ্ট্য ও সঞ্চালন সামঞ্জস্যতা যাচাই করা হয়েছে, যা কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দ্বিতীয় গবেষণাটি হলো "Evaluating the functional impact of technical trainings on petroleum sector conducted by bangladesh petroleum institute", যেখানে বিপিআই কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগত মান, দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন এবং দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে প্রশিক্ষণের বাস্তব প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন

জাতীয় উন্নয়নে যৌথ অংশীদারিত্বঃ MoU কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব সমঝোতা স্মারক দেশের খনিজসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি খাতকে আরও কার্যকর, টেকসই এবং গবেষণাভিত্তিক করার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চারটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) খসড়া চূড়ান্ত করেছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো হল:

১. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ কৌশল বিভাগ

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিজবিদ্যা বিভাগ

৩. ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (বিসিএসআইআর)

৪. কোডার্স ট্রাস্ট গ্লোবাল

এই গড়ট সমূহের আওতায় দেশীয় খনিজসম্পদের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা সহযোগিতা এবং যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশেষভাবে, খনিজ ও জ্বালানি খাতের সার্বিক বিকাশে প্রয়োজনীয় জনশক্তি গঠনে বিপিআই এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। বিপিআই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগসমূহ জাতীয় পর্যায়ে জ্বালানি নিরাপত্তা ও খনিজসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ডাউনস্ট্রিমে বিভিন্ন ট্রেডে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন

ডাউনস্ট্রিম পর্যায়ে দক্ষ জনবল গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর "জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে দক্ষ জনবল প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। মাননীয় সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় ডাউনস্ট্রিম পর্যায়ের বিভিন্ন ট্রেডে কর্মরত জনশক্তিকে Skill Certification in Petroleum Sector (SICIP) এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) "গ্যাস স্টেশন আটেনডেন্ট " কোর্সের একটি খসড়া কারিকুলাম ও সার্টিফিকেশন কাঠামো প্রণয়ন করেছে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে এবং জনবল আমদানিকারক দেশগুলোর স্বীকৃতি পেয়েছে।

বর্তমানে SICIP-এর সঙ্গে বিপিআই-এর সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে এলপিজি রিফিলিং স্টেশন, সিএনজি স্টেশন, সিনার্জি প্ল্যান্ট, ও অন্যান্য গ্যাস ফিশন স্থাপনায় নিয়োজিত জনবলকে সনদপ্রাপ্ত এবং দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জাতীয়ভাবে সার্টিফিকেশন ব্যতীত কোনো প্রকার নিয়োগ সীমিত বা নিষিদ্ধ করার মতো বাধ্যতামূলক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

"Strengthening Capacity of BPI" প্রকল্প গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই)-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Strengthening Capacity of Bangladesh Petroleum Institute" শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব (PDPP) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৯ পর্যন্ত।

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ১৬,৫৭৮.৬২ লক্ষ টাকা (একশ পঁয়ষট্টি কোটি আটাত্তর লাখ বাষট্টি হাজার টাকা মাত্র)। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপিআই-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণা সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি আধুনিকায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

এমতাবস্থায়, প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থসহ অন্যান্য দিক বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে বিপিআই-এর কার্যক্রম আরও গতিশীল ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বইয়ের সবুজ পাতায় প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ-

- ❖ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। বিপিআই-এর মোট ২৫ জন কর্মকর্তা সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে বিপিআই বান্দরবান হর্টিকালচার সেন্টারে অবস্থান করেন।
- ❖ বিপিআই এর প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল চালুকরণের লক্ষ্যে ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ১৮ টি সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত

সেমিনারসমূহে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সকল দপ্তর সংস্থা ও কোম্পানীর অধীন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

বাজেট ও হিসাব (২০২৪-২৫ অর্থবছর)

বাজেট ও হিসাব

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর আর্থিক হিসাব ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হিসাব শাখা রয়েছে। যাবতীয় আয়-ব্যয়, লেনদেনসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ শাখা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হলেও সরকারি হিসাব পদ্ধতিই এখানে চালু রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নিম্নলিখিত উৎস হতে তহবিল প্রাপ্ত হয় :

(ক) সরকারি অনুদান

(খ) পেট্রোবাংলার অনুদান

(গ) বিপিসির অনুদান

(ঘ) নিজস্ব আয়

২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়ের বিবরণ		
ক্র. নং	খাতসমূহ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকৃত আয়
১	সরকারী অনুদানঃ সরকারের সাধারণ মঞ্জরী হিসেবে বার্ষিক অনুদান	২৮,৩৪১,৬৯৬.০০
২	পেট্রোবাংলা হতে বার্ষিক অনুদান	৪,০০০,০০০.০০
৩	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন হতে বার্ষিক অনুদান	২,০০০,০০০.০০
৪	ইন্সটিটিউটের নিজস্ব আয় (প্রশিক্ষণ ফি ও অন্যান্য)	১০,০৪১,৫৫৮.০০
৫	বিপিআই এর নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সুদ	১০,৭৮৭,৩৪৮.০০
	মোট=	৫৫,১৭০,৬০২.০০

২০২৪-২৫ অর্থবছরের অর্থ বিভাগের অনুমোদিত সংশোধিত বরাদ্দ ৩,৪৪,০০,০০০/- (তিন কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং বিপিআই-এর নিজস্ব ফান্ড/তহবিল হতে সংশোধিত বরাদ্দ ৩,১৫,৫৭,০০০/- (তিন কোটি পনের লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকাসহ মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ৬,৫৯,৫৭,০০০/- (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ বিভাগের অনুমোদিত সংশোধিত বরাদ্দ হতে ব্যয় ২,৮৩,৪১,৬৯৬/-(দুই কোটি তিরাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই) টাকা এবং বিপিআই-এর নিজস্ব ফান্ড/তহবিল হতে সংশোধিত বরাদ্দ হতে ব্যয় ২,৩৮,০১,৫১৭/- (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ এক হাজার পাঁচশত সতের) টাকাসহ সর্বমোট ব্যয় হয় ৫,২১,৪৩,২১৩/- (পাঁচ কোটি একুশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত তের টাকা) টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিপিআই-এর অনুমোদিত সংশোধনী বাজেটঃ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬,৩৪,০০,০০০/-(ছয় কোটি চৌত্রিশ লক্ষ) টাকা যার বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিপিআই-এর মোট প্রকৃত আয় হয় ৫,৫১,৭০,৬০২/- (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত দুই) টাকা।

হিসাব নিরীক্ষা:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এর ২০১০-১২ সময়কালের ১টি, ২০১২-১৮ সময়কালের ১টি এবং ২০১৮-২৪ সময়কালের ২টি সহ মোট (১+১+২) = ৪(চার) টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট অপ্রতুল জনবল, ভৌত সুবিধাদি, প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ও আসবাবপত্রের যে সংকট রয়েছে, তা সুরাহা করার জন্য পর্যায়ক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অধিকাংশ সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। এসকল উদ্যোগের ফলে আশা করা যায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। জ্বালানি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে এ ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১। পরিচিতি ও কার্যাবলী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কারিগরী পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাজ করছে। এ ইউনিট নীতি নির্ধারণেও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে। রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকা- বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে চলমান ছিল। জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান, বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে রূপদান করে। ০১ জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সার্বিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও হালনাগাদকরণ, জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস-এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ, উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান, জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা, জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ, মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান, কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন, বিতরণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

জনবল কাঠামো

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি এবং চতুর্থ শ্রেণীর (আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে) ০৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে। রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২৬ টি পদের মধ্যে ২ টি পদে প্রেষণে এবং ১০টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৪টি পদের মধ্যে ৫ টি পদের বিপরীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন মামলা থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত এবং ৯ টি পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ছক ১: হাইড্রোকার্বন ইউনিটের জনবল কাঠামো

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৯ জন	৩৫ জন	০৭ জন	০১ জন	০৫ জন	০৯ জন	২২ জন

২। ২০২৪ - ২৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

প্রাথমিক জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম

হাইড্রোকার্বন ইউনিট ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গত ২ বছরে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিকল্প/নতুন জ্বালানি (New/alternate energy) এবং টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের গৃহীতব্য কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে ২২ টি গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে, ৫টি গবেষণা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের স্বনামধন্য ০৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট -এর একজন বিশেষজ্ঞ সহ মোট ১২ (বার) জন গবেষকগণের সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গবেষণার Report রিভিউ করার জন্য ন্যূনতম তিনজন বহিঃসদস্যবিশিষ্ট পৃথক ১২টি রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়। রিভিউ প্যানেল কর্তৃক মূল্যায়িত হবার পরে গত ৩১ মে ২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত Primary Energy Conference 2024-25 এ মোট ১২ টি সেশনে ১২ জন গবেষক তাঁদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি সেশনে ১ জন মডারেটর এবং ২ প্যানেল আলোচক সহ ৩ জনের একটি কারিগরি টিম আলাদা আলাদা ভাবে গবেষকের উপস্থাপনার উপর মতামত প্রদান করেন। রিভিউয়ারদের মূল্যবান মতামত ও উক্ত কনফারেন্সে প্রাপ্ত ফিডব্যাক সন্নিবেশিত করে গবেষকগণ ইতোমধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) হাইড্রোকার্বন ইউনিটে দাখিল করেছেন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট গবেষণাকর্মে সফলতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেই আঙ্গিকে BCSIR -এর বিশেষজ্ঞ গবেষক ড. মোশারফ, যিনি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বায়োগ্যাস Purification পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তাঁকে বিগত বছরের ফলো-আপ রিসার্চ হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঐ উদ্ভাবিত পদ্ধতির জন্য Reactor Design করার গবেষণাটি প্রমোট করা হয়েছে, যার ফলে একটি সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবনী গবেষণা কাজে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সম্পৃক্ততার কথা সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হবে এবং গবেষণাটি বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ছবি: Primary Energy Conference 2024-25

বাংলাদেশের কয়লা সম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রম

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ প্রাথমিক জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ,আমদানি নির্ভরতা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ হ্রাসের জন্য দেশের কয়লা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "দেশের কয়লা সম্পদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয়" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে কয়লা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সভা ও মতামত গ্রহণপূর্বক "বাংলাদেশ কয়লা নীতিমালা ২০২৪" -এর খসড়া প্রস্তুত করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

EMRD ড্যাশবোর্ড স্থাপন

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির প্রাইমারি জ্বালানি সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন- গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানি এবং তেলের ডিপোভিত্তিক ডাটা, ট্রেনিং, লাইসেন্সিং, এডিপি, মানবসম্পদ, লিজিং ও কঠিন শিলা মাইনিং, অডিট, এবং জিওলজিকাল ম্যাপ সংক্রান্ত তথ্যাদি রিয়াল টাইম প্রদর্শনের পাশাপাশি এ সকল জ্বালানির বছরভিত্তিক historical data প্রদর্শনের জন্য সমন্বিত ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতকরণের কাজ এ ইউনিট কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে, যা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইটে [www.emrddashboard.gov.bd] লিংকে লাইভ-এ রয়েছে। ইতোমধ্যে ড্যাশবোর্ডটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বর্তমানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কোন কোন দপ্তর/সংস্থা হতে ডাটা আপলোড করা হয় না, এ সংক্রান্ত রিপোর্ট সিস্টেম এনালিস্টের নিকট প্রেরণ করে থাকে। ড্যাশবোর্ড পরিচালনার কারিগরি অংশ এ ইউনিট হতেই পরিচালিত হচ্ছে।

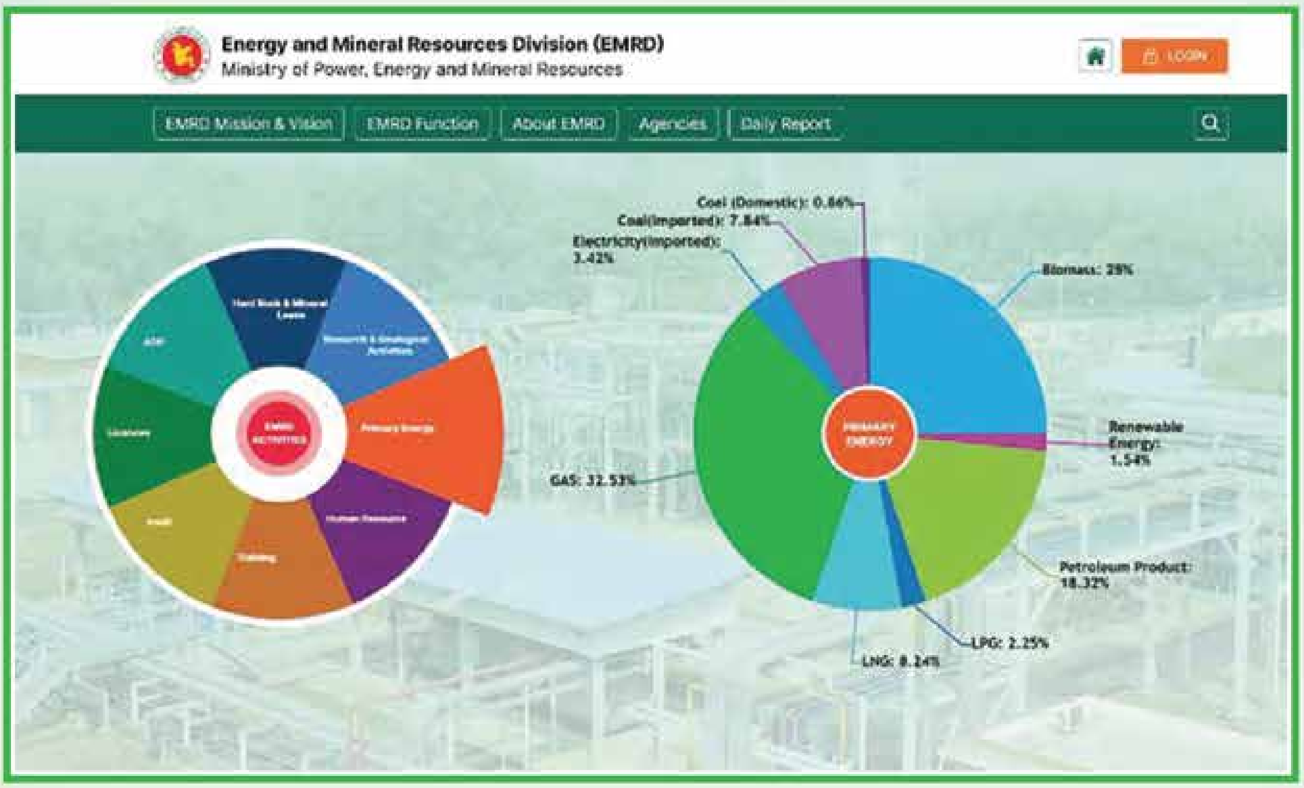

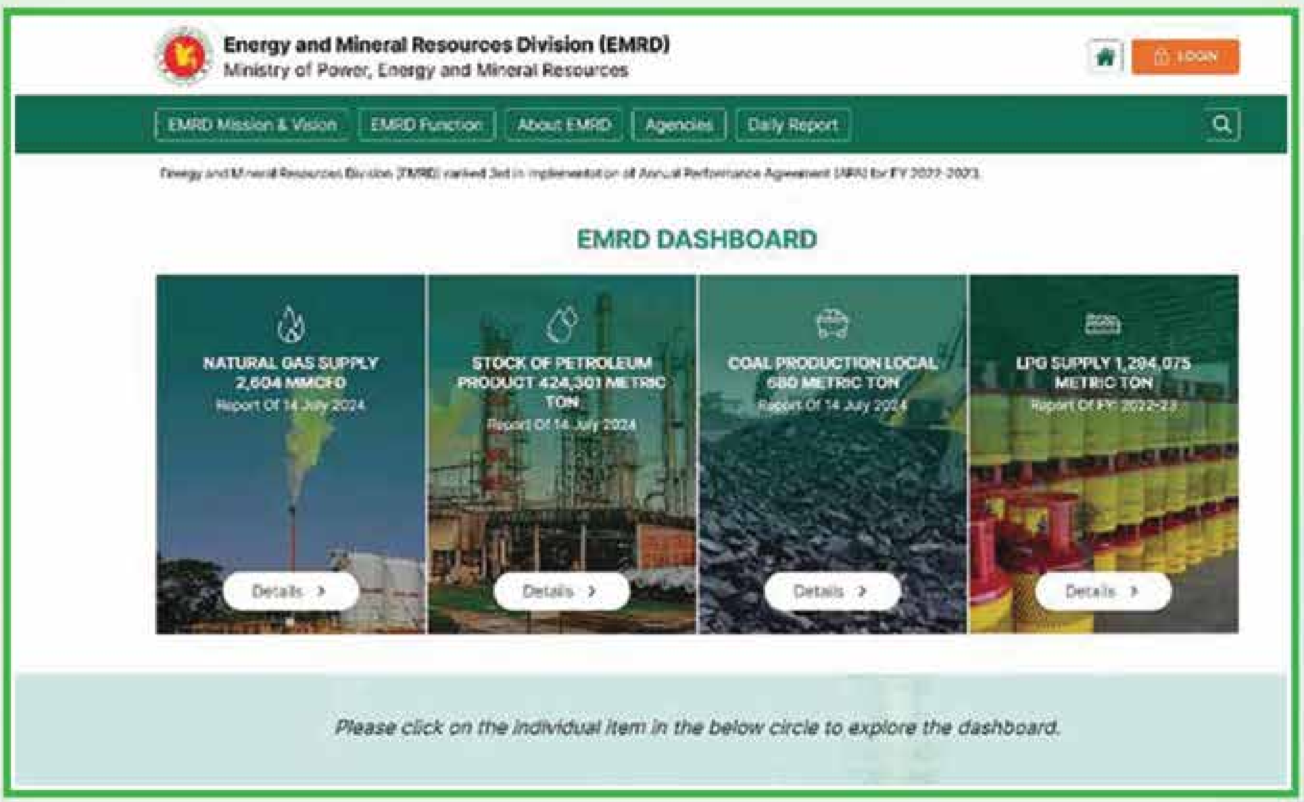

ছবি-১: EMRD ড্যাশবোর্ডের হোম পেজ

প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অন্যান্য কার্যক্রম:

হাইড্রোকার্বন ইউনিট "গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদন" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫, প্রতিমাসে) পূর্বে শুধুমাত্র ডাটাভিত্তিক টেবিল আকারে প্রস্তুত করতো। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে এই প্রতিবেদনটি ডাটাভিত্তিক টেবিলের পাশাপাশি বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনামূলক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে যা নীতি নির্ধারণে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের "গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এছাড়াও হাইড্রোকার্বন ইউনিট গত অর্থবছরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন খসড়া আইন, বিধি, নীতিমালা এবং জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কনসেপ্ট পেপার ও অন্যান্য বিষয়ের উপর পর্যালোচনাপূর্বক মতামত ও প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করেছে।

৩। আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বমোট বরাদ্দ ৩২৬.২৫ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট ২৮৫.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ৩২৮.৩০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছিল ৩২১.৩৭ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ বিবেচনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২.০৫ লক্ষ টাকা কম বরাদ্দ হয়েছে।

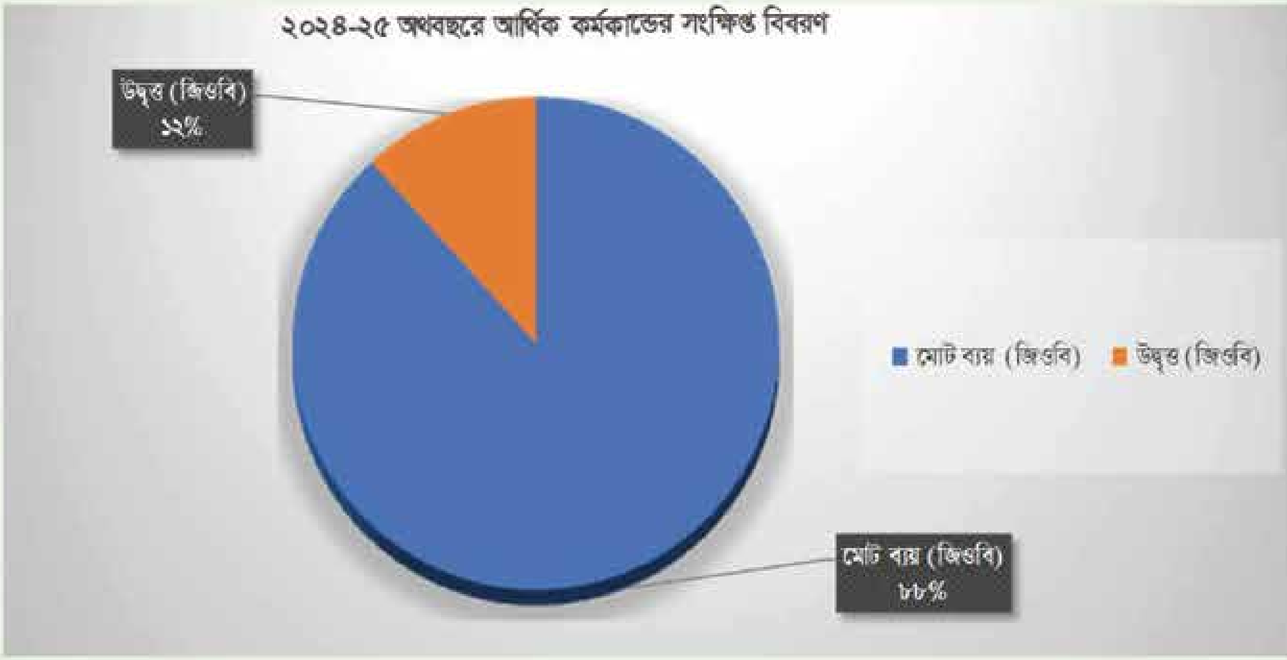

ছক-২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড (বিবরণ)	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যবহারযোগ্য বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
৩-আবর্তক ব্যয়				
৩১-কর্মচারীদের প্রতিদান	৯৫.৯৬	৯৫.৯৬	৮৮.৬১	৭.৩৫
৩২-পন্য ও সেবার ব্যবহার	১৯৭.২৯	১৯৪.৪৮	১৬৫.২২	২৯.২৬
উপমোট-আবর্তক ব্যয় (ক)	২৯৩.২৫	২৯০.৪৪	২৫৩.৮৩	৩৬.৬১
৪-মূলধন ব্যয়				
৪১-অআর্থিক সম্পদ	৩৩.০০	৩৩.০০	৩১.২৮	১.৭২
উপমোট-মূলধন ব্যয় (খ)	৩৩.০০	৩৩.০০	৩১.২৮	১.৭২
সর্বমোট (হাইড্রোকার্বন ইউনিট) (ক+খ):	৩২৬.২৫	৩২৩.৪৪	২৮৫.১১	৩৮.৩৩

৪। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্প (মেয়াদকাল)/ কার্যক্রম	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/উদ্দেশ্য	আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (লক্ষ টাকায়)			জনকল্যাণে ভূমিকা	আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান	মন্তব্য
			প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি				
				ব্যয়	%			
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প:								
১।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-১) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের আইনগত ও বিধিগত ভিত্তি তৈরি করা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি নির্ধারণ।	১৩১৩.৫৯	১২৩২.০০	৯৪% (বাস্তব ১০০%)	হাইডোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা সৃজিত হয়েছে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখছে।	
২।	স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট ইন দি এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কারিগরী দক্ষতা অধিকতর উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইকরণের মাধ্যমে দেশের তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যাদি প্রদান এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সহায়তাকরণ।	৩৬৯৭.৮০	৩৫৭১.৫০	৯৭% (বাস্তব ১০০%)	তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ সেক্টরের প্রস্তুতকৃত কারিগরী প্রতিবেদনগুলো দেশের জ্বালানি সেক্টরের পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।	কারিগরি প্রতিবেদনগুলো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	

৫। বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প: নেই।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কারিগরি ও প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এ ইউনিট অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, শিখন সেশন এবং সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নে ২৫ টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, ২৫ টি শিখন সেশন এবং ৩টি কর্মশালা আয়োজন করেছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বিষয় হলো Well Drilling, Wireline logging operation, testing and reserve estimation, বাংলাদেশের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং Biofuel- Bangladesh prospect। এছাড়াও "বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভবিষ্যৎ শীর্ষক কর্মশালা", "Prospects and challenges of bioenergy production in Bangladesh শীর্ষক কর্মশালা" এবং "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের Voluntary National Reviews (VNRs) দলিল প্রস্তুত বিষয়ক কারিগরি কর্মশালা" আয়োজন করেছে। গত অর্থবছরে এ ইউনিটের পাঁচজন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৭। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এর কর্মধারাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক "বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম সম্পদের মূল্যায়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা: জবালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত কৌশল" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প সবুজ পাতাভুক্ত হয়েছে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম সম্পদের সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের জন্য ভূতাত্ত্বিক (Geological) ও ভূ-পদার্থিক (Geophysical) তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পে বিদ্যমান সিসমিক, ভূতাত্ত্বিক এবং কূপ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে হালনাগাদ ভূতাত্ত্বিক মডেল তৈরি করার পাশাপাশি হাইড্রোকার্বন উপস্থিতির সম্ভাবনাসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য Structure ও বেসিন চিহ্নিত করা হবে। সর্বশেষ এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের হাইড্রোকার্বন খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অনুসন্ধান কৌশল, বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান করা হবে।

এছাড়া হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার এবং গবেষণা কার্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। সে লক্ষ্যে গৃহীত গবেষণা কার্যক্রমকে একটি উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রদান এবং এ কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিতকরণের আবশ্যকতা বিবেচনায় "হাইড্রোকার্বন ইউনিট গবেষণা নীতিমালা, ২০২৫" শীর্ষক খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে হাইড্রোকার্বন ইউনিট তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাচ্ছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সার্কুলারের মাধ্যমে নির্বাচিত গবেষক কর্তৃক প্রাথমিক জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দেশে ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রণে বায়োমাস/জৈব জ্বালানির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত বেজলাইন ডাটা প্রস্তুতের লক্ষ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিজস্ব সক্ষমতায় একটি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি হাইড্রোকার্বন ইউনিটের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব জনবল/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক/যৌথ/সমন্বিতভাবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক আকস্মিকভাবে উদ্ভূত বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক যেকোন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও অপ্রচলিত গ্যাস ও তেল রিজার্ভয়ারের (যেমন: Shale Gas, Tight Sandstone Gas, Coalbed Methane) ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক অনুসন্ধান এবং কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাইড্রোকার্বন উত্তোলন ও সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে জ্বালানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য জ্বালানি নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়